STOCK MARKET & PSYCHOLOGY MASTERY

PROFITABLE TRADING STRATEGIES WITH PSYCHOLOGY

প্রফিটেবল ট্রেডিং স্ট্রাটেজিস উইথ সাইকোলজি

MASTERING MARKET DYNAMICS & MINDSET FOR SUCCESS



WRITTEN BY
Anil Hanegave

TRANSLATED BY
Chuggi Master

ULTIMATE GUIDE TO FINANCIAL FREEDOM & TRADING PSYCHOLOGY

পূর্বকথন

সম্প্রতি অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং বা স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং বৃদ্ধি পেয়েছে, যা সেরা ট্রেডারদের দ্বারা নকশা করা প্রক্রিয়াগুলো অনুসরণ করে এবং কম্পিউটার প্রোগ্রামের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। তারা নির্দিষ্ট নির্দেশাবলী অনুসরণ করে একটি ট্রেড সম্পাদন করে। এই প্রোগ্রাম ডিজাইন করার সময় প্রোগ্রামাররা ঐতিহ্যবাহী সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স এলাকাগুলো বিবেচনা করে, যা খুচরা ট্রেডারদের ফাঁদে ফেলতে এবং মুনাফা অর্জন করতে ব্যবহৃত হয়। তাই মার্কেটে লাভ করতে হলে আমাদের স্মার্ট মানি দ্বারা অনুসৃত কৌশলগুলো প্রয়োজন। এই কৌশলগুলো ফাঁদ অঞ্চল বিবেচনা করে তৈরি করা হয়েছে এবং আমরা শুধু স্মার্ট মানির সাথে চলি। এই বইয়ের লক্ষ্য হলো আপনার ট্রেডিং এবং বিনিয়োগ ব্যবসায় মূল্য সংযোজন করা। এটি লেখা হয়েছে তাদের জন্য যারা পদ্ধতিগত পদ্ধতি, সরঞ্জাম এবং কৌশল শিখতে চান যা আপনাকে একজন সাধারণ বিনিয়োগকারী থেকে শিল্পের একজন সফল ডে ট্রেডারে রূপান্তরিত করবে।

আমি শেয়ার মার্কেটে ১০ বছর ধরে আছি। আমি অনেক বিনিয়োগকারী এবং ট্রেডারকে দেখেছি, অল্প কয়েকজন সন্তুষ্ট, আর বেশিরভাগই মার্কেটকে দোষারোপ করে। আমার মনে একটি প্রশ্ন জাগে, ট্রেডিং কি লাভজনক ব্যবসা? প্রথমদিকে যখন আমি ট্রেডিং শুরু করি, আমি টাকা হারাতাম। কিন্তু প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ, বই পড়া ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষাগত ভিত্তি গড়ে তোলার পর আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করি। আমি সফল ট্রেডারদের সাথে কথা বলি এবং আবিষ্কার করি যে তাদের অনেকেই টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস ব্যবহার করেন। আমি টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস এবং ট্রেডিং সাইকোলজি সম্পর্কিত যত বই সম্ভব পড়েছি। আমি সফল আন্তর্জাতিক ট্রেডারদের ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেছি। আমি পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া তৈরি করেছি, আবেগ নিয়ন্ত্রণ করেছি, তারপর আমি সফল হয়েছি।

এই বই আপনাকে ট্রেডিংয়ের চারটি কোয়াড্রান্টে উপকৃত করবে—পদ্ধতিগত টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস, মানি ম্যানেজমেন্ট, ট্রেডিং সাইকোলজি এবং লাইফ ম্যানেজমেন্ট—যা আপনাকে মার্কেটের জন্য প্রস্তুত করবে। এতে আমার পরীক্ষিত এবং বাস্তবসম্মত ডে ট্রেডিং কৌশল ও প্যাটার্ন প্রকাশ করা হয়েছে, যা সহজে বোঝা যায় এবং ভারতীয় মার্কেটসহ বৈশ্বিক মার্কেটেও প্রয়োগ করা যায়।

৩০টিরও বেশি বাস্তব মার্কেট উদাহরণ এবং চার্টে ভরপুর এই বইটি দেখায় মার্কেট কীভাবে দিনের বেশিরভাগ সময় ৬টি কৌশল অনুসারে চলে। এই বই মার্কেটের একটি রোড ম্যাপ প্রদান করে যা আশ্চর্যজনকভাবে সঠিক হতে পারে। শিখুন কীভাবে মার্কেটের দিনের ট্রেন্ড

এবং চাহিদা ও সরবরাহ অঞ্চলের সুবিধা নিতে হয়। আবেগ বারবার পুনরাবৃত্তি হয়, তাই প্যাটার্নও পুনরাবৃত্তি হয়, কারণ এটি তৈরি করে মানুষ অর্থাৎ ক্রেতা ও বিক্রেতা। মৌলিক আবেগ হলো আনন্দ, ভয়, লোভ, দ্বিধা এবং আশা। একবার আপনি এই বইটি সম্পূর্ণ পড়লে আপনি যাত্রার যাত্রী নন, বরং চালক হয়ে উঠবেন আপনার আর্থিক যাত্রায়।

আমার মোট ১১ দিনের ট্রেডিং কৌশল কেন্দ্রীয় পিভট রেঞ্জ (**Central Pivot Range**) এবং মুভিং এভারেজের উপর ভিত্তি করে। এই প্রথম অংশে আমি ৬টি কৌশল কভার করছি। **CPR** এবং মুভিং এভারেজ সূচকগুলোকে বুদ্ধিমত্তার সাথে একত্রিত করলে মার্কেট পড়তে পারবেন এবং এমন পরিস্থিতি চিহ্নিত করতে পারবেন যেখানে সম্ভাবনা আপনার পক্ষে থাকে। আমি বড় ছবির মার্কেট পরিস্থিতি বুঝি। আমি প্রি-মার্কেট এনালাইসিস করি এবং প্রতিদিন আমার ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ করি মার্কেটের দিকনির্দেশনা: অর্থাৎ মার্কেট পরের দিন কোন দিকে ট্রেন্ড করার সম্ভাবনা বেশি। বেশিরভাগ সময় এটি নিখুঁতভাবে কাজ করে। আমি নমনীয় থাকি এবং মার্কেটের গতিবিধি অনুযায়ী বাস্তব সময়ে আমার এনালাইসিস সামঞ্জস্য করি।

আমি অন্য ট্রেডার বা মার্কেট বিশ্লেষকদের মতামতের প্রতি খুব বেশি মনোযোগ দিই না। আমি আমার পড়াশোনা করি, বাস্তব সময়ে এনালাইসিস করি এবং ট্রেড করি। আমি জোর করে ট্রেড করি না। আমি অপেক্ষা করি উচ্চ-সম্ভাবনার ট্রেডের জন্য। আর আমি নমনীয় থাকি, যা আমাকে অর্থ উপার্জন করতে সাহায্য করে।

আমি মার্কেটকে সম্মান করি: এটি যেখানে যেতে চায় সেখানে যাবে, এবং আমি বিশ্বাস করি পৃথিবীতে কেউই সবসময় মার্কেটের দিকনির্দেশনা পূর্বাভাস দিতে পারে না। আমার কাছে উচ্চ-সম্ভাবনার ট্রেড চিহ্নিত করার প্যাটার্ন আছে যা আমি এই বইতে শেয়ার করছি। তবে যদি ট্রেড আমার সময়সীমার মধ্যে কাজ না করে, আমি বের হয়ে যাই। আর যখন এটি আমার দিকে যায়, আমি লাভ তুলে নিই।

আমি আত্মবিশ্বাসের সাথে ট্রেড করি। আমার কাছে শান্ত আত্মবিশ্বাস হলো আবেগ নিয়ন্ত্রণ, আমার পদ্ধতির প্রতি বিশ্বাস এবং আমার ট্রেডিং পরিকল্পনা অনুসরণের ফল। আমার সেটআপগুলো সব মার্কেটে কাজ করে যেমন ভারতীয় মার্কেট, পণ্য মার্কেট এবং ফরেক্স মার্কেট। আপনি যা-ই ট্রেড করুন না কেন, নিশ্চিত করুন যথেষ্ট লিকুইডিটি আছে যাতে মার্কেটে প্রবেশ ও প্রস্থান দক্ষতার সাথে করা যায়। একজন ট্রেডারের লক্ষ্য হলো নিয়মিতভাবে লাভ তৈরি করা, অথচ মাত্র ৮% মানুষই ট্রেডার হিসেবে ধারাবাহিকভাবে অর্থ

উপার্জন করে। কেন ছোট শতাংশ ট্রেডার লাভজনক হয়? আমার কাছে নির্ধারক বিষয়গুলো হলো ব্যক্তিত্ব-উপযোগী ট্রেডিং কৌশল, ঝুঁকি ম্যানেজমেন্ট এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক। পেশাদার ট্রেডারের একটি সুস্পষ্ট ট্রেডিং পরিকল্পনা থাকে হিসাব করা ঝুঁকির সাথে এবং তারা উদ্যোক্তার মতো চিন্তা করে।

এই বই আপনাকে অর্থ কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করবে একটি ধারণার মাধ্যমে, যার নাম সিস্টেমে সুরক্ষা (**Protection in the System**), যা ব্যবসা করার গড় খরচ কমায়। এই বইতে আলোচিত অর্থনৈতিক মানসিকতার ধারণাটি অসাধারণ, যা বিনিয়োগ ও ট্রেডিং উভয় ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যায়। আমাদের কৌশলগুলো প্রমাণিত, লাভজনক এবং মার্কেটের নিয়মের উপর ভিত্তি করে যা আপনার ট্রেডিং স্টাইল উন্নত করতে সাহায্য করবে। আপনি শিখবেন শিল্প কীভাবে কাজ করে। আমি আত্মবিশ্বাসী যে যে কেউ এই বইয়ের ধারণাগুলো মনোযোগ সহকারে এবং বিশ্বস্তভাবে প্রয়োগ করলে ধারাবাহিকভাবে লাভজনক ট্রেডার হয়ে উঠবে।

অনিল এস. হানেগাভে
পুনে, ভারত।
অক্টোবর ২০২১।

কৃতজ্ঞতা

আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই সবাইকে, যারা আমাকে পূর্ণকালীন ট্রেডার এবং প্রশিক্ষক হওয়ার পথে সাহায্য করেছেন এবং এই বইয়ের গবেষণায় আমাকে সমর্থন করেছেন। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই সকল ট্রেডারদের প্রতি, যারা এই ৬টি কৌশল প্রয়োগ করার পর লিখিত প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন এবং পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকে তা যাচাই করেছেন।

আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই মি. অলিভার ভেলেজকে, যিনি আমার ট্রেডিং দক্ষতা কার্যকরভাবে উন্নত করতে সাহায্য করেছেন এবং আমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছেন। আমি কৃতজ্ঞ সফল ট্রেডার এবং ইউটিউবারদের প্রতি, যারা আমার প্রাথমিক সময়ে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছি যে এই বইতে ব্যবহৃত ফাইন্যান্স ও ট্রেডিং শিল্পের উদ্ধৃতি এবং শীর্ষ ট্রেডারদের প্রেরণাদায়ক উক্তি ইন্টারনেটে প্রকাশ্য উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে। আমি কৃতজ্ঞ ট্রেডারদের প্রতি যেমন ফ্র্যাঙ্কলিন ওচোয়া, যিনি বৃহৎ পরিসরে পিভট ধারণা পরিচয় করিয়েছেন, এবং ভারতীয় ট্রেডার গোমাথি শঙ্কর, যিনি তার ট্রেডিংয়ে পিভট ব্যবহার করেন এবং **CPR** ট্রেডারদের জন্য ট্রেডিংভিউ প্ল্যাটফর্মে বিনামূল্যে সূচক তৈরি করেছেন।

আমি কৃতজ্ঞ আমার ওয়েবিনার শিক্ষার্থীদের প্রতি, যারা এই কৌশল প্রয়োগ করেছেন এবং নিশ্চিত করেছেন যে এই কৌশলগুলোর সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি। ধন্যবাদ রবিন্দ্রে ভোসুরে, ট্রেডার, যিনি আমাকে বইয়ের ধারণা প্রক্রিয়ায় সাহায্য করেছেন। ড. এস. জি. প্যাটেল, একজন সুপরিচিত সুইং এবং ডে ট্রেডার, যিনি আমাকে ট্রেডারদের উপর জরিপ করতে সাহায্য করেছেন এবং ট্রেডিং মনস্তত্ত্ব উন্নয়নে মূল্যবান মতামত দিয়েছেন। ধন্যবাদ সুনীল রাই, একজন সফল ট্রেডার, যিনি আমাকে ইমেইল লিখে জানিয়েছেন— "আপনার বই ডে ট্রেডিংয়ে খুবই উপকারী, আমি খুব খুশি কারণ আপনার লাভজনক ট্রেডিং কৌশলগুলো লাইভ মার্কেটে কাজ করছে।"

আমি কৃতজ্ঞ মি. থেজেন্দ্রর প্রতি তার অসাধারণ সম্পাদনা এবং বইয়ের কভার ডিজাইনের জন্য। আমি কৃতজ্ঞ ট্রেডিংভিউ প্ল্যাটফর্মের প্রতি, যা মার্কেট এনালাইসিসের জন্য সর্বোত্তম বাস্তবসম্মত সঠিক প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে। আমি উদাহরণ হিসেবে ট্রেডিংভিউ চার্ট ব্যবহার করেছি।

সবশেষে, আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের অসংখ্য ট্রেডারদের, যারা বছরের পর বছর আমার ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ করেছেন। আপনাদের প্রত্যেকের সাথে প্রশিক্ষণ দিতে আমি আনন্দ পেয়েছি। আমি আশা করি এই বই আপনাদের শেখা বিষয়গুলোকে আরও দৃঢ় করবে এবং আপনাদের ট্রেডিংকে আরও ফলপ্রসূ করে তুলবে।

লেখক পরিচিতি



আমি অনিল হানেগাভে, ভারতের অন্যতম স্বনামধন্য ডে ট্রেডার, মার্কেট বিশ্লেষক, ট্রেডিং বিশেষজ্ঞ এবং বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের মেন্টর। **CPR** এবং মুভিং এভারেজের উপর ভিত্তি করে আমার প্রি-মার্কেট এনালাইসিস অত্যন্ত জনপ্রিয়। আমি নিয়মিতভাবে আমার ইউটিউব চ্যানেল **Trading Direction**-এ তা প্রকাশ করি। আমি পেটিএম ওয়েলথ কমিউনিটির একজন সফল প্রশিক্ষক।

আমি গত ৩ বছর ধরে পূর্ণকালীন ইন্ট্রাডে ট্রেডিং করছি এবং গত এক বছর ধরে ভারতীয় ট্রেডারদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে আমি উপভোগ করছি স্বাধীনতা, স্বনির্ভরতা এবং সমৃদ্ধি। আমাকে খুশি রাখার জন্য কোনো বস নেই; কোনো কর্মচারী পরিচালনা করতে হয় না; কোনো গ্রাহককে সন্তুষ্ট করতে হয় না। ট্রেডিং আমাকে দিয়েছে এক সীমাহীন জীবন।

অনুবাদকের কথা

এই বইটি এ আই এর সহযোগিতা নিয়ে অনুবাদ করেছি আমি। ক্যান্ডেলস্টিক ট্রেডিং সিস্টেম শিখতে আমার অনুবাদ করা ক্যান্ডেলস্টিক ট্রেডিং বাইবেল বইটি পড়তে পারেন।

ক্যান্ডেলস্টিক ট্রেডিং বাইবেল পিডিএফ বুক লিংক- **https://surl.li/fgfepk**

ধন্যবাদান্তে,
Chuggi Master
30 August 2026

সূচিপত্র

ট্রেডিং হলো সর্বোত্তম ব্যবসা

শেয়ার মার্কেটে ট্রেডিং একটি অসাধারণ ব্যবসায়িক সুযোগ প্রদান করে। শেয়ার বা সূচক ট্রেডিং ব্যবসার সৌন্দর্য হলো, এটি অন্য ব্যবসার তুলনায় বড় বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় না। আপনি পৃথিবীর যেকোনো জায়গা থেকে এই ব্যবসা পরিচালনা করতে পারেন। এর জন্য শুধু একটি ল্যাপটপ, ইন্টারনেট সংযোগ এবং একটি ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট প্রয়োজন।

বিনিয়োগ ও ট্রেডিংয়ে সফল হতে হলে আপনাকে ঝুঁকি-সমন্বিত রিটার্নের উপর মনোযোগ দিতে হবে। তখন যখনই আপনি সঠিক হবেন, স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্থ উপার্জন করবেন। আপনার ব্যবসার সাফল্যের জন্য আপনি একাই দায়ী।

আমি নিফটি এবং ব্যাংক নিফটিকে আমার দ্রুত ব্যবসায়িক অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করি। আমি প্রতিটি ট্রেডে তাদেরকে অংশীদার হিসেবে দেখি। আমি লাভ সর্বাধিক করতে দরকষাকষি করি। আমি কেনা-বেচার জন্য বিভিন্ন বিকল্প নির্বাচন করি। যখন আমি সঠিক থাকি, তারা আমাকে ভালো লাভ দেয়। আর যখন আমি ভুল করি, তারা আমাকে খেলা থামাতে এবং বের হয়ে যেতে সংকেত দেয়।

আমার বিশ্বাস হলো, যথাযথ জ্ঞান, দক্ষতা, প্রচেষ্টা এবং শৃঙ্খলার মাধ্যমে অধিকাংশ মানুষ যারা ট্রেডিংয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় তারা সফল হতে পারে। আমি আশা করি এই বই ট্রেডিংয়ে সাফল্যের পথ আলোকিত করবে। বাকিটা আপনার হাতে।

মার্কেট ও ট্রেডিংয়ের ধারণা জানুন

১ – ডে ট্রেডিং এবং সুইং ট্রেডিং সহজ কিন্তু সহজ নয়

ট্রেডিং সহজ, শুধু মার্কেটের নিয়মগুলো প্রয়োগ করতে হবে এবং কিছু বিশ্লেষণাত্মক সিস্টেম ব্যবহার করতে হবে। একবার আপনি সঠিক টেকনিক্যাল টুল যেমন **CPR** হাতে পেলে, মার্কেটের পরবর্তী পদক্ষেপ চিনতে পারবেন। কিন্তু অর্থ জড়িত হলে সঙ্গে আসে আবেগ। এরপর আসে যুক্তি ও এনালাইসিস। তাই ট্রেডিংয়ের জন্য প্রয়োজন নিখুঁত ট্রেডিং কৌশল এবং নিখুঁত টেকনিক্যাল সেটআপ।

২ – মার্কেট তিনটি দিকে চলে – উর্ধ্বমুখী, নিম্নমুখী এবং পাশের দিকে

- ❖ যখন দিকনির্দেশক আন্দোলনে উচ্চতর উচ্চ এবং উচ্চতর নিম্ন তৈরি হয়, তখন তাকে উর্ধ্বমুখী প্রবণতা বলা হয়, যা "বুল মার্কেট" নামে পরিচিত।

- ❖ যখন দিকনির্দেশক আন্দোলনে নিম্নতর নিম্ন এবং নিম্নতর উচ্চ তৈরি হয়, তখন তাকে নিম্নমুখী প্রবণতা বলা হয়, যা "বিয়ার মার্কেট" নামে পরিচিত।

- ❖ যখন সরবরাহ ও চাহিদার শক্তি প্রায় সমান থাকে, তখন যে অনুভূমিক মূল্য আন্দোলন ঘটে তাকে বলা হয় "সাইডওয়েজ ট্রেন্ড"।

৩ – কম দামে কিনুন এবং বেশি দামে বিক্রি করুন

কম দামে কিনে বেশি দামে বিক্রির পরিকল্পনা হলো যেখানে আপনি শেয়ার বা সিকিউরিটি কম দামে কিনবেন এবং বেশি দামে বিক্রি করবেন। কখনও কখনও নিম্ন দাম আসল নিম্ন হয় না এবং উচ্চ দাম আরও বেশি বাড়তে থাকে। তখনই আপনাকে মার্কেটের বিভিন্ন প্যাটার্ন ও কাঠামো বুঝতে হবে, যাতে আপনি কোথায় কেনা বা বিক্রি করা সবচেয়ে ভালো হবে তা নির্ধারণ করতে পারেন।

একবার আমরা মার্কেট বুঝে গেলে, আমাদের একটি ট্রেডিং পরিকল্পনা প্রয়োজন। কীভাবে প্রবেশ করব? কোথায় প্রবেশ করব? কোথায় সুরক্ষা বা স্টপ লস থাকবে? এখানে একটি দৃঢ় চেকলিস্ট সাহায্য করে! আপনি তালিকা থেকে বিষয়গুলো টিক দিতে পারেন এবং ট্রেড সেটআপকে ভালো থেকে খারাপ হিসেবে গ্রেড করতে পারেন, তারপর বিভিন্ন এন্ট্রি পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রবেশ করতে পারেন।

ট্রেডাররা অন্যান্য কৌশলও ব্যবহার করতে পারেন, যেমন সেন্ট্রাল পিভট রেঞ্জ, মুভিং এভারেজ, ব্যবসায়িক চক্র, মার্কেটের মনোভাব—কখন কিনবেন বা বিক্রি করবেন তা নির্ধারণ করতে। সর্বাধিক ভয় যখন থাকে তখন শেয়ার কেনার সেরা সময়, আর সর্বাধিক লোভ যখন থাকে তখন বিক্রি করার সেরা সময়।

যদি আপনি এটিকে সহজ ব্যবসা হিসেবে ধরে নেন, তবে এটি সবচেয়ে খারাপ ব্যবসায় পরিণত হতে পারে। ট্রেডিং আয়ত্ত করতে প্রচুর নিষ্ঠা, ধৈর্য এবং সময় প্রয়োজন। যদি আপনি সঠিকভাবে এটি শিখেন, তবে আপনাকে আর কারও জন্য কাজ করতে হবে না।

কেন ট্রেডিং পৃথিবীর সেরা ব্যবসা!

- কোনো বস নেই, কোনো সহকর্মী নেই, কোনো মানুষ জড়িত নেই – শুধু আপনি।
- আপনার ব্যবসার সাফল্যের জন্য আপনি একাই দায়ী।
- আপনি নিজেই ঠিক করেন কী ট্রেড করবেন, কখন ট্রেড করবেন এবং কত পরিমাণে ট্রেড করবেন।
- আপনাকে কোনো গ্রাহককে খুশি রাখতে হবে না।
- আপনাকে কোনো কর্মচারীকে খুশি রাখতে হবে না।
- কোনো পণ্য তৈরি করতে হবে না, বিজ্ঞাপন দিতে হবে না বা বিক্রি করতে হবে না।
- কিছুই সংরক্ষণ করতে হবে না।
- কোনো হিসাবরক্ষণ বা ঋণ বিক্রয় নেই।
- যখনই আপনি ট্রেড করতে চান, ক্রেতা ও বিক্রেতা সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়।
- আপনি ইচ্ছেমতো ব্যবসা বাড়াতে বা কমাতে পারেন।
- এতে শারীরিক শ্রম জড়িত নয়।

ট্রেডিংয়ে রয়েছে একটি সত্যিকারের স্বপ্নের ব্যবসার সব বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা। তাই এটি পৃথিবীর সেরা ব্যবসা।

কেন মাত্র ৮% মানুষ ট্রেডিংয়ে সফল হয়?

সবচেয়ে বেশি জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন হলো কেন ট্রেডাররা ক্ষতি করে এবং সেই অর্থ কে আয় করে?

মাত্র ৮ শতাংশ মানুষ যারা ট্রেডার হওয়ার চেষ্টা করে তারা সফল হয়। বেশিরভাগই কেন ব্যর্থ হয়?

এই শিল্পে ব্যর্থতার হার ৯২%। ট্রেন্ডিং মার্কেটেও ব্যর্থতার হার বেশি। তবে এর মানে এই নয় যে চেষ্টা করা উচিত নয়। সাধারণ ব্যবসাতেও ব্যর্থতার হার বেশি থাকে—রেস্টুরেন্ট ব্যবসায় ব্যর্থতার হার বেশি, উদ্যোক্তা হওয়ার চেষ্টা করলেও একই ধরনের ব্যর্থতার হার দেখা যায়।

এই খেলায় দুই ধরনের অংশগ্রহণকারী থাকে—ডিপোজিটর এবং উইথড্রয়ার। ৮% ট্রেডার এবং প্রাতিষ্ঠানিক খেলোয়াড় বা স্মার্ট মানি মার্কেট থেকে অর্থ তুলে নেয়। লাভজনক ট্রেডাররা, ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকগুলো সম্মিলিতভাবে ছোট খুচরা ট্রেডার বা ডিপোজিটরদের কাছ থেকে বেশি অর্থ তুলে নেয়।

সফল ট্রেডিংয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গোপন বিষয় হলো লাভজনকতার মডেলিং, যেমন স্মার্ট মানি করে থাকে। পরীক্ষিত পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া ব্যবহার করে আবেগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ট্রেড করতে হবে। বেশিরভাগ ট্রেডার তাদের অনুভূতির ভিত্তিতে ট্রেড করে, কোনো সিস্টেমেটিক পদ্ধতির ভিত্তিতে নয়। তারা সিস্টেমেটিক ঝুঁকি ম্যানেজমেন্টর পদ্ধতি অনুসরণ করে না।

আপনাকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার ক্ষমতা তৈরি করতে হবে, যতক্ষণ না একটি ট্রেডযোগ্য পরিস্থিতি তৈরি হয়। তারপর যখন সেটি আপনার সামনে আসে, তখন ট্রেডটি সম্পাদন করতে হবে। এটি শুনতে সহজ মনে হয়, কিন্তু বিশ্বাস করুন—পরিকল্পনার অভাব এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণের অভাবই ট্রেডারদের ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণ।

Trading Psychology	Life skills
Trading strategies	Money Management

চিত্র ২.১ – একজন ট্রেডারের সাফল্যের চারটি স্তম্ভ

সফল ট্রেডাররা সমানভাবে মনোযোগ দেন ট্রেডিং কৌশল, অর্থ ম্যানেজমেন্ট, ট্রেডিং মনস্তত্ত্ব এবং জীবন দক্ষতার উপর। এই বইতে এই চারটি স্তম্ভই আলোচনা করা হবে।

আমি নিজেকে একজন ক্ষতিগ্রস্ত ট্রেডার থেকে সফল ট্রেডারে রূপান্তর করেছি প্রশিক্ষণ এবং ১১টি গোপন, সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত লাভজনক ট্রেডিং কৌশলের মাধ্যমে। আবেগ নিয়ন্ত্রণই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। এর পাশাপাশি আমি মার্কেট অধ্যয়ন এবং ভালো ট্রেড চিহ্নিত করার একটি প্রক্রিয়া তৈরি করেছি, যা ছিল একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কিন্তু আবেগ নিয়ন্ত্রণ, ইতিবাচক চিন্তা তৈরি এবং শক্তিশালী বিশ্বাস গড়ে তুলতে অনেক সময় লেগেছে। এটি প্রতিদিনের অনুশীলন এবং মেন্টরের সহায়তায় উন্নত করা যায়।

কিছু ট্রেডার সম্ভাবনা তাদের পক্ষে না থাকলেও জোর করে ট্রেড করে। অন্যরা ভালো ট্রেডের সুযোগ এলে এন্ট্রি অর্ডার কার্যকর করতে সমস্যায় পড়ে। আবার কেউ কেউ ট্রেড অনেক বেশি সময় ধরে রাখে। এর ফলে ক্ষতি সাধারণত বড় হয় এবং লাভ সাধারণত ছোট হয়। এগুলো সবই আবেগ নিয়ন্ত্রণের সমস্যা।

অনেক সফল সুইং ট্রেডার বিশ্বাস করেন যে আবেগ এবং মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলো মার্কেট এনালাইসিসের চেয়ে সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ধারণে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

"মূল বিষয় হলো প্রতি সপ্তাহে লাভ পুনরাবৃত্তি করা অর্থাৎ ধারাবাহিকতা এবং ট্রেডিং শৃঙ্খলা।" আমার **Trading Direction** ইউটিউব সাবস্ক্রাইবাররা যখন আমাকে প্রশিক্ষণের জন্য ফোন করেন, আমি লক্ষ্য করেছি যারা সিস্টেম এবং অর্থ ম্যানেজমেন্টর নিয়ম সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেছেন তারাই সবচেয়ে সফল হয়েছেন।

একইভাবে, ওয়ারেন বাফেটের শেয়ার কেনা-বেচার পদ্ধতি সুপরিচিত। এছাড়া, বাফেটের শেয়ার হোল্ডিংস সম্পূর্ণ প্রকাশিত এবং সহজলভ্য। তবুও খুব কম বিনিয়োগকারী এবং খুব কম ট্রেডারই বাফেটের পারফরম্যান্সের কাছাকাছি যেতে পারেন।

প্রকাশভঙ্গিতে ট্রেডিং অনেকটা ওজন কমানোর মতো। জ্ঞান কোনো সমস্যা নয়। সবাই জানে যে ওজন কমাতে হলে আপনাকে খরচ করা ক্যালোরি গ্রহণ করা ক্যালোরির চেয়ে বেশি হতে হবে। আপনি যদি সঠিক খাবার সঠিক পরিমাণে খান এবং নিয়মিত ব্যায়াম করেন, তবে আপনার ওজন কমবে। বিষয়টি এতটাই সহজ। তবুও ডায়েটিং নিয়ে শত শত বই আছে এবং একটি সম্পূর্ণ শিল্প গড়ে উঠেছে মানুষকে ওজন কমাতে সাহায্য করার জন্য। ঠিক যেমন

ট্রেডিংয়ে, ওজন কমানোর ক্ষেত্রেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আবেগ নিয়ন্ত্রণ। আপনাকে সবসময় সঠিক কাজ করতে হবে, যদিও তা অস্বস্তিকর মনে হয়।

ট্রেডাররা সম্ভাবনার দিকে তাকায়, ঝুঁকির দিকে নয়।

সাফল্য ও ব্যর্থতার মানদণ্ড

১ – ট্রেডাররা কয়েকটি ট্রেডেই বেশি অর্থ হারায়

এই খেলায় সবচেয়ে ভালো মডেল হলো অর্থ হারানো নয়। মার্কেটের কাজ হলো লাভ তৈরি করা। এটি মার্কেটের সাথে একটি অংশীদারিত্ব। মার্কেট সবসময় নিরপেক্ষ এবং ক্রমাগত গতিশীল। তাই যখন মার্কেট তার কাজ করছে না, তখন আপনার কাজ হলো খেলা থামানো। আপনি হচ্ছেন ঝুঁকি ব্যবস্থাপক। এটাই ট্রেডারদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রধান কারণগুলোর একটি। তাই একটি সিস্টেমেটিক ঝুঁকি ম্যানেজমেন্ট পরিকল্পনা অনুসরণ করুন।

আমি একটি উদাহরণ দিই—১ লাখ মূলধনের জন্য (যদি আপনার বেশি মূলধন থাকে তবে শতাংশ অনুযায়ী হিসাব করুন)। আপনার প্রতি ট্রেডে সর্বোচ্চ ক্ষতি হওয়া উচিত ১% অর্থাৎ ৯০০ থেকে ১০০০ টাকা। যখন শেয়ার আপনার পক্ষে যায়, তখন স্টপ লস ব্রেক ইভেনে সরিয়ে নিন। যখন শেয়ার ১৮০০/- লাভে যায়, তখন আপনার ৫০% লট বিক্রি করুন। এটি কার্যকর হয়, কিন্তু নতুন ট্রেডাররা যেকোনো মূল্যে লাভ করতে চায়, তারা ঝুঁকির দিকে মনোযোগ দেয় না। তারা এমনকি চেষ্টা করার আগেই মনে করে এটি জটিল। বিশ্বাস করুন, যদি আপনি এক মাস অনুশীলন করেন এটি আপনার অভ্যাসে পরিণত হবে।

অর্থ হলো একজন ট্রেডারের জীবন; ট্রেডিংয়ে অর্থই সবকিছু। এটি একটি খেলা যেখানে ক্ষতি হয়, কিন্তু অর্থ হারানো উচিত নয়। সিস্টেম অনুযায়ী ৯০০/- ক্ষতি অর্থ নয়, কিন্তু যদি আপনি ৯০০/- এর বেশি হারান, সেটাই অর্থ। পরিকল্পনা অনুযায়ী আপনি ৯০০/- পর্যন্ত হারাতে পারেন। আপনাকে রোবটের মতো এটি বাস্তবায়ন করতে হবে। কখনও কখনও আপনার স্টপ লস ৮০০ থেকে ১১০০ হয় নিকটবর্তী সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্সের ভিত্তিতে। আপনার মাসিক গড় হওয়া উচিত প্রতি ট্রেডে ১% স্টপ লস।

একজন শিক্ষানবিশের প্রথমে বুঝতে হবে যে তাকে তাৎক্ষণিক লাভের আকাঙ্ক্ষা দূরে রাখতে হবে, যাতে সে একজন পেশাদার বিনিয়োগকারীর মানসিকতা গ্রহণ করতে পারে এবং পরে একজন হয়ে উঠতে পারে।

নির্ধারণ করুন আপনি কতটা হারাতে প্রস্তুত। এটি আপনার অফিসের ভাড়ার মতো, ব্যবসায় বিনিয়োগের মতো। যেমন উৎপাদনে যন্ত্রপাতি ও শ্রম প্রয়োজন হয়। ট্রেডিংয়ে শুধু একটি ল্যাপটপ, বিদ্যুৎ বিল এবং স্টপ লস প্রয়োজন। এটি ব্যবসা করার খরচ। আপনার উদ্যোক্তা মানসিকতা আপডেট করুন। যেকোনো ব্যবসায় সফল হতে ৩ বছরের অপেক্ষার সময় থাকে, কিন্তু ট্রেডিংয়ে যদি আপনি একজন ভালো মেন্টর পান তবে ১ থেকে ২ বছরের মধ্যে সফল হতে পারেন। এছাড়াও আপনি আপনার সব ক্ষতি পুনরুদ্ধার করতে পারবেন।

২ – শেখা ও দক্ষতা হালনাগাদে কোনো বিনিয়োগ নেই

অনেক পেশাদার ট্রেডার ও প্রশিক্ষক, কৌশল, বই, সেমিনার, কর্মশালা এবং ওয়েবিনার উপলব্ধ আছে। যেখানে অনেকেই ব্যর্থ হয় তা হলো নতুন ট্রেডাররা সেরা কোচ বেছে নেওয়ার জন্য গবেষণা করে না। যদি আপনি তা করেন, তবে আপনি প্রচুর সময়, শক্তি এবং অর্থ সাশ্রয় করবেন যদি আপনি ঠিক করেন কোন ধরনের ট্রেডিং স্টাইল অনুসরণ করবেন এবং কোন প্রশিক্ষক আপনার জন্য উপযুক্ত।

একজন ভালো ট্রেডার খুঁজে পাওয়া এই মুক্ত মিডিয়ায়ও কঠিন কাজ। যেখানে একাধিক ইউটিউব চ্যানেল আছে। শিক্ষকরা শেখান তাদের বিক্রি করার ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে, বড় লাভ করার খ্যাতির উপর ভিত্তি করে, অথবা এমনভাবে শেখান যাতে মনে হয় সামান্য প্রচেষ্টায় তাৎক্ষণিক লাভ হবে। কিন্তু আপনার একজন পেশাদার কোচ থাকা উচিত যিনি আপনাকে সম্পূর্ণভাবে গাইড করতে পারবেন। কেবল একজন বা দুইজন প্রশিক্ষক বেছে নিন এবং তাদের সাথে থাকুন, অন্য উৎস থেকে বিনামূল্যের কনটেন্ট এড়িয়ে চলুন যা আপনাকে মূল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন থেকে বিভ্রান্ত করতে পারে।

৩ – ট্রেডিংয়ের জন্য অপর্যাপ্ত মূলধন

যেকোনো উদ্যোক্তা উদ্যোগকে লাভজনক করতে অর্থের প্রয়োজন হয়। অনেকেই ট্রেডিং ব্যবসায় প্রবেশ করেন এই ধারণা নিয়ে যে অর্থ কোনোভাবে চলে আসবে, কেউ তাদের অর্থ দেবে অথবা কোনো ক্ষতি হবে না। বাস্তবে বিষয়টি এমন নয়।

অনেকে প্রথম ৯০ দিনে অর্থ হারায় এবং যখন তারা দক্ষ হয়ে ওঠে ও অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হয়, তখন তাদের কাছে ট্রেড করার মতো অর্থ থাকে না। তারা আত্মীয় বা অভিভাবকের কাছে সাহায্য চাইলে তারা বিনামূল্যে পরামর্শ দেয় যে ট্রেডিং হলো জুয়া, এটি ছেড়ে দাও। এতে তাদের মন বিভ্রান্ত হয় এবং পরবর্তী ট্রেডিংয়ের জন্য তারা অনুৎসাহিত হয়।

আপনি যদি বেশি অর্থ উপার্জন করতে চান, তবে শুরুতে লাভ করার আগে ছোট ক্ষতি মেনে নিয়ে টিকে থাকার কথা ভাবুন। আমি অনেককে দেখেছি যারা ট্রেডিংয়ের প্রতি আগ্রহী ছিলেন এবং অর্থ ব্যবস্থাপক হয়ে, প্রপ হাউসে কাজ করে যেখানে অর্থ প্রদান করা হয়, অথবা ট্রেডিং রুমে নিয়োগ পেয়ে ব্যবসায় প্রবেশ করেছেন। নিজের অর্থ ছাড়া এই তিনটির যেকোনোটি সফলভাবে করা একজন অসাধারণ মানুষের কাজ। আপনি যদি মনে করেন আপনি একজন উদ্যোক্তা, তবে আপনি অর্থ বিনিয়োগ করবেন। কিন্তু যদি আপনি কর্মচারীর মানসিকতা নিয়ে থাকেন তবে হয়তো ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করবেন না।

অনেক ট্রেডার আমাকে ফোন করে বলেন—"আমি একজন সফল ট্রেডার, আপনি কি আমার ট্রেডিংয়ের জন্য অর্থের ব্যবস্থা করতে পারবেন?" শুরুতে তাদের কাছে অর্থ ছিল, কিন্তু তারা ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং বা পেনি স্টকে বিনিয়োগ করে বড় অঙ্কের অর্থ হারিয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে তাদের অর্থ ম্যানেজমেন্টর মানসিকতা নেই এবং তারা জানে না কী ট্রেড করতে হবে। এখন মার্কেটকে দোষারোপ করে কোনো লাভ নেই।

যারা সফল তারা ট্রেডিংয়ের জন্য অতিরিক্ত অর্থ রাখে। তারা এটি ঝুঁকি হেজিংয়ের জন্য ব্যবহার করে। কখনও তারা অতিরিক্ত অর্থ ব্যবহার করে তাদের অবস্থান পরিচালনা করে। আপনার কাছে তুলনামূলকভাবে কম অর্থ থাকলেও যদি আপনি পজিশন সাইজিং সঠিকভাবে পরিচালনা করেন তবে আপনিও কার্যকরভাবে এটি করতে পারবেন।

আমার কৌশলগুলো দিকনির্দেশক ট্রেডিংয়ের জন্য ভালো, তাই এগুলোতে কম মূলধন প্রয়োজন। আমরা পরামর্শ দিই যে আমাদের কৌশলগুলোতে ট্রেডিংয়ের জন্য আদর্শ মূলধন হলো ২ লাখ টাকা। তাই মার্কেটে বিনিয়োগের আগে এই বইটি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং **Trading Direction** ইউটিউব চ্যানেল অনুসরণ করুন।

৪ – ব্লুপ্রিন্টের অভাব: পরীক্ষিত ট্রেডিং কৌশল ও প্যাটার্নসহ পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা

একটি ট্রেডিং ব্যবসায়িক পরিকল্পনা আপনাকে আপনার কাজের জন্য দায়বদ্ধ করবে। অনেক ট্রেডার পরিকল্পনা তৈরি করতে চান না কারণ তারা নিজেদের কাছে স্বীকার করতে চান না যে তারা এমন একটি কৌশল নিয়ে কাজ করছেন যা কার্যকর নয়। তারা তাদের কৌশলের জন্য দায়বদ্ধ হতে চান না। তারা মাস্টার ট্রেডার হতে চান যারা অন্তর্দৃষ্টি বা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে, অথচ তারা প্রমাণ করতে পারেন না যে তারা তাদের টেকনিক্যাল কৌশল অনুসরণ করতে সক্ষম।

আমি নিশ্চিত আপনি কিছু ট্রেডারকে দেখেছেন যারা **RSI** বা **MACD** এর মতো ল্যাগিং সূচক ব্যবহার করে ট্রেড করে অথবা সূচকের কিছু সংমিশ্রণ ব্যবহার করে। বাস্তবতা হলো এগুলো কোনো কৌশল নয়; এগুলো কেবল টেকনিক্যাল সেটআপ এবং শুধুমাত্র এগুলো ব্যবহার করে কেউ ধারাবাহিকভাবে অর্থ উপার্জন করতে পারে না।

অন্যদিকে, পেশাদার ট্রেডাররা ব্যাক-টেস্ট করা কৌশল ব্যবহার করেন যা মূল্য চলাচল এবং মার্কেটের আচরণের উপর ভিত্তি করে। যতক্ষণ না আপনার একটি পরিকল্পনা থাকে, আপনি আপনার কৌশল থেকে সর্বোচ্চ পুরস্কার পাবেন না। এই কৌশলগুলোর পুরস্কার-ঝুঁকি অনুপাত ভালো থাকে, আপনি এগুলো আপনার ট্রেডিংয়ে ব্যবহার করতে পারেন।

৫ – ব্যাক টেস্ট ছাড়া ট্রেডিং – ভুল থেকে শিক্ষা না নেওয়া

আপনার কৌশলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার একমাত্র উপায় হলো ব্যাক-টেস্টিং করা। এটি আপনার দৃঢ় বিশ্বাসও বাড়াবে। ট্রেডাররা একই ভুল বারবার করে, কখনও কখনও বুঝতে পারার পরও।

উদাহরণস্বরূপ, আমার এক ভালো বন্ধু মার্কেট খোলার সময়—ঠিক সকাল ৯:১৫-এ বাজাজ ফাইন্যান্সে ট্রেড নিতেন, অনুমান করে মার্কেট উপরে যাবে নাকি নিচে। কয়েক মাস ধরে এই ভুল করে প্রচুর অর্থ হারানোর পর তিনি অবশেষে বুঝলেন যে তার জোর করে ট্রেড করার প্রবণতা তার ট্রেডার হিসেবে ক্যারিয়ার নষ্ট করে দেবে এবং তিনি তা বন্ধ করলেন।

তাই, আপনি যদি একজন পেশাদার ট্রেডার হতে চান তবে প্রতিটি ট্রেডের জন্য একটি ট্রেডিং জার্নাল এনালাইসিস করতে শিখুন—কী ঠিক হলো, কী ভুল হলো, এবং কী আরও ভালোভাবে করা যেত। প্রতিটি ভুল খুঁজে বের করুন যা সংশোধন করা যায় এবং পরবর্তী ট্রেডিংয়ের জন্য একটি সংশোধনী নিয়ম লিখে রাখুন।

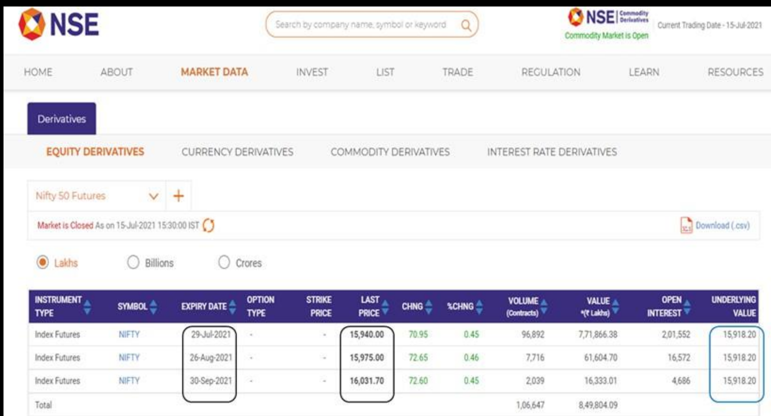
৬ – খবরের ভিত্তিতে ট্রেডিং – অপরিচিত শেয়ার

লাইভ মার্কেটে সামাজিক মাধ্যম ও সংবাদ চ্যানেলের টিপস এড়িয়ে চলুন। সামাজিক মাধ্যম আপনাকে বিভ্রান্ত করবে, বিশেষজ্ঞরা কখনও কখনও ভুল হতে পারেন। যেমন, যদি আপনার নিফটিতে শর্ট পজিশন থাকে এবং আপনি একটি টেলিগ্রাম পোস্ট দেখেন যেখানে লং করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, তবে এটি বিভ্রান্তি তৈরি করবে। কখনও বিশ্লেষকরা ভুল হতে পারেন আর আপনি সঠিক হতে পারেন। কিছু ট্রেডার **DHFL**, **Unitech** ইত্যাদি শেয়ারে ট্রেড

করে—যেসব শেয়ার ভুল কারণে খবরের শিরোনামে থাকে অথবা পেনি স্টক, কম ভলিউমের শেয়ার, এবং অপারেটরদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত স্ট্রাইক প্রাইস।

ট্রেডাররা দেখে এই শেয়ারগুলো দিনে ১৫–২০% উপরে বা নিচে যাচ্ছে এবং তারা এতে মুগ্ধ হয়। চারপাশের সবাই একই শেয়ার নিয়ে কথা বলছে, তাই তাদের আকর্ষণ আরও বাড়ে। তারা ভাবতে শুরু করে যে সবাই এই শেয়ারে অর্থ উপার্জন করছে, তাহলে তারা কেন বাদ থাকবে। কখনও কখনও তারা এসব ট্রেডে ভাগ্যবান হয়, কিন্তু প্রতিটি লাভজনক ট্রেডের বিপরীতে তারা আরও ১০টি অলাভজনক ট্রেড নেয়। ফলে দিনের শেষে তারা অর্থ হারায়। পেশাদার ট্রেডাররা যতদূর সম্ভব এসব এলোমেলো শেয়ার থেকে দূরে থাকে কারণ তারা জানে অনেক সময় এসব শেয়ার অপারেটরদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ট্রেড করার মতো মূল্যবান নয়। বরং, পেশাদার ট্রেডাররা কয়েকটি নির্দিষ্ট শেয়ার বা সূচক বেছে নেয় ট্রেডিংয়ের জন্য।

আমি নিজে নিফটি এবং ব্যাংক নিফটি—ফিউচারস এবং অপশনসে ট্রেড করতে পছন্দ করি। নিফটি ফিউচারস হলো সবচেয়ে বেশি ট্রেড হওয়া ফিউচারস ইন্সট্রুমেন্ট, যা ভারতীয় ডেরিভেটিভ মার্কেটে সবচেয়ে তরল চুক্তি হিসেবে পরিচিত। আপনি জেনে অবাক হতে পারেন যে নিফটি ফিউচারস সহজেই বিশ্বের শীর্ষ ১০ সূচক ফিউচারস চুক্তির মধ্যে একটি। একবার আপনি ফিউচারস ট্রেডিংয়ে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করলে, আমি মনে করি আমাদের অনেকের মতো আপনিও সক্রিয়ভাবে নিফটি ফিউচারস ট্রেড করবেন। আমরা জানি ফিউচারস ইন্সট্রুমেন্ট হলো একটি ডেরিভেটিভ চুক্তি যা একটি অন্তর্নিহিত সম্পদের মূল্য থেকে তার মান গ্রহণ করে। নিফটি ফিউচারসের ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত সম্পদ হলো নিফটি সূচক নিজেই। অর্থাৎ নিফটি সূচকের মান বাড়লে নিফটি ফিউচারসের মানও বাড়বে। একইভাবে, নিফটি সূচকের মান কমলে সূচক ফিউচারসের মানও কমবে।



INSTRUMENT TYPE	SYMBOL	EXPIRY DATE	OPTION TYPE	STRIKE PRICE	LAST PRICE	CHNG	%CHNG	VOLUME (Contracts)	VALUE *(₹ Lakhs)	OPEN INTEREST	UNDERLYING VALUE
Index Futures	NIFTY	29-Jul-2021	-	-	15,940.00	70.95	0.45	96,892	7,71,866.38	2,01,552	15,918.20
Index Futures	NIFTY	26-Aug-2021	-	-	15,975.00	72.65	0.46	7,716	61,604.70	16,572	15,918.20
Index Futures	NIFTY	30-Sep-2021	-	-	16,031.70	72.60	0.45	2,039	16,333.01	4,686	15,918.20
Total								1,06,647	8,49,804.09		

চিত্র ২.২ – নিফটি সূচক এবং এনএসই ওয়েবসাইট থেকে ফিউচার ডেরিভেটিভস

নিফটি ফিউচারস এবং ব্যাংক নিফটি ফিউচারসকে জনপ্রিয় করে তোলার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর লিকুইডিটি। আপনি জানেন, নিফটি সূচক হলো ৫০টি শেয়ারের একটি ঝুড়ি। এটি নিফটিকে ভারতের বৃহত্তর অর্থনৈতিক কার্যকলাপের একটি ভালো প্রতিনিধি করে তোলে। এর অর্থ হলো, যদি সাধারণ অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায় বা অন্তত বৃদ্ধি পাওয়ার প্রত্যাশা থাকে, তবে নিফটির মানও বাড়বে, এবং বিপরীত হলে কমবে। এ কারণে নিফটি ফিউচারস ট্রেডিং একক শেয়ার ফিউচারসের তুলনায় অনেক ভালো বিকল্প।

সূচকগুলো পরিচালনা করা কঠিন – নিফটির গতিবিধি ভারতের শীর্ষ ৫০টি ব্যবসার (মার্কেট মূলধনের ভিত্তিতে) সম্মিলিত গতিবিধির প্রতিক্রিয়া। তাই নিফটি বা ব্যাংক নিফটি সূচককে প্রায় কোনোভাবেই প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। তবে একক শেয়ার স্থগিত বা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। মনে করুন আদানি, ১৪ জুন ২০২১।

৭ – স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি মার্কেট গতিবিধি না বোঝা

নতুন ট্রেডাররা স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি প্রবণতার মধ্যে বিভ্রান্ত হয়। মার্কেট এমনভাবে তৈরি যে তারা ভুল করবে। মার্কেট কিছু ভুলের জন্য পুরস্কারও দেয়। তাই নতুন ট্রেডাররা একই ভুল বারবার করে।

যখন মার্কেট ধসে পড়তে শুরু করে, নতুন ট্রেডাররা কিনতে থাকে এবং যখন মার্কেট শক্তভাবে উপরে উঠতে থাকে, তারা শর্ট করে। কখনোই শক্তিশালী ট্রেন্ডিং মার্কেটের বিপরীতে দাঁড়াবেন না। প্রশ্ন হলো, ট্রেন্ড কীভাবে জানা যায়?

আপনি যদি এই বইতে উল্লেখিত ১১টি চার্ট প্যাটার্ন অনুশীলন করেন এবং নিয়মিত অনুশীলন করেন, তবে আপনি ট্রেন্ড এবং ট্রেন্ড রিভার্সাল চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠবেন।

৮ – অতিরিক্ত ট্রেড করবেন না

সফল ট্রেডাররা দিনে মাত্র ৩ থেকে ৪টি ট্রেড করে, আর স্ক্যালপাররা দিনে ১০ থেকে ১৫টি স্ক্যালপিং করে। আপনার নির্দিষ্ট ট্রেডিং স্টাইল এবং ট্রেডিংয়ের সময় নির্ধারণ করুন। ট্রেডিংয়ে কমই ভালো। লাইভ মার্কেটে আপনাকে সন্ন্যাসীর মতো বসে থাকতে হবে। যদি আপনি অতিরিক্ত ট্রেড করেন, তবে আপনার ব্রোকারই ধনী হয়ে উঠবে।

কেন ইনস্টিটিউশনাল হেজ ফান্ড ম্যানেজার এবং পেশাদার ট্রেডাররা লাভজনক?

১ – ট্রেড কার্যকরভাবে সম্পাদনে মনোযোগ

সফল ট্রেডারদের ৭টি অভ্যাসের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাস হলো ট্রেড কীভাবে কার্যকরভাবে সম্পাদন করা যায় তার উপর ঘনিষ্ঠভাবে মনোযোগ দেওয়া। এর অনেক দিক রয়েছে। আপনি কি মার্কেট অর্ডার দেন নাকি লিমিট অর্ডার? আপনি কি চার্ট ব্যবহার করছেন সঠিক এন্ট্রি ও এক্সিট লেভেল চিহ্নিত করতে? আপনি কি একসাথে বড় পরিমাণে কিনছেন নাকি ধাপে ধাপে কিনছেন/বিক্রি করছেন? সাধারণত ধাপে ধাপে কিনলে বা বিক্রি করলে ভালো লেভেল পাওয়া যায়। আপনি কি গতির মধ্যে অতিরিক্ত কিনছেন বা বিক্রি করছেন? একজন ট্রেডারের জন্য এই ছোট ছোট বিষয়গুলোই অনেক বড় প্রভাব ফেলে।

২ – পেশাদার ট্রেডাররা সামাজিক মাধ্যমের কথা শোনেন না

৩ – পেশাদার ট্রেডাররা সংগঠিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং বাস্তববাদী

ট্রেডিং প্ল্যান এবং ট্রেডিং ডায়েরি সংগঠিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকার জন্য অপরিহার্য। একজন বাস্তববাদী ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ট্রেডার ঝুঁকি কমায় এবং দ্রুত লাভের সন্ধান করে না।

৪ – সফল ট্রেডাররা নিয়ম ভাঙেন না

আপনি ট্রেডিং নিয়ম তৈরি করেন যাতে কোনো পজিশন খারাপ হলে আপনাকে সমস্যার বাইরে নিয়ে আসতে পারে। যদি আপনি নিয়মগুলোকে তাদের কাজ করতে না দেন, তবে আপনি আপনার শৃঙ্খলা হারাবেন এবং আরও বড় ক্ষতির দরজা খুলে দেবেন।

আপনার ব্যবসার রিপোর্ট (জার্নাল) পড়ুন। একটি ট্রেডিং জার্নাল হলো একটি লগ যেখানে আপনি আপনার ট্রেডগুলো রেকর্ড করতে পারেন। ট্রেডাররা তাদের পূর্ববর্তী ট্রেডগুলো নিয়ে ভাবতে ট্রেডিং জার্নাল ব্যবহার করে যাতে তারা নিজেদের মূল্যায়ন করতে পারে, আপনাকেও তাই করা উচিত! আপনি জার্নাল ব্যবহার করতে পারেন কোথায় আপনার ট্রেডিং উন্নত করা যায় তা নির্ধারণ করতে।

- জার্নাল ট্রেডিংয়ের ধারাবাহিকতা বাড়াতে পারে।
- জার্নাল আপনাকে দায়বদ্ধ রাখতে পারে।
- জার্নাল আপনাকে আপনার প্রিয় ট্রেডিং কৌশল বেছে নিতে সাহায্য করতে পারে।

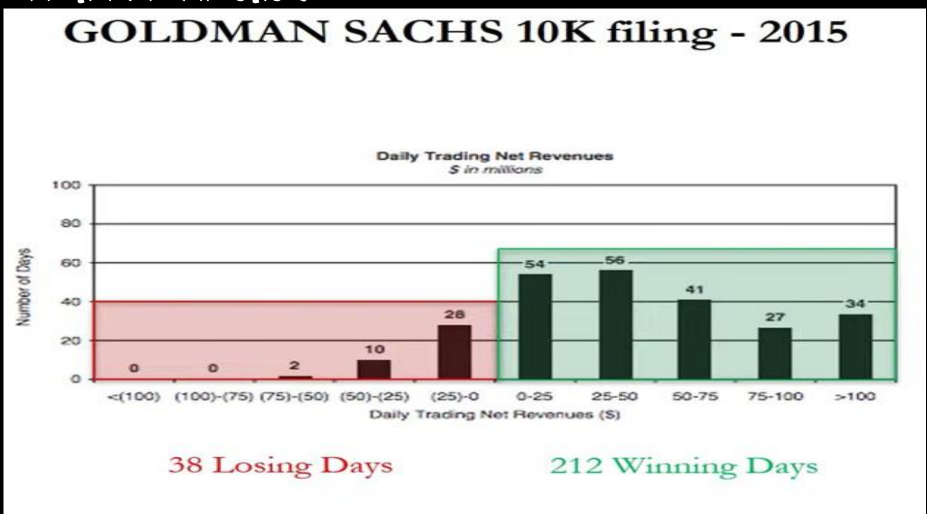
৫ – ব্যক্তিগত জীবন ভারসাম্যপূর্ণ এবং ট্রেডিং ক্যারিয়ারে প্রভাব ফেলে না

আপনার জীবনে যা ভুল আছে তা শেষ পর্যন্ত আপনার ট্রেডিং পারফরম্যান্সে প্রভাব ফেলবে। আপনার ট্রেডিং প্রয়োজনগুলোকে ব্যক্তিগত প্রয়োজন থেকে আলাদা রাখুন এবং দুটোরই যত্ন নিন। প্রতিদিন সকালে ইতিবাচক চিন্তা করুন এবং লক্ষ্য সম্পর্কিত অ্যাফার্মেশন পড়ুন। সকালে লক্ষ্য নির্ধারণ ও ফলাফলমুখী চিন্তা করুন, আর ট্রেডিংয়ের সময় প্রক্রিয়ার উপর মনোযোগ দিন এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী পদক্ষেপ নিন। নতুন ট্রেডাররা সক্রিয় ট্রেডিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় মনোযোগকে অবমূল্যায়ন করে। মার্কেট কী বলছে তা বুঝে লাভ তুলতে হবে।

আপনি যদি সক্রিয় ট্রেডার হন, তবে ট্রেডিংয়ের সময় আপনার মোবাইল সাইলেন্ট মোডে রাখুন। ফোনের রিংটোনও আপনার মনোযোগ ভেঙে দিতে পারে এবং ভুল সিদ্ধান্তের কারণ হতে পারে। ফোনে কথা বলা সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলুন। এসব কথোপকথন আপনাকে অর্থ উপার্জনের মূল কাজ থেকে বিভ্রান্ত করবে এবং মনোযোগ হারাতে বাধ্য করবে। সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি হলো আপনি ফোন ধরলেন এবং যার সাথে কথা বলছেন তিনি নেতিবাচক শক্তি আনলেন বা আপনাকে আবেগপ্রবণ করলেন, ফলে আপনার মনোযোগ আরও ভেঙে গেল। উদাহরণস্বরূপ, ক্রিকেটে ব্যাটিং করার সময় ব্যাটসম্যান বা বোলার কখনো মোবাইল ফোন ব্যবহার করে না। ট্রেডিংয়েও একইভাবে বাইরের উৎস দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সম্পূর্ণ মনোযোগী থাকতে হয়।

৬ – ক্ষতির সাথে শান্তি স্থাপন করুন এবং বুঝুন এটি সিস্টেমের অংশ

ট্রেডিংয়ের একটি শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান গোল্ডম্যান স্যাকস ২০১৫ সালে ২১২টি লাভজনক দিন এবং ৩৮টি ক্ষতির দিন কাটিয়েছে।



চিত্র ২.৩ – গোল্ডম্যান স্যাকস ২০১৫ ফাইলিং

তারা ৩৪ দিনে ১০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি আয় করেছে। যদিও তারা ট্রেডিংয়ে বিশেষজ্ঞ, তবুও বছরে ২৪ দিনে তারা ২৪ মিলিয়ন ডলার ক্ষতি করেছে। কিন্তু পুরো অর্থবছরে তারা লাভজনক ছিল।

ট্রেডিং হলো কয়েকটি পেশার মধ্যে একটি যেখানে অর্থ হারানোই সাফল্যের স্বাভাবিক পথ। প্রতিটি ট্রেডিং ক্ষতির সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ মার্কেট শিক্ষা থাকে—যদি আপনি সেই বার্তাটি গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকেন। এছাড়াও, কখন থামতে হবে এবং ট্রেডিং থেকে বিরতি নিতে হবে তা জানা জরুরি। ক্ষতিকে মেনে নিন, পুনরায় সংগঠিত হতে সময় নিন, তারপর নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মার্কেটে ফিরে আসুন।

শক্তি ম্যানেজমেন্ট: আপনার শক্তি ও চাপ নিয়ন্ত্রণ করুন

যখন আপনি বিশ্রামপ্রাপ্ত ও শান্ত থাকবেন, তখন চাপ সামলানোর জন্য আপনার উচ্চ শক্তি ও সহনশীলতা থাকবে। আপনি জিতুন বা হারুন, ফলাফল যাই হোক না কেন, আপনার কাজের জন্য নিজেকে পুরস্কৃত করলে আপনি ভালো অনুভব করবেন।

চাপ নিয়ন্ত্রণের কৌশল আপনাকে একটি সর্বোচ্চ কর্মক্ষম মানসিকতা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে যা আপনাকে নিরপেক্ষ ও লাভজনকভাবে ট্রেড করতে সহায়তা করবে।

প্রথমত, চাপ কমানোর জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। নিয়মিত ব্যায়াম করুন। কঠোর ব্যায়াম সূচি আপনার শরীরকে জমে থাকা চাপ মুক্ত করতে সাহায্য করবে। নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমানোও ভালো অভ্যাস। প্রতিদিন একই সময়ে ঘুমাতে যান এবং জাগুন। আপনি ক্লান্ত থাকলে চাপ মোকাবিলা করা কঠিন। তখন আপনার মানসিক শক্তি থাকবে না।

ট্রেডিংয়ের সময় অপেক্ষা করার সময় শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুশীলন করুন। গভীর শ্বাস নিন এবং কিছুক্ষণ ধরে রাখুন। এতে আপনি অনুভব করবেন আপনার শরীর ও পেশী শক্ত হচ্ছে এবং নিঃশ্বাস ছাড়ার সাথে সাথে শিথিল হচ্ছে। নিঃশ্বাস ছাড়ার সময় শরীর স্বাভাবিকভাবে শিথিল প্রতিক্রিয়া শুরু করে। এই প্রক্রিয়াটি বারবার করলে আপনি শান্ত ও স্থির হতে পারবেন।

দ্বিতীয়ত, উঠে হাঁটাহাঁটি করা জরুরি। সারাদিন স্ক্রিনের সামনে বসে থাকা প্রলুব্ধকর হতে পারে। তবে আপনার মন একটি কাজে সীমিত সময়ের জন্যই মনোযোগ দিতে পারে। তাই প্রতি ৯০ মিনিটে অন্তত ৫ মিনিট হাঁটাহাঁটি করা প্রয়োজন। আমি সাধারণত দিনে মাত্র ২ ঘণ্টা ট্রেড করি, সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত। এতে আমার যথেষ্ট লাভ হয়। আমার ব্যক্তিত্বের সাথে

মানানসই একটি ট্রেড মাত্র ৯ মিনিটের। আপনি যদি শক্তি ম্যানেজমেন্টয় সফল হন, তবে দেখবেন আপনি আরও শান্তভাবে এবং লাভজনকভাবে ট্রেড করছেন।

উপসংহার এবং শিক্ষানবিশদের জন্য আমার পরামর্শ

ট্রেডিং একটি কার্যকর পেশা এবং অর্থ উপার্জনের প্রক্রিয়াটি উপভোগ করার একটি চমৎকার উপায়। যদি গোল্ডম্যান স্যাকস এটি করতে পারে, তবে আপনিও পারবেন। যদি আপনি যা প্রয়োজন তা করতে প্রস্তুত থাকেন, তবে আপনি সেই ৮ শতাংশের মধ্যে থাকবেন যারা পেশাদার ট্রেডার বা হেজ ফান্ড ম্যানেজার হিসেবে তাদের জীবন উপভোগ করে।

এই বই পড়ার পর আপনার প্রথম কাজ হবে একজন অভিজ্ঞ ট্রেডার বা প্রশিক্ষকের কাছ থেকে ট্রেডিং দক্ষতা শেখা। **Trading Direction** ওয়েবিনারে অংশ নিন আরও লাইভ উদাহরণ দেখার জন্য। ট্রেডিংয়ে দক্ষ হতে প্রকৃতপক্ষে ১ থেকে ২ বছর সময় লাগে। যদি আপনি তার আগে ছেড়ে দেন, তবে একজন ভালো ট্রেডার হওয়ার সুযোগ নিজেই নষ্ট করবেন। মার্কেটে আসবেন না এই প্রত্যাশা নিয়ে যে প্রথম মাসেই আপনি লাভজনক হবেন, কারণ এটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক প্রত্যাশা।



চিত্র ২.৪ – কীভাবে ১ লাখ টাকা মূলধন বিনিয়োগ করে মাসে ৪৬,০০০ টাকা আয় করা যায়

লাভজনক ট্রেডিং সেটআপ এবং ট্রেডিং পরিকল্পনা

ট্রেড সেটআপ হলো প্রাথমিক শর্তাবলী যা একটি ট্রেড বিবেচনা করার জন্য উপস্থিত থাকতে হবে। আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে যে আপনার সঠিক সেটআপ আছে। প্রতিটি সেটআপ একটি নির্দিষ্ট মার্কেট পরিস্থিতি চিহ্নিত করে যা মার্কেট মনস্তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। যখন আপনি সঠিকভাবে সেটআপ চিহ্নিত করেন, তখন দাম সঙ্গে সঙ্গে আপনার দিকে যায়। ট্রেডিংয়ের জন্য প্রয়োজন একজন মনোযোগী ট্রেডার, যিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং নিজের মূল সেটআপগুলো জানেন। অনেক বিষয় একজন সফল ডে ট্রেডারের সাফল্যে অবদান রাখে। যদি আপনার বাড়িতে অতিরিক্ত একটি ঘর থাকে, সেটি ট্রেডিংয়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। যদি ট্রেডিং রুমে প্রাকৃতিক আলো থাকে তবে আরও ভালো। নির্দিষ্ট নির্দেশনা দিন কে কখন আপনার ট্রেডিং রুমে প্রবেশ করতে পারবে। একটি ভালো মানের আরামদায়ক চেয়ার কিনুন।

১ – ট্রেডিং ডেস্ক সেটআপ – শারীরবৃত্তীয় সুস্থতা

তাহলে সাধারণ কাজের ডেস্ক এবং একটি মানসম্পন্ন ট্রেডিং ডেস্ক সেটআপের মধ্যে পার্থক্য কী? প্রধান পার্থক্যগুলো হলো: আরাম, গুণমান এবং ভালো অঙ্গবিন্যাস। আপনার প্রয়োজন একটি আরামদায়ক বসার জন্য এরগোনমিক চেয়ার, অন্তত ২টি স্ক্রিন, উচ্চগতির এবং স্থিতিশীল ইন্টারনেট যা দ্রুত অর্ডার সম্পাদনে সাহায্য করবে। আপনি হয়তো ইতিমধ্যেই বুঝেছেন, মোবাইল থেকে ট্রেডিং করা সম্ভব নয়। মাল্টি-মনিটর ট্রেডিং সিস্টেম সেটআপ করার সময় আপনি যতটা ভালো চান ততটা করতে পারেন। শুরুতে আমি খুব সাধারণভাবে ১টি ল্যাপটপ এবং ১টি এক্সটার্নাল মনিটর দিয়ে শুরু করেছিলাম। ধীরে ধীরে আমি আরও মনিটর যোগ করেছি কারণ লাইভ মার্কেটে এনালাইসিসের জন্য বেশি স্ক্রিন প্রয়োজন হয়েছিল।

আমি আমার ডে ট্রেডিংয়ের জন্য একটি লেনোভো ল্যাপটপ ব্যবহার শুরু করেছিলাম, যাতে সলিড-স্টেট ড্রাইভ এবং ১৬ জিবি র‍্যাম ছিল। আমার একটি কম্পিউটার সিস্টেমও আছে। ডে ট্রেডিংয়ের জন্য কম্পিউটারকে দ্রুত বিপুল পরিমাণ ডেটা প্রক্রিয়া করতে সক্ষম হতে হয়। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আপনার একাধিক উইন্ডো খোলা থাকতে হবে রিয়েল-টাইম ডেটার জন্য, একই সময়ে ট্রেড সম্পাদন করতে হবে যেখানে প্রতিটি সেকেন্ড গুরুত্বপূর্ণ। আপনার সিস্টেমের এই সবকিছু প্রক্রিয়া করার ক্ষমতা নির্ভর করে তার **CPU**-এর উপর। **CPU**-এর কর্মক্ষমতা হলো কত দ্রুত এটি কাজ সম্পাদন করতে পারে তার পরিমাপ।

আপনার ট্রেডিং রুম সেটআপ দিনের পুরো উৎপাদনশীলতা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ। শারীরবৃত্তীয় আরাম আপনাকে চাপ কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করবে। একটি স্মার্ট ডেস্ক বা টেবিলে বিনিয়োগ করা যেকোনো কর্মস্থলের জন্য চমৎকার সিদ্ধান্ত। আপনি বাড়ি থেকে কাজ করুন বা অফিস থেকে, একটি স্মার্ট ডেস্ক বা ভালো টেবিল সামগ্রিক আউটপুটে বিশাল পার্থক্য আনতে পারে। এসব জিনিস কিনতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজন নেই, ধীরে ধীরে অবকাঠামো উন্নত করতে পারেন।

২ – চার্ট এবং সূচক সেটআপ

সেরা ট্রেডার দ্রুত মার্কেটের প্যাটার্ন চিহ্নিত করে এবং সঠিক দামে কার্যকরভাবে অর্থ বিনিয়োগ করে। আপনি যদি শৃঙ্খলাবদ্ধ হন এবং উপযুক্ত ট্রেড ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি অনুসরণ করেন এবং কেবল সেরা সেটআপগুলো খেলেন, তবে আপনি একজন সফল ডে এবং সুইং ট্রেডার হয়ে উঠবেন। অনেক নতুন ট্রেডার তাদের ট্রেডিং যাত্রার শুরুতেই অর্থের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেয় এবং ট্রেডিংয়ের জন্য একটি সিস্টেমেটিক পদ্ধতির উপর মনোযোগ হারায়। অবশ্যই অর্থই চূড়ান্ত লক্ষ্য, কিন্তু এটি হলো ট্রেডিংয়ে সিস্টেমেটিক প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের উপজাত। সঠিক সময়ে প্রযোজ্য সেটআপগুলো খেলায় মনোযোগ দিন এবং সতর্ক অর্থ ম্যানেজমেন্টর নিয়ম ব্যবহার করুন। সঠিক প্রস্তুতি এবং মেন্টরের সাথে অনুশীলন সফল ট্রেডিংয়ে বড় ভূমিকা রাখে, এটি প্রতিটি সফল ট্রেডিং প্রতিষ্ঠানে ঘটে।

ট্রেডিং হলো সুনির্দিষ্ট পুনরাবৃত্তির খেলা।

আমি সম্প্রতি এক ট্রেডারের সাথে জুম কলে ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলাম, তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি আগের দিন কীভাবে ট্রেড করতাম। আমি উত্তর দিলাম যে আগের সেশনটি ট্রেড করার জন্য সবচেয়ে সহজ দিনের একটি ছিল। মার্কেট ইতিবাচকভাবে খোলেছিল এবং মিডিয়াম **CPR**-এর উপরে ছিল এবং সেশনের সময় উর্ধ্বমুখী ট্রেন্ড করেছিল, যা আগের সুইং হাই-এ কিনতে ও বিক্রি করতে সহজ করে দিয়েছিল। তিনি আমার উত্তরে খুব বেশি মুগ্ধ হননি।

তিনি বললেন: "আজ এটা বলা সহজ কারণ আপনার কাছে গতকালের চার্ট আছে পর্যবেক্ষণের জন্য।"

আমি তাকে যে উত্তর দিয়েছিলাম, সেটিই এখন আপনাদের সাথে ভাগ করছি। প্রতিটি মার্কেটের দিনই অনন্য, তবে এটি ইতিহাসের কোনো এক সময়ের প্রতিরূপ বা দুই দিনের মিশ্রণ। টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস কার্যকর হয় কারণ ট্রেডারদের মনস্তত্ত্ব এবং মানুষের মনস্তত্ত্ব একই থাকে। তবে অধিকাংশ নতুন ট্রেডার এবং প্রশিক্ষণহীন ট্রেডাররা এই সম্পর্কটি খুঁজে পায় না যে প্রতিটি মার্কেটের দিন আসলে কোনো এক সময়ের ঘটনার ভিন্ন রূপ। অনেক ট্রেডার এবং বিনিয়োগকারী তাদের ট্রেডিং ক্যারিয়ারের প্রাথমিক সময়ে এই উপলব্ধি করে না। কিন্তু যখন তারা তা করে, তখন তারা মার্কেটকে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্তরে বুঝতে শুরু করে, যা তাদের মার্কেটের পরবর্তী পদক্ষেপ পূর্বাভাস দিতে সাহায্য করে।

ভাবুন, প্রথমবার আপনি একটি গান শুনছেন। আপনি সুর ও গানের কথা পছন্দ করছেন, কিন্তু এগুলো আপনার কাছে সম্পূর্ণ নতুন। পরে যখন আপনি গানটি পাঁচ বা ছয়বার শুনবেন, তখন প্রতিটি লিরিক্স ও রিদম আপনার মনে গেঁথে যাবে। আপনি পুনরাবৃত্তি এবং ভবিষ্যতের ইন্সট্রুমেন্টাল সোলো অনুমান করতে পারবেন। এমনকি মাত্র দুই সেকেন্ডের ক্লিপ শুনেই গানটি চিনতে পারবেন।

ট্রেডিংও নতুন গান শোনার মতো। একবার আপনি মার্কেটে বারবার ঘটে যাওয়া বুলিশ ও বিয়ারিশ প্যাটার্নগুলো আয়ত্ত করলে, তখন আপনি ট্রেন্ড, রিভার্সাল প্যাটার্ন এবং প্রকৃত ব্রেকআউট হিসাব করতে সক্ষম হবেন। তাই পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে আপনি মার্কেটে দক্ষ হয়ে উঠতে পারবেন।



চিত্র ৩.১ – বুলিশ ট্রেডিং সেটআপ

লিকুইডিটি হলো সেই স্বাচ্ছন্দ্য যেখানে একজন ক্রেতা বা বিক্রেতা সহজে কোনো নির্দিষ্ট শেয়ার, ফিউচার বা অপশন কিনতে বা বিক্রি করতে পারে।

লিকুইডিটি পরিমাপ করে কতজন ক্রেতা ও বিক্রেতা উপস্থিত আছে এবং ব্যবসা কতটা সহজে সম্পন্ন হতে পারে। যদি মার্কেটে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা কম হয় এবং ট্রেডিং খুব কম হয়, তবে তাকে অ-তরল মার্কেট বা কম লিকুইডিটি সম্পন্ন মার্কেট বলা হয়। একটি তরল মার্কেট সাধারণত কম ঝুঁকির সাথে যুক্ত থাকে, কারণ সেখানে সবসময় কেউ না কেউ বিপরীত দিক নিতে প্রস্তুত থাকে।

যদি মার্কেট অস্থির হয় কিন্তু ক্রেতার সংখ্যা বিক্রেতার চেয়ে কম হয়, তবে আপনার পজিশন বন্ধ করা কঠিন হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে ক্ষতির অবস্থায় আটকে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। বেশিরভাগ সময় এটি ঘটে আউট অব দ্য মানি (**OTM**) অপশন ট্রেডিংয়ে, যেখানে ভলিউম কম থাকে এবং অস্বাভাবিক ট্রেড হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই দিকনির্দেশক ট্রেডিংয়ের জন্য অ্যাট দ্য মানি (**ATM**) বা ইন দ্য মানি (**ITM**) স্ট্রাইক প্রাইস নির্বাচন করুন। একইভাবে, উচ্চ ভলিউমের শেয়ার বেছে নিন।

তরল শেয়ার এবং সঠিক স্ট্রাইক প্রাইস দিয়ে ট্রেড করলে দ্রুত ট্রেড সম্পাদনের সম্ভাবনা বাড়ে। যেহেতু ইন্ট্রাডে ট্রেডিং নির্ভুল সময়ের উপর নির্ভর করে, তাই ট্রেড সম্পাদনে কোনো বিলম্ব এড়িয়ে চলাই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।

ট্রেডিং প্ল্যান

একটি ট্রেডিং প্ল্যান হলো নিয়ম ও নির্দেশনার একটি সেট যা আপনি অনুসরণ করবেন, এতে থাকে কৌশল, ঝুঁকি ম্যানেজমেন্ট এবং মনস্তত্ত্ব।

একটি ট্রেডিং প্ল্যান আপনাকে যৌক্তিক এবং আত্মবিশ্বাসী সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। অনেক ট্রেডার আমাকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করেন—"স্যার, ভয় কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করব?" আমি তাদের প্রশ্ন করি—"আপনার কি লিখিত ট্রেডিং প্ল্যান আছে?" অনুমান করুন তাদের উত্তর কী—না। যদি তিনি পরবর্তী ধাপ কী করবেন তা না জানেন, তবে অবশ্যই তিনি ভয় পাবেন কারণ তার মধ্যে স্পষ্টতার অভাব আছে।

বোঝার চেষ্টা করুন পেশাদার ট্রেডাররা কীভাবে চিন্তা করেন এবং কোথায় পদক্ষেপ নেন, যাতে আপনিও সফল ট্রেডারদের সম্প্রদায়ে যোগ দিতে পারেন। একটি নিখুঁত ট্রেডিং প্ল্যান হলো আপনার ট্রেডিং কার্যকলাপের জন্য সর্বাঙ্গীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের হাতিয়ার। একটি ট্রেডিং প্ল্যান আপনার ব্যক্তিত্বের সাথে মানানসই বা ব্যক্তিগতকৃত হওয়া উচিত, যা আপনি নিজেই তৈরি

করবেন. প্রয়োজনে আপনার ট্রেডিং মেন্টরের সাহায্য নিতে পারেন। আপনার ঝুঁকি এবং সুযোগ অনন্য. অন্য ট্রেডারের ঝুঁকি ও মূলধন আপনার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে পারে।

প্রথমে আপনার প্ল্যানটি পেপার মানি দিয়ে ট্রেডিং ভিউ প্ল্যাটফর্মে ডেমো অ্যাকাউন্টে কিছুদিন পরীক্ষা করুন। এরপর বাস্তব অর্থ দিয়ে এটি বাস্তবায়ন করুন যেখানে আবেগের সাথে ট্রেড করতে পারবেন।

একটি ট্রেডিং প্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত – ব্যক্তিগত রোডম্যাপ

- কেন আপনি ট্রেডিং করতে চান?
- অর্জনযোগ্য ট্রেডিং লক্ষ্য – সুইং ট্রেডিং, ডে ট্রেডিং এবং স্ক্যালপিংয়ের জন্য
- বিনিয়োগ – মূলধন, শিক্ষা, আপনার কৌশল অনুশীলন, এবং সময়
- ঝুঁকির প্রতি আপনার মনোভাব – চাপ ছাড়াই মূলধন ঝুঁকিতে রাখা
- আপনি কোন শেয়ার বা সূচক, কোন স্ট্রাইক প্রাইসে ট্রেড করতে চান
- ট্রেড নির্বাচন, দৃঢ় বিশ্বাসের মানদণ্ড
- আপনার ট্রেডিং কৌশল – এন্ট্রি ও এক্সিটের পিছনের মনস্তত্ত্বসহ
- ছয়টি ট্রেডিং প্যাটার্ন – প্রিন্ট করে সিস্টেমের সামনে দৃশ্যমান রাখা
- স্পষ্ট পুরস্কার পয়েন্ট – লক্ষ্যিত লাভ
- ব্যবসায়িক রিপোর্ট – ২০টি ট্রেডের পর্যালোচনা

কেন আপনার একটি ট্রেডিং প্ল্যান প্রয়োজন?

একটি ভালো ট্রেডিং প্ল্যান আপনাকে আবেগপ্রসূত সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত রাখবে।

ক. **আরও নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত:** আপনি আগেই জানেন কখন লাভ তুলে নিতে হবে এবং কখন ক্ষতি কাটতে হবে। এর মানে হলো আপনি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া থেকে আবেগকে দূরে রাখতে পারবেন।

খ. **ভালো ট্রেডিং শৃঙ্খলা:** আপনার প্ল্যানের সাথে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে লেগে থাকলে আপনি আবিষ্কার করতে পারবেন কেন কিছু ট্রেড সফল হয় আর কিছু হয় না।

মার্কেট এর ধরন

টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস মূলত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এর মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মার্কেট দিনের ধরন। আমরা অধ্যায় ৮-এ গোপন ট্রেডিং কৌশল এবং ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন শিখব, তার আগে মার্কেট দিনের ধরনগুলো বুঝে নেওয়া প্রয়োজন।

ছয় ধরনের মার্কেট দিন বারবার পুনরাবৃত্তি হয়, আপনি এগুলোকে একটি নিয়ন্ত্রণমূলক উপাদান হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। আপনাকে কেবল তখনই ট্রেড করতে হবে যখন শর্তগুলো অর্থ উপার্জনের জন্য সবচেয়ে সন্তোষজনক হয়।

১. **সাইডওয়েজ ডে** – কোনো দিকনির্দেশক ট্রেডিং নয়, কেবল অপশন বিক্রির দিন।
২. **ট্রেন্ড ডে** – বুলিশ বা বিয়ারিশ গতিবিধি।
৩. **হাফ ট্রেন্ড ডে** – ডাবল ডিস্ট্রিবিউশন ডে।
৪. **ওয়াইড ইনিশিয়াল ব্যালেন্স ডে** – নরমাল ডে।
৫. **চ্যানেল ট্রেডিং ডে** – টেনিস ডে।
৬. **মডারেট ইনিশিয়াল ব্যালেন্স ডে** – নরমাল ভ্যারিয়েশন ডে।

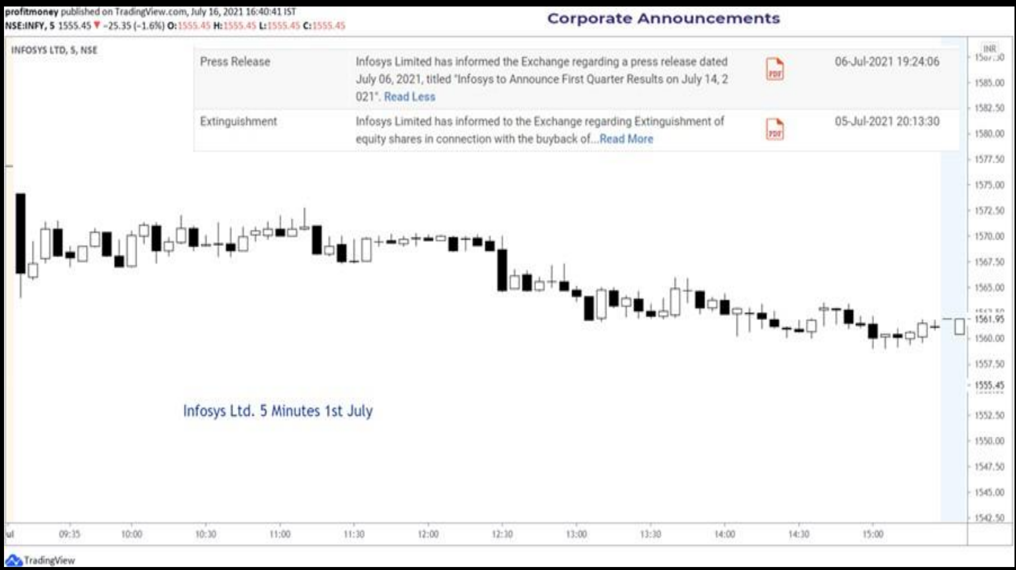
চলুন মার্কেট দিনের ধরনগুলো বিস্তারিতভাবে দেখি-

১- সাইডওয়েজ ডে বা কনসোলিডেশন ডে

এই ধরনের দিনে দাম কনসোলিডেশন মোডে থাকে এবং প্রায় স্থির থাকে, কারণ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই ট্রেডিং থেকে বিরত থাকে। সাধারণত এই ধরনের সেশন ঘটে কোনো সংবাদ প্রকাশ, রাজনৈতিক ঘটনা বা ছুটির আগে। এটি দিকনির্দেশক ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত নয়, কারণ এখানে কোনো স্পষ্ট দিকনির্দেশনা থাকে না। প্রাথমিক ব্যালেন্স সামান্য সংকীর্ণ থাকে। এই ধরনের দিনে অপশন কেনা বা ফিউচার ট্রেড করা উচিত নয়। এর পরিবর্তে আপনি অপশন বিক্রির দিকে যেতে পারেন, কারণ প্রিমিয়াম ক্ষয় হবে এবং থিটা ফ্যাক্টর আপনার পক্ষে থাকবে।

চিত্র ৪.১-এ ইনফোসিসের একটি পাঁচ মিনিটের চার্ট দেখানো হয়েছে, যা একটি সাধারণ সাইডওয়েজ ডে ছিল এবং এটি প্রথম প্রান্তিকের ফলাফল ঘোষণার আগে ঘটেছিল। ইনফোসিস দিনটি শুরু করেছিল একটি সংকীর্ণ প্রাথমিক ব্যালেন্স দিয়ে এবং রেঞ্জ

এক্সটেনশন নিচের দিকে দেখা গিয়েছিল। রেঞ্জ সংকীর্ণ হয়ে ১৫ পয়েন্টে নেমে আসে, যা নির্দেশ করে মার্কেটের অংশগ্রহণকারীরা হয়তো ঘুমাচ্ছিলেন অথবা রেস্টুরেন্টে আগেভাগেই চলে গিয়েছিলেন।



চিত্র ৪.১ – সাইডওয়েজ ডে

আমার অভিজ্ঞতায়, প্রতিটি দিন ট্রেডিংয়ের দিন হওয়া উচিত নয়। অনেক ট্রেডার মনে করেন যেহেতু তারা ট্রেডার, তাই প্রতিদিন বা মাঝে মাঝে অবশ্যই ট্রেড করতে হবে।

আমার বিশ্বাস, আপনি প্রতিটি নতুন সেশনে মার্কেট দিনের ছয়টি ধরন অধ্যয়ন চালিয়ে যাবেন। যত দ্রুত আপনি প্রতিটি মার্কেট দিনকে সঠিকভাবে চিনতে পারবেন, তত দ্রুত আপনি লাভজনক ট্রেডিংয়ের পথে এগোবেন। এটি মনে রাখা কঠিন, তাই এই ধরনের দিনের চার্ট প্রিন্ট করে আপনার সিস্টেমের সামনে রাখুন। প্রতিটি মার্কেট দিন অতীতের কোনো দিনের মতো হলেও, "মতো" মানে একেবারে "একই" নয়। অনুশীলনের পর আপনি প্রতিটি ধরনের দিন চিনতে এবং তাতে ট্রেড করতে সক্ষম হবেন। বাস্তব অর্থ দিয়ে প্রতিশ্রুতিশীল অনুশীলন একটি মূল্যবান অভিজ্ঞতা তৈরি করে।

২ – ট্রেন্ড ডে

স্পষ্ট বুলিশ বা বিয়ারিশ গতিবিধি থাকে এবং এটি সবচেয়ে আক্রমণাত্মক ধরনের মার্কেট দিন।

মার্কেট লং যেতে চায়, তাই এটি দিনের শুরুতেই দ্রুত যাত্রা শুরু করে। ফলে আরও বেশি অংশগ্রহণকারী মার্কেটে প্রবেশ করে, যা ধারাবাহিক মূল্য পরিবর্তন তৈরি করে। এটি মাসে মাত্র কয়েকবার ঘটে, তবে এই মুভগুলো ধরতে পারলে লাভের দিক থেকে আপনার মাসটি সফল হয়ে উঠতে পারে।

ট্রেন্ড ডে-এর দুটি ধরন রয়েছে:

ক – বুলিশ ট্রেন্ড ডে – ওপেনিং ক্যান্ডেল দিনের সর্বনিম্ন মান নির্দেশ করে, আর ক্লোজিং ক্যান্ডেল দিনের সর্বোচ্চ মানে থাকে।



চিত্র ৪.২ – বুলিশ ট্রেন্ড ডে

চিত্র ৪.২ দেখুন, এটি ব্যাংক নিফটি সূচকের একটি পাঁচ মিনিটের চার্ট। এই চার্টটি একটি বুলিশ ট্রেন্ড ডে প্রদর্শন করছে। লক্ষ্য করুন, ব্যাংক নিফটি দিনের সর্বোচ্চ মানে ওপেন করেছে, যা বুলিশ ট্রেন্ড ডে-এর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ২৫ জুন একটি সংকীর্ণ সেন্ট্রাল পিভট রেঞ্জ (**CPR**) ছিল এবং দাম ২০০ ও ২০-পিরিয়ড এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং অ্যাভারেজ (**EMA**)-এর উপরে ছিল। দিনের দিকনির্দেশনা স্পষ্ট ছিল, শুধু ২০ এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং অ্যাভারেজের কাছে সামান্য রিট্রেসমেন্ট ছাড়া। সেশনের পুরো সময় জুড়ে উদ্যোগী ক্রয় চাপ দৃঢ় শক্তি প্রদর্শন করেছে। এই উদ্যোগী ক্রয় প্রবণতা আরও মার্কেট অংশগ্রহণকারীদের সম্পৃক্ত করেছে, যা দামকে আরও উঁচুতে নিয়ে গেছে।

লক্ষ্য করুন, আগের দিনের রেঞ্জ স্বাভাবিকের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম ছিল। এই ধরনের শান্ত ট্রেডিং আচরণ সাধারণত সম্ভাব্য ট্রেন্ড ডে-এর ইঙ্গিত দেয়। মনে রাখবেন, গ্রাফের দিকে নজর রাখলে আপনি অনুভব করতে পারবেন যে পরবর্তী সেশনে একটি বড় দিন আসতে পারে।

খ – বিয়ারিশ ট্রেন্ড ডে- তে ওপেনিং ক্যান্ডেল সাধারণত দিনের সর্বোচ্চ মান নির্দেশ করে এবং মার্কেট ধীরে ধীরে পুরো দিনজুড়ে নিচের দিকে নেমে যায়। বেশিরভাগ সময় এটি সেন্ট্রাল পিভট রেঞ্জ (**CPR**)-এর নিচে ঘটে।



চিত্র ৪.৩ – বিয়ারিশ ট্রেন্ড ডে

চিত্র ৪.৩-এ দাম সংকীর্ণ **CPR** এবং ২০ **EMA**-এর নিচে ওপেন হয়েছে। প্রথম লাল ক্যান্ডেলই একটি বিয়ারিশ দিনের ইঙ্গিত দেয়। আপনি ২০ **EMA**-এর নিচে ট্রেডে প্রবেশ করতে পারেন এবং সহজেই ২:১ রিওয়ার্ড-রিস্ক রেশিওতে লাভ বুক করতে পারেন। যখনই মার্কেট রিট্রেস করবে তখন এটি আপনাকে আবার প্রবেশের সুযোগ দেবে অথবা আপনি নতুন পজিশন যোগ করতে পারবেন।

ট্রেডিং হলো মার্কেটের সংকেতগুলো পড়া, যা বারবার আপনাকে তথ্য দেয়। ট্রেন্ড ডে-তে সাধারণত ডে ট্রেডারের জন্য রিওয়ার্ড-রিস্ক রেশিও বেশি থাকে।

৩ – হাফ ট্রেন্ড ডে বা ডাবল-ডিস্ট্রিবিউশন ট্রেন্ড ডে

এটি কিছুটা জটিল হলেও আক্রমণাত্মক ট্রেডে অংশ নেওয়ার জন্য একটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি। এজন্যই প্রতিষ্ঠান এবং পেশাদার ট্রেডাররা এই পদ্ধতিকে সর্বাধিক ব্যবহার করে। এই দিনটি সেশনের শুরুতে অনিশ্চিত প্রকৃতির দ্বারা চিহ্নিত হয়। এই ধরনের দিনে মার্কেট সাধারণত শান্তভাবে ওপেন করে এবং প্রথম এক ঘণ্টা সংকীর্ণ রেঞ্জে ট্রেড করে, ফলে একটি সংকীর্ণ ইনিশিয়াল ব্যালেন্স (**NIB**) তৈরি হয়।

ইনিশিয়াল ব্যালেন্সকে সংজ্ঞায়িত করা হয় ট্রেডিং দিনের প্রথম এক ঘণ্টার মানের সীমা হিসেবে, যা ডে ট্রেডিংয়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তর। প্রতিষ্ঠান এবং পেশাদার ট্রেডাররা

ইনিশিয়াল ব্যালেন্স হাই (**IBH**) এবং ইনিশিয়াল ব্যালেন্স লো (**IBL**) ব্যবহার করে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে ট্রেডকে যৌক্তিক করার জন্য।

দিনের ইনিশিয়াল ব্যালেন্স নির্ধারিত হওয়ার পর, এক ঘণ্টার মধ্যে দাম রেঞ্জ থেকে বের হয়ে নতুন মানের দিকে যায়, যেখানে এটি আরেকটি প্রাইস ডিস্ট্রিবিউশন তৈরি করে।

উদাহরণস্বরূপ, **DDT** ডে হলো একজন দৌড়বিদের মতো। দৌড়বিদ তার দৌড় শুরু করার আগে যথাযথভাবে স্ট্রেচিং ও ওয়ার্ম-আপ করে। একবার "ওয়ার্ম-আপ" সময় শেষ হলে, দৌড়বিদ ভালো গতিতে তার গন্তব্যের দিকে দৌড়ায়। দৌড় শেষ হলে সে তার ব্যায়ামের "কুলিং ডাউন" পর্যায় শুরু করে।

একইভাবে, ডাবল-ডিস্ট্রিবিউশন ট্রেন্ড ডে ট্রেডিং সেশন শান্তভাবে শুরু করে, প্রথম এক ঘণ্টা সংকীর্ণ রেঞ্জে ট্রেড করে যা দিনের "ওয়ার্ম-আপ" সময় হিসেবে দেখা যেতে পারে। একবার দাম ইনিশিয়াল ব্যালেন্স রেঞ্জ ভেঙে নতুন মানের দিকে ট্রেন্ড শুরু করলে, মার্কেট নতুন দামে পৌঁছে আরেকটি রেঞ্জ তৈরি করে এবং দিনের শেষে শেষ হয়। কনসোলিডেশন দিনের শুরুতে এবং শেষে ঘটে।



চিত্র ৪.৪

চিত্র ৪.৪ দেখুন, এটি নিফটি ৫০ সূচকের একটি পাঁচ মিনিটের চার্ট। এই চার্টটি একটি সাধারণ হাফ ট্রেন্ড ডে প্রদর্শন করছে, যেখানে দাম একটি যথেষ্ট সংকীর্ণ সীমার মধ্যে ট্রেড করেছে। যেহেতু প্রাথমিক ব্যালেন্স সংকীর্ণ ছিল, তাই স্পষ্ট হয়ে যায় যে শেষ পর্যন্ত ক্রেতা বা বিক্রেতারা সেই সীমার মধ্যে প্রবেশ করবে এবং দামকে নতুন মানের দিকে ঠেলে দেবে।

চিত্র ৪.৪-এ দেখা যায়, নিফটিতে প্রথম এক ঘণ্টার জন্য একটি সংকীর্ণ প্রাথমিক মূল্য সীমা তৈরি হয়েছিল, এরপর দাম উপরের দিকে ঠেলে দেওয়া হয় এবং অবশেষে একটি নতুন রেঞ্জ তৈরি হয়। দ্বিতীয় রেঞ্জের সীমার মধ্যে দিনের ট্রেডিং কার্যকলাপের দ্বিতীয় ডিস্ট্রিবিউশন গঠিত হয়।

প্রাথমিক ব্যালেন্স হলো যেকোনো দিনের ট্রেডিংয়ের ভিত্তি এবং হাফ ট্রেন্ড ডে-এর জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংকীর্ণ প্রাথমিক ব্যালেন্স সহজেই ভেঙে যায়, যেখানে প্রশস্ত প্রাথমিক ব্যালেন্স ভাঙা কঠিন। এই ধরনের দিনে প্রাথমিক ব্যালেন্স সংকীর্ণ হওয়া নির্দেশ করে যে প্রাথমিক সীমা থেকে ব্রেকআউট হওয়ার ভালো সম্ভাবনা রয়েছে, যা নতুন মানের দিকে একটি মুভ নির্দেশ করে। একবার দিক নির্ধারিত হলে দাম স্বাধীনভাবে নতুন মানের দিকে অগ্রসর হয়, কারণ এটি উদ্যোগী মার্কেট মেকারদের দ্বারা চালিত হয়।

"যখন একজন মানুষ ভুল করে, তখন একমাত্র করণীয় হলো ভুল করা বন্ধ করে সঠিক হওয়া।" – জেসি লিভারমোর

৪ – নরমাল ডে – ওয়াইড ইনিশিয়াল ব্যালেন্স ডে

নরমাল ডে চিহ্নিত হয় একটি প্রশস্ত প্রাথমিক ব্যালেন্স দ্বারা, যা প্রথম এক ঘণ্টায় বিশেষত প্রশস্ত **CPR**-এ প্রতিষ্ঠিত হয়। নরমাল ডে



চিত্র ৪.৫

চিত্র ৪.৫ হলো ভারতীয় শেয়ারমার্কেট নিফটি সূচকের একটি পাঁচ মিনিটের চার্ট, যা স্পষ্টভাবে একটি আদর্শ নরমাল ডে প্রদর্শন করছে। এই ধরনের দিন ঘটে যখন সেন্ট্রাল পিভট রেঞ্জ (**CPR**) প্রশস্ত থাকে। নিফটি দিনটি শুরু করেছিল প্রথম ঘণ্টায় প্রাথমিক শক্তি নিয়ে এবং একটি ১০০-পয়েন্ট রেঞ্জ বা ইনিশিয়াল ব্যালেন্স তৈরি করেছিল। প্রশস্ত ইনিশিয়াল

ব্যালেন্স প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বুলস (ক্রেতা) এবং বিয়ারস (বিক্রেতা)-এর মধ্যে লড়াইয়ের সীমারেখা আঁকা হয়েছিল।

এই ধরনের দিনে সাধারণত দাম ইনিশিয়াল ব্যালেন্স রেঞ্জের সীমার মধ্যে বারবার উপরে-নিচে ট্রেড করে। আপনি সাপোর্টে লং ট্রেডে প্রবেশ করতে পারেন এবং ২:১ রিওয়ার্ড-রিস্ক রেশিওতে ট্রেড থেকে বের হতে পারেন।

৫ – টেনিস ডে – চ্যানেল ট্রেডিং ডে

টেনিস ডে বা চ্যানেল ট্রেডিং ডে ঘটে যখন ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই সক্রিয়ভাবে দিনের চ্যানেলের মধ্যে দামকে বারবার উপরে-নিচে ঠেলে দেয়। সাধারণত এই চ্যানেল আবার দিনের প্রথম এক ঘণ্টার ইনিশিয়াল ব্যালেন্স দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। টেনিস ডে-তে ইনিশিয়াল ব্যালেন্স তুলনামূলকভাবে প্রশস্ত থাকে।

এই ধরনের দিন অনেকটা টেনিস খেলার মতো। খেলোয়াড়রা কোর্টের বিপরীত পাশে দাঁড়িয়ে পালাক্রমে বল একে অপরের দিকে পাঠায়। একইভাবে, ক্রেতা ও বিক্রেতারা দিনের সীমার প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকে এবং দাম দিনের রেঞ্জের বাইরের সীমায় পৌঁছালে মার্কেটে প্রবেশ করে। প্রতিক্রিয়াশীল বিক্রেতারা দিনের শীর্ষ স্তরে শর্টে প্রবেশ করে, যা দামকে দিনের নিম্নস্তরের দিকে ঠেলে দেয়। আবার প্রতিক্রিয়াশীল ক্রেতারা বা বুলিশ ট্রেডাররা দিনের নিম্নস্তরে লং-এ প্রবেশ করে, যা দামকে আবার দিনের সর্বোচ্চ স্তরের দিকে ঠেলে দেয়।



চিত্র ৪.৬ – চ্যানেল ট্রেডিং ডে (টেনিস ডে)

চিত্র ৪.৬-এ বাজাজ ফাইন্যান্স ইকুইটির একটি পাঁচ মিনিটের চার্ট দেখানো হয়েছে, যা একটি ক্লাসিক টেনিস ডে প্রদর্শন করছে। লক্ষ্য করুন, সেশন শুরুতে ইনিশিয়াল ব্যালেন্স সাধারণত প্রশস্ত ছিল, যার অর্থ হলো দিনের নিম্নস্তর সম্ভবত দিনের ট্রেডিং গতিবিধির জন্য একটি

সাপোর্ট বেস হিসেবে কাজ করবে। যখন দাম রেঞ্জের শীর্ষে প্রায় ৬১৭০-এ পৌঁছায়, সতর্ক বিক্রেতারা দামকে অতিমূল্যায়িত মনে করে সেল অর্ডার দিয়ে মার্কেটে প্রবেশ করে, ফলে দামকে দিনের নিম্নস্তরের দিকে ঠেলে দেয়। আবার যখন দাম রেঞ্জের নিম্নস্তরে প্রায় ৬১০০-এ পৌঁছায়, প্রতিক্রিয়াশীল ক্রেতারা মূল্য দেখতে পেয়ে বাই অর্ডার দিয়ে মার্কেটে প্রবেশ করে, যা দামকে আবার উপরের দিকে ঠেলে দেয়।

এই ধরনের মার্কেট দিন ভালো ট্রেডিং এন্ট্রি প্রদান করে, যদি আপনি মার্কেট দিনের ধরনগুলো সম্পূর্ণভাবে অধ্যয়ন করেন। শর্ট ট্রেডের জন্য **IBH**-এ এবং লং ট্রেডের জন্য **IBL**-এ প্রবেশ করুন।

৬ – ভ্যারিয়েশন ডে বা মডারেট IB ডে

এই ধরনের দিন নরমাল ডে-এর মতোই, কারণ এটি সাধারণত সেশন শুরু করে একটি প্রাথমিক দিকনির্দেশক মতামত নিয়ে। তবে ওপেনিং-এ দামের গতিবিধি নরমাল ডে-এর মতো শক্তিশালী হয় না। দিনের কোনো একটি স্তর ভেঙে গেলে এবং সেই ভাঙনের দিকেই দামের গতিবিধি দেখা গেলে, সাধারণত তা মার্কেট নির্মাতাদের ক্রয় বা বিক্রয় কার্যকলাপের কারণে ঘটে।



চিত্র ৪.৭ – মডারেট ইনিশিয়াল ব্যালেন্স

চিত্র ৪.৭ দেখুন, এটি নিফটি সূচকের একটি পাঁচ মিনিটের চার্ট। এখানে ইনিশিয়াল ব্যালেন্স হাফ ট্রেন্ড ডে-এর মতো হলেও, টিপিক্যাল ডে-এর মতো এতটা প্রশস্ত নয়। এই ক্ষেত্রে, মার্কেট নির্মাতারা দিনের ইনিশিয়াল ব্যালান্সের নিম্নস্তর ভেঙে দেয় এবং দামকে দীর্ঘ সময় ধরে নিচের দিকে নিয়ে যায়। বিক্রয় চাপ মূলত দিনের রেঞ্জকে বাড়িয়ে দেয়। এই উদ্যোগী বিক্রয় চাপ দিনের বাকি সময়টিকে ক্রমাগত দুর্বল করে তোলে, কারণ দাম নিম্ন মানে স্থির হওয়ার দিকে ধাবিত হয়।

মনে রাখবেন, একটি ছোট ভ্যারিয়েশন ডে বা মডারেট ইনিশিয়াল ব্যালেন্স ডে-তে ইনিশিয়াল ব্যালান্সের উভয় সীমা—উপরের ও নিচের—সহজেই ভেঙে যেতে পারে। আপনি ট্রেডে প্রবেশ করতে পারেন যখন কোনো একটি স্তর ভেঙে যায়। চিত্র ৪.৭-এ আমরা শর্ট ট্রেডে প্রবেশ করতে পারি।

মানি ম্যানেজমেন্ট নীতিমালা

এই অধ্যায় মানুষকে তাদের মূলধন নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে। ঝুঁকি হলো অর্থ উপার্জনের একটি সুযোগ। ঝুঁকি যেকোনো ব্যবসার অংশ। আপনাকে হিসাবকৃত ঝুঁকি নিতে হবে এবং সাহসের সাথে তা গ্রহণ করতে হবে। মার্কেটে বেশি অস্থিরতা বেশি ঝুঁকির পরিস্থিতি তৈরি করে এবং একই সাথে বেশি অর্থ উপার্জনের সুযোগও দেয়। অর্থ আর্থিক মার্কেটে যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তবসম্মতভাবে কাজ করে। আপনাকে বুঝতে হবে কখন খেলায় থাকতে হবে এবং কখন তা বন্ধ করতে হবে।

মূলনীতি হলো ট্রেডিং মূলধন সংরক্ষণ করা এবং ট্রেডিং ক্ষতিকে ন্যূনতম করা যাতে তা 'সহনীয়' হয়। মানি ম্যানেজমেন্টের ধারণা ঝুঁকি ম্যানেজমেন্টর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। আমরা প্রথম অধ্যায়ে শিখেছি যে সফল ট্রেডাররা উদ্যোক্তার মতো চিন্তা করে। হিসাবকৃত ঝুঁকি নেওয়া মূল্যবান। আপনার মনোযোগ থাকা উচিত উন্নত ঝুঁকি-সমন্বিত রিটার্নের দিকে। কিন্তু কিছু ট্রেডার অন্ধকারে ট্রেড করে, তারা জানে না তারা কী করছে। এই বই আর্থিক মার্কেটে ট্রেড করার জন্য শিক্ষামূলক ভিত্তি তৈরি করে। আপনাকে শুধু এই নীতিগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে।

নিচে আপনার উত্তর লিখুন:

কোন বিষয় নির্ধারণ করে আপনি ট্রেডে প্রবেশ করবেন?

....

প্রতিটি ট্রেডের সাথে কী ধরনের ঝুঁকি যুক্ত থাকবে?

....

সঠিক পরিমাণ ঝুঁকি নেওয়া কি মূল্যবান?

....

রিওয়ার্ড-রিস্ক রেশিও কত হবে?

....

লাভে গেলে কি আপনি অর্থকে আপনার হয়ে কাজ করার স্বাধীনতা দিচ্ছেন?

....

যদি প্রতি ঘণ্টায় ১০টি ট্রেড পাওয়া যায় যা মানদণ্ড পূরণ করে, কিন্তু আপনি কেবল চারটি, দুটি বা একটি ট্রেড করতে পারেন, তবে সেরা ট্রেডটি কীভাবে নির্বাচন করবেন?

....

....

....

রিওয়ার্ড-টু-রিস্ক রেশিও হলো একটি বিকল্প বিষয় যা আপনি দেখতে পারেন কোনো নির্দিষ্ট ট্রেড নেওয়ার আগে। রিওয়ার্ড-টু-রিস্ক রেশিও বা "**RR**" হলো এন্ট্রি থেকে টার্গেট পর্যন্ত অর্জিত অর্থের পরিমাণ, যা এন্ট্রি থেকে স্টপ পর্যন্ত ক্ষতির পরিমাণের সাথে সম্পর্কিত।

অনেক ট্রেডার দাবি করেন যে ট্রেডের সম্ভাব্য **RR** একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা হওয়া উচিত, যেমন দুই-টু-ওয়ান (২:১) (এক টাকা স্টপ দিয়ে দুই টাকার টার্গেট ধরা), বা আরও বেশি। মনে রাখবেন, এক টাকা ঝুঁকি নিয়ে এক টাকা লাভ করা উচিত নয়। ওয়ান-টু-ওয়ান ট্রেড সহজে অর্জনযোগ্য হলেও তা নিয়মিত লাভজনক নয়। তাই আপনাকে প্রতিটি ট্রেড **RR** অনুযায়ী এনালাইসিস করতে হবে, এবং নিয়মিত সেই **RR** অর্জন করতে হবে যাতে ইন্ট্রাডে ট্রেডিংয়ে ধারাবাহিকভাবে লাভ তৈরি হয়।

কিছু ট্রেডার খুব কাছাকাছি প্রোটেকশন রাখেন অর্থাৎ **SL** (স্টপ লস), এবং তারা কখনও কখনও সফল হন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই ধরনের টাইট এন্ট্রি ও স্টপ মানদণ্ডে কি নিয়মিতভাবে টার্গেট অর্জন করা সম্ভব, যাতে ধারাবাহিকভাবে বেশি লাভ তৈরি হয়?

আপনার উত্তর লিখুন একটি অ্যাকশন প্ল্যানসহ

....

....

....

....

প্রতি ট্রেডে ঝুঁকি নির্ধারণ – পজিশন সাইজিং ব্যবহার করে

মানুষ প্রায়ই আমার কাছে আসে এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করে কীভাবে মাত্র এক মাসে শেয়ারমার্কেট থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা যায়। কেউ কেউ আমাকে শেয়ার টিপসও চায়।

আমার বিনীত উত্তর হলো—আর্থিক মার্কেট থেকে কোটি টাকা উপার্জনের মূল চাবিকাঠি হলো... আপনার মূলধনকে বহুগুণে বাড়ানো, তবে অর্থ হারানো ছাড়া।

কিছু ট্রেডার তাদের সাম্প্রতিক ট্রেডিং পারফরম্যান্সের ওপর নির্ভর করে প্রতিটি ট্রেডের আকার পরিবর্তন করে। আমি এই ধারণাটি নিয়েছি বিশ্বের সেরা বিনিয়োগকারী ওয়ারেন বাফেট থেকে। তার দুটি মৌলিক বিনিয়োগ নীতি আছে, যা তিনি সবসময় মেনে চলেন।

প্রথম নিয়ম হলো "অর্থ হারাবেন না।" দ্বিতীয় নিয়ম হলো "প্রথম নিয়ম ভুলবেন না।"—এটি সত্যিই অসাধারণ পরামর্শ।

একটি শীর্ষস্থানীয় সিস্টেম্যাটিক ট্রেডিং কৌশল এবং শক্তিশালী ঝুঁকি ম্যানেজমেন্ট পরিকল্পনা একজন ট্রেডারকে সময়ের সাথে অর্থ উপার্জনে সাহায্য করবে। একজন ট্রেডার হিসেবে আপনার মনোযোগ থাকা উচিত ঝুঁকি কমানোর দিকে। আপনাকে বুঝতে হবে যে মার্কেটের দিকনির্দেশনা আপনি সবসময় নিয়ন্ত্রণ করতে বা অনুমান করতে পারবেন না।

তবে আপনি যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন তা হলো প্রতিটি ট্রেডে নেওয়া ঝুঁকি বা ঝুঁকির পরিমাণ। আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন কত টাকা হারাতে প্রস্তুত, যদি কোনো ট্রেড আপনার প্রত্যাশিত দিকের বিপরীতে যায়।

সর্বোচ্চ অ্যাকাউন্ট ড্রডাউন নির্ধারণ

একটি উদাহরণ ধরা যাক। আপনার কাছে ১,০০,০০০ টাকা ট্রেডিং মূলধন আছে। খুচরা ট্রেডারের জন্য সাধারণ নিয়ম হলো—প্রতি ট্রেডে মূলধনের ১%-এর বেশি ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। অর্থাৎ, প্রতিটি ট্রেডে আপনার ক্ষতি ১,০০০ টাকার বেশি হওয়া উচিত নয় (১,০০,০০০ × ১%)। এবং একটি ট্রেডিং দিনে আপনার মূলধনের ২%-এর বেশি হারানো উচিত নয়। আমরা এক দিনে সর্বোচ্চ ২,০০০ টাকা ক্ষতি মেনে নিতে পারি, এটি সিস্টেম দ্বারা অনুমোদিত। যদি আপনি ২,০০০ টাকা বা মূলধনের ২%-এর বেশি হারান, তবে আপনি অর্থ হারাচ্ছেন।

ড্রডাউন হলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অ্যাকাউন্টের সর্বোচ্চ মান এবং কিছু ক্ষতির পর অ্যাকাউন্টের বর্তমান মানের মধ্যে পার্থক্য। ঝুঁকি কমানোর বা সীমিত করার একটি উপায় হলো প্রতিটি ট্রেডে স্টপ লস অর্ডার দেওয়া। স্টপ লস অর্ডারকে সংজ্ঞায়িত করা হয় একটি পূর্বনির্ধারিত স্তরে পৌঁছালে ট্রেড থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষমাণ অর্ডার হিসেবে।

উদাহরণস্বরূপ, ধরুন আপনি নিফটির একটি ইন দ্য মানি (**ITM**) অপশন কিনলেন, লট সাইজ ৭৫ এবং দাম ৫০। আপনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে যদি অপশনের দাম ৩৭-এর নিচে যায় তবে আপনি সেটি বিক্রি করবেন এবং ক্ষতি মেনে নেবেন। এর মানে হলো আপনি ৩৭-এ একটি স্টপ লস অর্ডার সেট করবেন, যাতে আপনার নিচের দিকের ঝুঁকি সুরক্ষিত থাকে এবং ক্ষতি ন্যূনতম হয়।

আমি বিস্মিত হই যে এত ট্রেডারের প্রতিটি ট্রেডে স্টপ লস অর্ডার থাকে না। আপনাকে নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে—"যদি ট্রেড আমার প্রত্যাশিত দিকের বিপরীতে যায়, তবে এর ঝুঁকি কী?"

দুটি ধারণা একত্রে প্রয়োগ
১. প্রতিটি ট্রেডে আপনি সর্বোচ্চ কত ক্ষতি মেনে নিতে প্রস্তুত তা নির্ধারণ করা। ২. যদি ট্রেড আপনার প্রত্যাশিত দিকের বিপরীতে যায়, তবে কোন দামে আপনি ট্রেড থেকে বের হবেন তা নির্ধারণ করা।

আমি নিচে একটি উদাহরণ যুক্ত করেছি-

Nifty Futrure	• Nifty Future 1 lot (Size 50) - buy at 15800
Capital	• 100000 (One lakh rupees only)
Maximum Risk	• 1 % or Rs. 1000 (One Thousand only)
Buy Price	• 15800 (Prefer Limit Order)
Stop Loss	• 15780 (Capital Protection)
Profit Order	• 15840 (with 2:1 Reward Risk Ratio)

চিত্র ৫.১ – রিওয়ার্ড রিস্ক রেশিও – প্রফিট বুকিং

উপরের ভিত্তিতে এর অর্থ হলো, এই নির্দিষ্ট ট্রেডের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে আপনাকে কেবল ১ লট নিফটি ফিউচার কিনতে হবে। পরবর্তীবার যখন আপনি ট্রেড করবেন, তখন ভাবুন আপনি কতটা ঝুঁকি নিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন যদি ট্রেড আপনার পরিকল্পনা অনুযায়ী না চলে। এই গোপন নিয়ম আপনাকে প্রচুর অর্থ সাশ্রয় করবে।

যদি আপনার প্রথম অর্ডারে ১,০০০ টাকা ক্ষতি হয়, তবে আপনি আরও একটি অর্ডার করতে পারবেন। আরেকটি অর্ডারে আপনি ২,০০০ টাকা বা তার বেশি লাভ বুক করবেন।

আপনি যদি এই নিয়ম অনুসরণ করেন, তবে সাপ্তাহিকভাবে ১৬% লাভ অর্জন করতে পারবেন।

Blue print for Success in Trading					
Week	Capital	Max Risk	Return per week	Maintain for Weeks	Profits per Month
1	100000	4	16%	15	64000
1	200000	4	16%	15	128000
1	300000	4	16%	15	192000

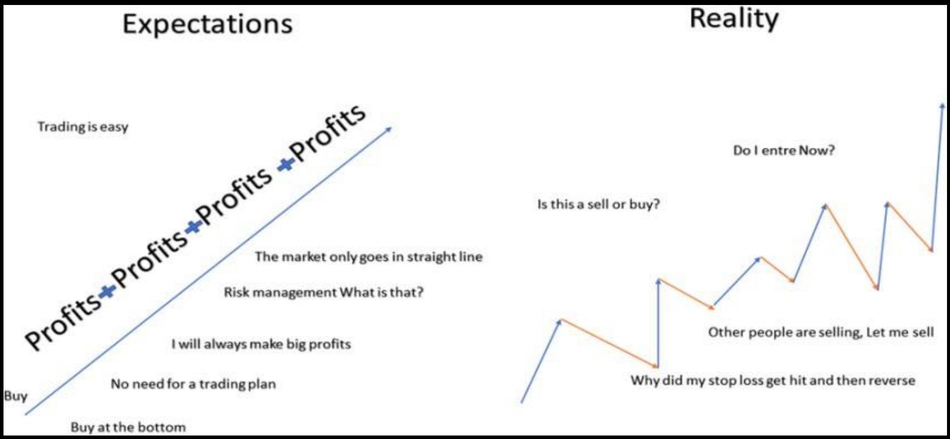
চিত্র ৫.২ – ট্রেডিংয়ে সাফল্যের নকশা

1. Considering 4 days a week Trading
2. Start Earning profit within 6 months
3. You are eligible to withdraw an amount above 3 lakh rupees
4. Monthly 1 lakh Income
5. Earn 80000 per month by investing one lakh rupees.
6. Winning probability 66 %
7. Monthly return 64 %

চিত্র ৫.৩ – মাসিক আয়ের কৌশল

যদি আমরা অন্যান্য ব্যবসার সাথে তুলনা করি, তবে ১,০০,০০০ টাকার বিনিয়োগে সাপ্তাহিক ১৬% রিটার্ন একটি অত্যন্ত ভালো **ROI (Return on Investment)**।

ট্রেডিং প্রত্যাশা বনাম বাস্তবতা



চিত্র ৫.৪ – ট্রেডারদের প্রত্যাশা বনাম বাস্তবতা

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আপনি যেন জেতার তুলনায় কম হারান সে বিষয়ে সতর্ক থাকা। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আপনার মূলধনকে সুরক্ষিত রাখুন। আর্থিক মার্কেট অর্থের মাধ্যমেই কাজ করে। আপনাকে দ্রুত ক্ষতি কাটতে হবে এবং লাভকে চলতে দিতে হবে—যা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিপরীত।

অর্ডারের ধরন এবং লাভজনক ট্রেডিংয়ের জন্য সেরা পদ্ধতি

শেয়ার মার্কেটের পেশাদারদের মতো ট্রেডিং? – এন্ট্রি, এক্সিট এবং অর্ডার টাইপস?

অর্ডার হলো একটি নির্দেশনা যা একজন বিনিয়োগকারী বা ট্রেডার ব্রোকারের ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে বা সরাসরি ব্রোকারকে দেন কোনো ইন্সট্রুমেন্ট/স্টক/স্ট্রাইক প্রাইস কিনতে বা বিক্রি করতে। ব্রোকারের পোর্টালে ট্রেড শুরু করার একাধিক উপায় রয়েছে। নিচে কিছু সাধারণ অর্ডার টাইপ দেওয়া হলো যা অবশ্যই জানা উচিত:

১. মার্কেট অর্ডার

মার্কেট অর্ডার হলো মার্কেটে যে দামে পাওয়া যায় সেই দামে কেনা বা বিক্রির নির্দেশ। এটি একটি ট্রেড অর্ডার কমান্ড যা দিয়ে কোনো ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সট্রুমেন্ট যেমন অপশন বা ফিউচার বর্তমান মার্কেট মূল্যে কেনা বা বিক্রি করা হয়। এই ধরনের অর্ডারে দাম নির্ধারিত হয় মার্কেটে বিদ্যমান রেট দ্বারা। ক্রমাগত দামের ওঠানামা এবং স্প্রেডের কারণে মার্কেট অর্ডার দিয়ে পজিশন খোলা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। তবে যখনই দ্রুত ট্রেডে প্রবেশ বা বের হতে হয়, তখন মার্কেট অর্ডার সুবিধাজনক।

২. লিমিট অর্ডার

লিমিট অর্ডার হলো নির্দিষ্ট দামে কোনো ইন্সট্রুমেন্ট কেনা বা বিক্রির নির্দেশ। এটি ট্রেডারকে নির্দিষ্ট প্রাইস লেভেলে মার্কেটে প্রবেশের সুযোগ দেয়। লিমিট অর্ডারের দুটি ধরন রয়েছে: বাই লিমিট অর্ডার এবং সেল লিমিট অর্ডার।

ক. বাই লিমিট

এটি হলো কেনার অর্ডার যা বর্তমান দামের নিচে স্থাপন করা হয়। বাই লিমিট সাধারণত টার্গেট অর্ডার বসাতে বা লাভজনকভাবে ট্রেড থেকে বের হতে ব্যবহৃত হয়।

খ. সেল লিমিট

এটি হলো বিক্রির (বা শর্ট সেল) অর্ডার যা সাধারণত বর্তমান দামের উপরে স্থাপন করা হয়। এই অর্ডার কেবলমাত্র নির্ধারিত লিমিট প্রাইসে বা তার উপরে পূর্ণ হয়। সেল লিমিটও টার্গেট বসাতে ব্যবহৃত হয়, যাতে দাম সেই রেঞ্জে পৌঁছালে লাভ বুক করা যায়।

৩. স্টপ-লস অর্ডার: এটি এক ধরনের বীমা নীতি

প্রোটেকশন বা স্টপ-লস অর্ডার হলো একটি অগ্রিম নির্দেশনা, যেখানে নির্দিষ্ট দামে পৌঁছালে কোনো ইন্সট্রুমেন্ট কিনতে বা বিক্রি করতে হয়। এটি অতিরিক্ত ক্ষতি থামায়, তাই একে স্টপ-লস অর্ডার বলা হয়। বেশিরভাগ ট্রেডার ট্রেডিংয়ে ব্যর্থ হন কারণ তারা সিস্টেমে স্টপ বা প্রোটেকশন অনুসরণ করেন না।

উদাহরণস্বরূপ: যদি আপনি কোনো স্টক ₹১০০ দামে কিনে থাকেন এবং চান যে দাম ₹৮৫ এ নেমে গেলে ক্ষতি থামাতে, তাহলে আপনি সিস্টেমে একটি অর্ডার বসাতে পারেন যাতে স্টক ₹৮৫ এ পৌঁছালে সেটি বিক্রি হয়ে যায়। এই ধরনের অর্ডারকেই বলা হয় স্টপ লস বা প্রোটেকশন।

কিছু ট্রেডার স্টপ-লসকে মজা করে বলেন—এটি নাকি অপারেটর বা মার্কেট মেকারের জন্য তৈরি। আসলে তা নয়।

স্টপ-লস বসানো একটি শিল্প। কারও স্টপ-লস সংকীর্ণ হয়, কারও আবার প্রশস্ত প্রোটেকশন থাকে। ট্রেডে প্রবেশের আগে আপনাকে প্রোটেকশন নির্ধারণ করতে হবে, যাতে আপনি সঠিক সংখ্যক লট বা শেয়ার নিয়ে খেলতে পারেন এবং আপনার সর্বোচ্চ ক্ষতি আপনার ট্রেডিং প্ল্যান অনুযায়ী সীমার মধ্যে থাকে। স্টপ পরিবর্তন করা যায় না, কারণ এতে খেলার নিয়ম ভঙ্গ হয়। তবে আপনি লট সাইজ বা শেয়ার সাইজ সামঞ্জস্য করতে পারেন যাতে সম্ভাব্য ক্ষতি আপনার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকে।

উদাহরণ: ট্রেডার মি. সন্দীপ
তিনি ইয়েস ব্যাংকে কাজ করেন এবং ইয়েস ব্যাংকের শেয়ার ₹৩০০ দামে কিনেছিলেন। ব্যাংকের সবকিছু ভালো মনে হওয়ায় তিনি কোনো প্রোটেকশন ট্রেনিং নেননি এবং সিস্টেমে স্টপ-লস বসাননি। একসময় শেয়ার ₹৬০ এ নেমে যায়, তখন তিনি আবার বিনিয়োগ করেন ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার আশায়। কিন্তু শেয়ার আবার ₹১৫ এ নেমে যায়। তখন তিনি কাঁদছিলেন এবং সাহায্য চাইছিলেন। কিন্তু তখন আর কেউ তাকে সাহায্য করতে পারেনি। এখন তিনি শুধু দামের বাড়ার অপেক্ষায় আছেন।

ভুল পথে জয়ী হওয়া ট্রেডাররা

কিছু ট্রেডার স্টপ-লস না বসিয়েও কখনও কখনও লাভবান হন। কিন্তু এর ফলে পরবর্তী ট্রেডে বড় ক্ষতি হয়। তারা নিজেদের ভুলের কারণে হওয়া ক্ষতি মনে রাখেন না, বরং আগের একবারের জয়ই মনে রাখেন। এভাবেই মানুষের মন কাজ করে—যা চাই সেটাই মনে রাখে।

আমরা ট্রেডারদের কোচিং করি। আমাদের ট্রেডিং জার্নাল বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বড় ক্ষতির মূল কারণ হলো সিস্টেমে প্রোটেকশন না রাখা। অনেক সময় ট্রেডাররা স্টপ ভঙ্গ করেন কারণ তারা শুধু সেই একবারের জয়কেই মনে রাখেন।

উদাহরণ: **ট্রেডার সন্তোষ**

তিনি একটি স্টকে লং পজিশন নেন। কিন্তু সেটি ঠিকমতো কাজ করে না। ফিউচারস স্লিপ করতে শুরু করে। তার স্টক স্টপে আঘাত করে, কিন্তু তিনি বিক্রি করেন না কারণ তিনি মনে করেন তিনি অভিজ্ঞ ট্রেডার এবং স্টকটিকে আরও কিছু জায়গা দেওয়া উচিত। তিনি ভাবেন, ফিউচারস ফিরে এলে স্টকও ভালো করবে। যদি এখন বিক্রি করেন, তবে দাম উল্টে যেতে পারে। তাই তিনি আরও কিছু বিনিয়োগ করেন।

কিন্তু স্টক আর ফিরে আসে না। সন্তোষ বুঝতে পারেন তার স্টপ খুব টাইট ছিল, আরেকটু নিচে একটি বড় সাপোর্ট আছে। তাই তিনি নতুন স্টপ বসান। আবার দাম সেই জায়গায় পৌঁছায়, তখন তিনি দেখেন দিনের লো খুব কাছেই আছে এবং সেটিই শক্তিশালী সাপোর্ট হবে। সেটিই তার চূড়ান্ত স্টপ।

কিন্তু সেই স্টপও ভঙ্গ হয়। তখন তিনি ভাবেন এখন বিক্রি করা যাবে না, দাম আর নামবে না, এবার বাউন্স করবে। এমনকি তিনি কোম্পানির ফান্ডামেন্টাল খুঁজতে শুরু করেন। তিনি পাঁচ মিনিটের চার্টে স্ক্যাল্প করতে গিয়ে এখন বিনিয়োগকারী হয়ে গেছেন। কীভাবে এমন হলো? ফিরে তাকালে দেখা যায়, তার প্রথম স্টপটাই আসলে খারাপ ছিল না।

তাহলে কী করব?

১. ট্রেডিং প্ল্যান তৈরি করুন: নির্দিষ্ট ঝুঁকি সহ একটি পরিকল্পনা রাখুন। কত লট বা শেয়ার আপনি স্টপ-লস সহ ট্রেড করতে পারবেন তা নির্ধারণ করুন। এতে আপনি প্রয়োজন হলে হিসেবি ক্ষতি নিতে পারবেন।

২. লিখিত নিয়ম রাখুন: আপনার পরিকল্পনা ও নিয়মগুলো লিখে রাখুন এবং ট্রেডিং সেটআপের সামনে রাখুন। এটি আপনার নিজের প্রতি প্রতিশ্রুতি হিসেবে লিখতে হবে। লিখিত শব্দ আপনার মস্তিষ্কে ভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। নিয়মিতভাবে আপনার নিয়মগুলো লিখুন এবং এনালাইসিস করুন।

সূচক, স্টক, ফিউচার বা অপশন ট্রেড করার সময় কিছু বিষয় আপনার নিয়ন্ত্রণে থাকে, আবার কিছু বিষয় থাকে না। একজন ভালো ট্রেডার সবসময় সেই কাজগুলো করেন যা ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে এবং যেগুলো নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। যেমন—মার্কেট অর্ডারের পরিবর্তে লিমিট অর্ডার ব্যবহার করা, এবং বিশেষ করে সংকীর্ণ মার্কেট ডেপথ থাকা কন্ট্রাক্টে ট্রেড করার সময় স্টপ লস লিমিট অর্ডার ব্যবহার করা, **SL-M** এর পরিবর্তে।



ফিগার ৫.৬ স্টপ লস

নিজের নিয়মগুলো সবসময় সিস্টেমের সামনে রাখুন এবং সেগুলো মেনে চলতে শিখুন। মনে রাখবেন, অনেক খুচরা ট্রেডার গত দুই বছরে **YES BANK**-এর শেয়ার ৩০০ টাকা থেকে ১৫ টাকা বা তারও কম দামে ধরে রেখেছিলেন। তারা কি আসলেই এটা করতে চেয়েছিলেন? তারা কি ২৯০ টাকায় স্টপ ব্যবহার করেছিলেন? অবশ্যই না। বেশিরভাগই ডে ট্রেডে ছোট স্টপ দিয়ে ঢুকেছিলেন, কিন্তু স্টপ হিট হলে তা মানেননি। একবার সেটা হলে পরে যেকোনো দামে বিক্রি করা আরও কঠিন হয়ে যায়। এ কারণেই আমরা স্টপকে 'বীমা নীতি' বলি।

নতুনদের জন্য স্টপ ব্যবহার

- নতুন ট্রেডারদের অবশ্যই সিস্টেমে সুরক্ষা ব্যবহার করতে হবে।
- অভিজ্ঞ ট্রেডাররা যারা বড় পজিশনে ট্রেড করেন, তারা হয়তো স্টপ ব্যবহার করেন না, কারণ তারা হেজ করেন—**ATM** অপশন বিক্রি করে এবং দূরের **OTM** অপশন কিনে।
- আপনাকে ২:১ রিওয়ার্ড-রিস্ক রেশিওতে প্রফিট অর্ডার বসাতে হবে।
- স্টপ নিয়মিতভাবে পজিশন থেকে বের হওয়ার জন্য নয়, বরং অপ্রত্যাশিত মুভমেন্টের বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য ব্যবহার করতে হবে।
- স্টপ হলো দুর্ঘটনা বীমার মতো। আমাদের সবারই বীমা থাকে, যা বিপরীতে গেলে কাজে লাগে।

- স্টপ বসাতে হবে নিকটতম সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্সের বাইরে।
- সুরক্ষা বসাতে হবে নিকটতম রেজিস্ট্যান্সের উপরে বা সাপোর্টের নিচে।
- আপনার স্টপ-লস অর্ডার কেবল তখনই ট্রিগার হবে যখন বিপরীত দিকে মুভমেন্ট হবে।
- যদি আপনি দীর্ঘ সময়ের জন্য মার্কেট থেকে দূরে থাকতে চান, তাহলে স্টপ-লস অর্ডার ব্যবহার করুন।

অনলাইনে ট্রেড করলে যেকোনো সময় ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক ব্যর্থ হতে পারে। হঠাৎ মার্কেটে দ্রুত মুভমেন্ট হলে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে স্টপ-লস ব্যবহার করুন।

৪ - ট্রেইলিং স্টপ লস অর্ডার

ট্রেইলিং স্টপ হলো একটি সেফটি নেট যা আপনার সাথে লাভ বহন করে। ট্রেইলিং স্টপ ট্রেডের দিকেই সরানো হয় - কেনার ক্ষেত্রে উপরের দিকে এবং বিক্রি বা শর্ট পজিশনের ক্ষেত্রে নিচের দিকে, যাতে ট্রেড চলাকালীন আপনাকে সুরক্ষা দেয়। কিছু ট্রেডার অপশন কেনার সময় ট্রেইলিং স্টপ লস ব্যবহার করেন, যাতে তারা পজিশন থেকে বের হতে পারেন, কারণ অত্যন্ত অস্থির সেশনে দামের পতনের সম্ভাবনা বেশি থাকে।

৫ – মার্জিন ইন্ট্রাডে স্কয়্যার অফ অর্ডার (MIS)

এটি একটি ইন্ট্রাডে অর্ডার। অর্থাৎ প্রতিটি অর্ডার একই দিনে স্কোয়ার অফ বা ক্লোজ করতে হয়। এটি ডে ট্রেডারদের জন্য উপকারী, কারণ এতে রাতভর ঝুঁকি থাকে না। আর যদি আপনি বিকাল ৩টার আগে ট্রেড ক্লোজ না করেন, তাহলে ট্রেড স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্রোকার বা তার সিস্টেম দ্বারা স্কোয়ার অফ বা ক্লোজ হয়ে যায়। লিভারেজ হলো সেই অর্থের পরিমাণ যা আপনি ট্রেড করার জন্য ধার নিতে পারেন। এ ধরনের অর্ডারে আপনি ট্রেডের একটি অংশের অর্থ প্রদান করেন, বাকিটা ব্রোকার প্রদান করে। এটি ফরেক্স মার্কেটে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

৬ – ব্র্যাকেট অর্ডার (BO)

ব্র্যাকেট অর্ডার হলো একাধিক অর্ডারের সমন্বয়, যা একসাথে বসানো হয় এবং একটি নির্দিষ্ট ক্রয়কে সম্পূর্ণভাবে স্বয়ংক্রিয় করতে সাহায্য করে। এতে মূলত ৩টি অংশ থাকে – একটি বাই বা সেল অর্ডার, একটি টার্গেট অর্ডার এবং একটি স্টপ-লস অর্ডার। এর ফলে সিস্টেমে একটি সম্পূর্ণ সুরক্ষিত অর্ডার তৈরি হয়, যা আপনাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাভ বুক করতে বা ক্ষতির সময় পজিশন ক্লোজ করতে সাহায্য করে। আপনি ইন্ট্রাডে ট্রেডিংয়ের জন্য ব্র্যাকেট অর্ডার ব্যবহার করতে পারেন। সঠিক অর্ডার টাইপ নির্বাচন করলে স্টক মার্কেট ডে ট্রেডিংয়ে আপনার লাভ সর্বাধিক করতে সাহায্য করবে।

যদি আপনি লাভ বুকিং এবং ক্ষতির টার্গেটের উপর ভালো নিয়ন্ত্রণ চান, তাহলে শিখুন কীভাবে ব্র্যাকেট অর্ডার আপনার এক্সিট স্ট্র্যাটেজিকে সিস্টেমেটিক করে এবং ন্যূনতম ঝুঁকিতে লাভ অর্জনে সাহায্য করে। একটি সফল ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, যা সম্ভাব্য লাভ ও ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। ব্র্যাকেট অর্ডার আপনাকে লাভ বুক করতে সাহায্য করে যখন দাম কাঙ্ক্ষিত স্তরে পৌঁছায়।

ব্র্যাকেট কীভাবে কাজ করে

ব্র্যাকেট অর্ডার তিন ধরনের শর্তাধীন এক্সিটের সাথে ব্যবহার করা যায়: লাভ বুকিং এক্সিট, ট্রেইলিং স্টপ এক্সিট, অথবা স্টপ লস এক্সিট। এক্সিট অর্ডারগুলো পারস্পরিকভাবে এক্সক্লুসিভ, অর্থাৎ একটি ট্রিগার হলে অন্য ব্র্যাকেট অংশগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে।

ব্র্যাকেট অর্ডারের দুটি সুবিধা

এটি আপনার এক্সিট স্ট্র্যাটেজিকে সিস্টেমেটিক করে তোলে, বিশেষ করে ডে ট্রেডিংয়ে, এবং এটি আপনাকে আবেগ থেকে আলাদা করে।

a. ব্র্যাকেট অর্ডার আপনাকে একটি পরিকল্পনা তৈরি করার নমনীয়তা দেয়, পজিশন শুরু করার আগে বা পরে। আপনি ফিউচার, ইকুইটি এবং অপশন ট্রেড করার সময় পূর্বনির্ধারিত লাভ ও ক্ষতির এক্সিট পয়েন্টসহ এই অর্ডার বসাতে পারেন।
b. ব্র্যাকেট অর্ডার স্বয়ংক্রিয়, যা আপনার ট্রেডিংকে প্রাথমিক সময়ে আরও সংগঠিত করতে পারে। যদি লাভ বা ক্ষতির টার্গেট পূর্ণ হয়, তাহলে অর্ডার কার্যকর হবে এমনকি আপনি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম থেকে দূরে থাকলেও।

লং এবং শর্ট কী?

দাম সাধারণত দ্রুত পড়ে যায়, তাই সম্ভাব্য লাভ বেশি হতে পারে। শর্ট সেলিং অনেককে বিভ্রান্ত করে। অনেক নতুন ট্রেডার বিভ্রান্ত হন মার্কেটে 'শর্ট' করবেন কি না। আগে 'লং' নিয়ে আলোচনা করি: সাধারণত যখন আপনি শেয়ার কিনেন, তখন এটিকে বলা হয় 'গোইং লং' বা শেয়ারে বা ফিউচারে 'লং পজিশন' নেওয়া। আপনি এটি করেন এই আশায় যে দাম বাড়বে।

ধরুন, শুরুতে আপনার কোনো ফরেক্স পেয়ার বা নিফটি ইনডেক্সে কোনো পজিশন নেই। আপনি এনালাইসিস করলেন এবং আপনার ধারণা হলো মার্কেট উপরে যাবে। এখন আপনি ট্রেড শুরু করতে চান; আপনি একটি ফিউচার লট কিনতে পারেন, এটিই হলো 'লং' পজিশন। এখন আপনার একটি পজিশন আছে যা আপনি বিক্রি করতে পারেন। এটি অনেকটা শস্য ব্যবসায়ীর মতো, যে কৃষকের কাছ থেকে গম কিনে। কৃষক গমে 'লং' থাকে এবং লেনদেনের পর ব্যবসায়ী গমে লং হয়ে যায়, বিষয়টি সহজ।

এর বিপরীত হলো 'গোইং শর্ট' বা বিক্রি করা, 'শর্ট পজিশন নেওয়া' বা 'শর্টিং দ্য স্টক' – সব একই অর্থ বহন করে। আপনি এটি করেন এই আশায় যে শেয়ারের দাম কমবে। এটি আমাদের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার বিপরীত, যেখানে আগে কিনে পরে বিক্রি করি। এখানে আপনি শেয়ার কিনার আগে বিক্রি করছেন। আপনি শেয়ার বর্তমান উচ্চ দামে বিক্রি করেন, অপেক্ষা করেন দাম কমার জন্য, তারপর সেই শেয়ার কিনে আগের বিক্রিত শেয়ার প্রতিস্থাপন করেন

এবং দামের পার্থক্য থেকে লাভ করেন। শেষে আপনার কারও কাছে কোনো শেয়ার ধার থাকে না, বরং লাভ থাকে।

ক্ষতির পজিশন কমানো এবং লাভজনক পজিশন বাড়ানো (পিরামিডিং)

বেশিরভাগ নতুন ট্রেডার ভুল করেন যখন ট্রেড তাদের বিপরীতে যায় তখন পজিশন বাড়ান, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাদের যুক্তি হলো: কম দামের শেয়ার বেশি দামের শেয়ারের সাথে গড় করলে প্রতি শেয়ারের গড় দাম কমে যায়। গণিতের দিক থেকে এটি সঠিক। কিন্তু ফাইন্যান্স ইন্ডাস্ট্রির নিজস্ব নিয়ম আছে বা কোনো নিয়ম নেই, গড় করা ভালো অভ্যাস নয়।

যদি কোনো একটি ভুল ট্রেডারকে ধ্বংস করে, সেটি হলো গড় কমানো। কখনোই, কোনোদিনই গড় কমাবেন না, অর্থাৎ ভুল হলে পজিশন বাড়াবেন না। সফল ট্রেডিংয়ের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো: ক্ষতির পজিশন কমানো এবং লাভজনক পজিশন বাড়ানো।

তবে, আপনি লাভে থাকলে ট্রেডিং ক্যাপিটাল বাড়াতে পারেন, আর ড্রডাউনে থাকলে কমাতে পারেন।

ফিউচারস কী?

একটি ফিউচারস কন্ট্রাক্ট হলো ভবিষ্যতে কোনো নির্দিষ্ট তারিখে কিছু কিনতে বা বিক্রি করতে একটি বাধ্যতামূলক চুক্তি।

ফিউচারস তৈরি করার একটি কারণ ছিল কৃষকদের তাদের খরচ নিয়ন্ত্রণ করতে এবং আয়ের পূর্বাভাস দিতে সাহায্য করা, যাতে দামের তারতম্য বেশি না হয়। একজন কৃষক আগেই জানতে পারতেন ছয় মাস পরে তার ফসল বা গবাদি পশুর জন্য কত টাকা পাওয়া যাবে, এবং এর মাধ্যমে তিনি তার খরচ পরিকল্পনা করতে পারতেন, এমনকি অন্য কোনো ফসল বেশি আয় দিলে ফসলের ধরন পরিবর্তনও করতে পারতেন।

ফিউচারস লাভের একটি চমৎকার সুযোগ দেয়, তবে এর সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকির ভারসাম্য রাখতে হয়। একটি ফিউচারস কন্ট্রাক্ট হলো একটি ডেরিভেটিভ।

এই ফিউচারস কন্ট্রাক্টের অপর পক্ষ বা ক্রেতা হতে পারে কোনো শস্য প্রক্রিয়াজাতকারী বা মিল মালিক, যিনি তার খরচ নিয়ন্ত্রণ করতে এবং ভবিষ্যতের উৎপাদনের জন্য শস্যের সরবরাহ নিশ্চিত করতে চান। কৃষক এবং মিল মালিক দুজনেই একটি পূর্বানুমানযোগ্য

ভবিষ্যৎ থেকে সুবিধা পান, তারা দামের ওঠানামা নিয়ে চিন্তা করেন না। তারা যা করছেন তা হলো তাদের অবস্থানকে 'হেজিং' করা, যাতে শেষ মুহূর্তে কোনো অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি না আসে।

শুরুর সময় তারা যে দামে সম্মত হন সেটি উভয়ের জন্যই গ্রহণযোগ্য হয়, তাই ফিউচারস কন্ট্রাক্টে কোনো অন্যায় থাকে না। সময়ের সাথে সাথে স্পষ্ট হতে পারে যে দাম মার্কেটের দামের তুলনায় বেশি বা কম হবে যখন কন্ট্রাক্টের মেয়াদ শেষ হবে।

ধরুন, মনে হচ্ছে প্রচুর ফসল হবে, ফলে চাহিদা কমে যাবে এবং দাম নিচে নামবে। আপনি কি মনে করেন বিনিয়োগকারী এমন একটি কন্ট্রাক্ট রাখতে চাইবেন যেখানে একজন প্রস্তুতকারক নির্দিষ্ট দামে টাকা দিতে সম্মত হয়েছেন, মার্কেটের দাম যাই হোক না কেন? অবশ্যই। এর মানে হলো ফিউচারস কন্ট্রাক্টের একটি মূল্য তৈরি হয়, এবং এটি যেকোনো সময় বিভিন্ন মানুষের কাছে কেনা-বেচা করা যায়।

সাধারণত, ফিউচারস কন্ট্রাক্টের মূল্য নির্ধারিত হয় দুটি বিষয় থেকে – পণ্যের মৌলিক দাম এবং কন্ট্রাক্ট নিষ্পত্তি হওয়ার তারিখ পর্যন্ত সময়, যাকে বলা হয় **"টাইম ভ্যালু"**।

'আন্ডারলাইনিং অ্যাসেট' হলো কন্ট্রাক্টের ভিত্তি। যেমন উপরে বলা হয়েছে, আন্ডারলাইনিং হতে পারে কোনো দৃঢ় ভৌত বস্তু, কমোডিটি, বা শীর্ষ ৫০ কোম্পানির সূচক যেমন সোনা বা নিফটি ইনডেক্স। আন্ডারলাইনিং নষ্টযোগ্যও হতে পারে, যেমন ফসল বা "কর্ন কমোডিটি", এবং এটিই কমোডিটি ট্রেডিংয়ের ভিত্তি। তবে আন্ডারলাইনিং হতে পারে একক স্টক বা স্টক মার্কেট সূচকও, এবং ফিউচারস কন্ট্রাক্ট নির্ভর করবে মেয়াদ শেষে এগুলোর মূল্যের উপর। ফিউচারস কন্ট্রাক্ট হলো একটি চুক্তি, ভবিষ্যতের মেয়াদ শেষে আন্ডারলাইনিং কেনা-বেচার প্রতিশ্রুতি। আপনি ফিউচারস কন্ট্রাক্ট মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই কিনতে বা বিক্রি করতে পারেন, কারণ সময়ের সাথে সাথে এর মূল্য পরিবর্তিত হয়, এবং এভাবেই আপনি নিয়মিত লাভজনক ট্রেডিং করতে পারেন।

আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে ফিউচারসই ভবিষ্যতে কিছু কেনা-বেচার একমাত্র উপায় নয়। ফিউচারসের আগে একটি খুবই মিল থাকা বিষয় ছিল ফরওয়ার্ড কন্ট্রাক্ট। ফরওয়ার্ড কন্ট্রাক্ট বিশেষভাবে লেখা হতো সেই দুই পক্ষের জন্য যারা একটি চুক্তি করতে চাইতেন। তারা দাম, তারিখ, পরিমাণ এবং কোন জিনিস কেনা-বেচা হবে তা উল্লেখ করতে পারতেন;

আসলে তারা যা চাইতেন তাই কন্ট্রাক্টে রাখতে পারতেন। এবং ফরওয়ার্ড কন্ট্রাক্ট আজও ব্যবহৃত হয় যখন দুই পক্ষ নির্দিষ্ট শর্তে সম্মত হতে পারেন।

অপশন কী?

একটি অপশন হলো এক ধরনের চুক্তি যা একজন বিনিয়োগকারী বা ট্রেডারকে কোনো কমোডিটি, ইনডেক্স বা **ETF** নির্দিষ্ট দামে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিনতে বা বিক্রি করতে অনুমতি দেয়, তবে বাধ্য করে না। অপশন কোম্পানির মালিকানা প্রকাশ করে না।

অপশন: আপনি অপশনের জন্য অর্থ প্রদান করেন, বা আপনার পছন্দমতো চুক্তি করার অধিকার পান। এটি করতে আপনার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

ডেরিভেটিভ: অপশন তার মূল্য নেয় আন্ডারলাইনিং অ্যাসেট থেকে।

চলুন একটি উদাহরণ নিই "কল" এবং "পুট" অপশন কন্ট্রাক্টের, যা কোনো সম্পদ কেনা বা বিক্রির অধিকার দেয়। অপশন ট্রেডারদেরকে সরাসরি সম্পদ কেনার চেয়ে বেশি লিভারেজ দেয়। অপশন কেনা মানে হলো শেয়ার উপরে যাবে, নিচে যাবে, অথবা মার্কেটে কোনো ট্রেডিং পজিশন সুরক্ষিত বা হেজ করা হবে—এমন বাজি ধরা।

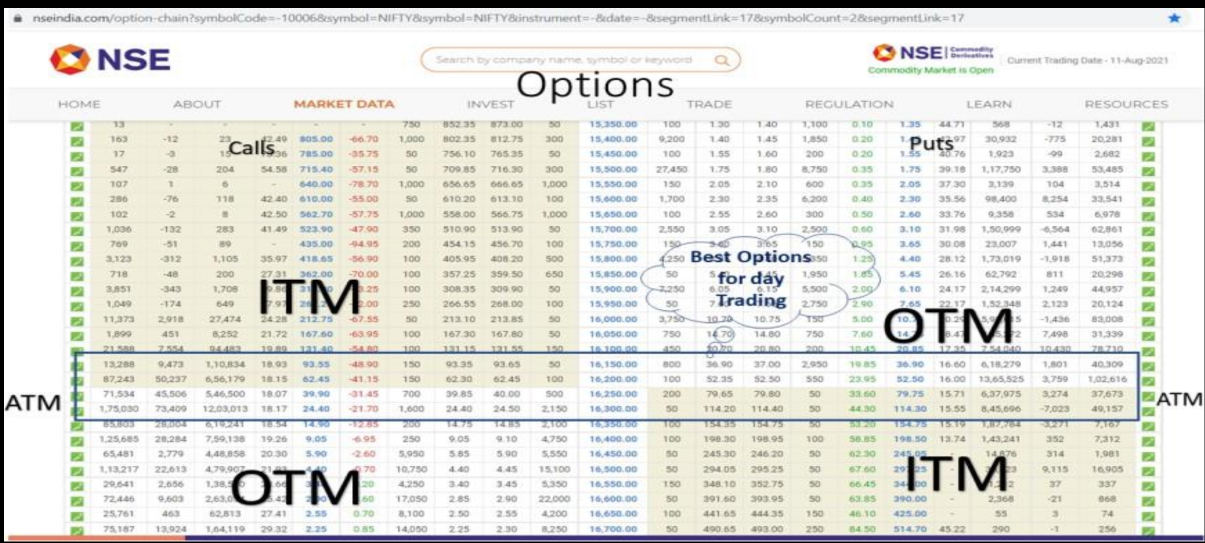
অপশন, অন্তত যদি আপনি কিনে থাকেন, তাহলে কেবল একটি নির্দিষ্ট কম পরিমাণ খরচ হয় এবং সেটি আগেই প্রদান করতে হয়। ট্রেড যতই আপনার বিপরীতে যাক না কেন, অতিরিক্ত কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। নাম থেকেই যেমন বোঝা যায়, অপশন কন্ট্রাক্ট ক্রেতাকে কেনা বা বিক্রির অপশন দেয়। তাই এটি অনেকটা ফিউচারস কন্ট্রাক্টের মতো, যেখানে ভবিষ্যতের একটি চুক্তি নির্দিষ্ট দামে নির্ধারিত থাকে। তবে এখানে আপনার কাছে চুক্তি করার বা না করার স্বাধীনতা থাকে, তাই আপনি কেবল তখনই অপশন কার্যকর করবেন যখন এতে লাভ হবে।

অপশনের জন্য আপনাকে একটি খরচ দিতে হয় যাকে বলা হয় 'প্রিমিয়াম'। একবার এটি প্রদান করলে আপনাকে আর কোনো অতিরিক্ত ক্ষতি নিতে হয় না। শেয়ার মার্কেটে একটি সাধারণ কথা আছে, অপশন ট্রেড করলে আপনার কাছে বেশি বিকল্প থাকে। আপনি আন্ডারলাইনিং-এর জন্য আপনার পছন্দমতো দাম বেছে নিতে পারেন, এবং যেকোনো "স্ট্রাইক প্রাইস" বেছে নিতে পারেন যা **ITM, OTM** বা **ATM** হতে পারে। সেই স্ট্রাইক প্রাইস নির্ধারণ করে আপনি প্রিমিয়ামের জন্য কত টাকা দেবেন।

অপশনের স্ট্রাইক প্রাইসকে বলা হয় ‘ইন দ্য মানি (**ITM**)’, ‘অ্যাট দ্য মানি (**ATM**)’ এবং ‘আউট অব দ্য মানি (**OTM**)’—এটি নির্ভর করে আন্ডারলাইনিং-এর দাম এবং কন্ট্রাক্টের দামের উপর।

যে কোনো কল অপশনের স্ট্রাইক প্রাইস যদি শেয়ার বা ইনডেক্সের বর্তমান দামের উপরে থাকে, তবে সেটি "আউট অব দ্য মানি" হিসেবে ধরা হয়। বিপরীতে, যদি স্ট্রাইক প্রাইস ইনডেক্সের বর্তমান দামের নিচে থাকে, তবে সেটি "ইন দ্য মানি" বলা হয়।

উদাহরণস্বরূপ, নিফটি স্পট প্রাইসে ১৬১০০ অপশন হলো ‘আউট অব দ্য মানি’, আর ১৬৩০০ অপশন হলো ‘ইন দ্য মানি’। যদি আন্ডারলাইনিং-এর দাম অপশন কন্ট্রাক্টের দামের সমান হয়, তবে সেটি হবে “অ্যাট দ্য মানি” ১৬২০০।



তাই, আপনি মার্কেট ঊর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী যাই হোক না কেন লাভ করতে পারেন, যতক্ষণ আপনি সেন্ট্রাল পিভট রেঞ্জের ভিত্তিতে সূচকের গতিবিধি সঠিকভাবে পূর্বাভাস দিতে পারেন। আমরা বলতে পারি যে কল অপশন সাধারণত বুলিশ হয়, আর পুট অপশন সাধারণত বিয়ারিশ হয়।

কল বনাম পুট অপশন ট্রেডিং

কল অপশন কেনা মূলত বাজি ধরা যে কোনো শেয়ার বা সূচকের দাম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাড়বে। অন্যদিকে, পুট অপশন কেনার সময় আপনি আশা করেন যে আন্ডারলাইনিং সূচক বা কমোডিটির দাম সময়ের সাথে কমবে, অর্থাৎ আপনি শেয়ার বা সূচকের প্রতি বিয়ারিশ।

অপশন ট্রেডিং (বিশেষ করে শেয়ার মার্কেটে) প্রধানত প্রভাবিত হয় আন্ডারলাইনিং সিকিউরিটি বা অ্যাসেটের দাম, অপশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় এবং আন্ডারলাইনিং অ্যাসেটের ভোলাটিলিটি দ্বারা। অপশনের প্রিমিয়াম (এর দাম) নির্ধারিত হয় ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু এবং টাইম ভ্যালু (এক্সট্রিনসিক ভ্যালু) যোগ করে। অপশন ট্রেডিংয়ে ভোলাটিলিটি বলতে বোঝায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো সূচক বা শেয়ারের দামের বড় ওঠানামা।

ভ্যালু: টাইম ভ্যালু এবং ইন/অ্যাট/আউট অব দ্য মানি

যদি আপনি এমন একটি অপশন কিনেন যা আগে থেকেই "ইন দ্য মানি" (অর্থাৎ অপশনটি সঙ্গে সঙ্গে লাভে থাকবে), তাহলে এর প্রিমিয়াম বা দাম অতিরিক্ত খরচ বহন করবে কারণ আপনি এটি সঙ্গে সঙ্গে লাভে বিক্রি করতে পারবেন। অন্যদিকে, যদি আপনার অপশন "অ্যাট দ্য মানি" হয়, তাহলে অপশনটি বর্তমান শেয়ারের দামের সমান হবে। আর যেমন আপনি অনুমান করতে পারেন, একটি "আউট অব দ্য মানি" অপশনের অতিরিক্ত কোনো মূল্য থাকবে না কারণ এটি বর্তমানে লাভে নেই।

যদি কোনো অপশন (পুট বা কল অপশন) মেয়াদ শেষ হওয়ার কাছাকাছি সময়ে "আউট অব দ্য মানি" থাকে, তাহলে আপনি অপশন বিক্রি করতে পারেন টাইম প্রিমিয়ামের সুবিধা নিতে থিটা ফ্যাক্টর ডিকের মাধ্যমে। যদি কোনো অপশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে অনেক সময় থাকে, তাহলে প্রিমিয়ামে (দামে) আরও বেশি টাইম ভ্যালু যোগ হবে।

ওপেন ইন্টারেস্ট কী?

ওপেন ইন্টারেস্টকে সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় মোট ক্রয় বা বিক্রয় পজিশনের সংখ্যা হিসেবে, যা সবার জন্য দৃশ্যমান। এটি ট্রেড করার সহজতা এবং ট্রেডিং ভলিউমের ধরণ নির্দেশ করে। ওপেন ইন্টারেস্টকে একটি কন্ট্রাক্টের লিকুইডিটির প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। এটি ফিউচারস এবং অপশন কন্ট্রাক্টে ব্যবহৃত হয় এবং মার্কেটে বিদ্যমান সব ফিউচারস বা অপশন কন্ট্রাক্টের সংখ্যা গণনা করে। মনে রাখবেন, প্রতিটি ক্রয় পজিশনের বিপরীতে একটি বিক্রয় পজিশন থাকতে হয়, তাই যদি দুটো একসাথে যোগ করেন তবে কন্ট্রাক্টের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাবে। যদি অনেক মানুষ ফিউচারস বা অপশন কন্ট্রাক্টে ট্রেডিংয়ে যুক্ত থাকে, তবে একটি পজিশন খোলা বা বন্ধ করা সহজ হবে কারণ ট্রেড করার সময় ক্রেতা বা বিক্রেতা পাওয়া সহজ হবে।

অভিজ্ঞতার সাথে আমি এখানে উল্লেখ করছি, ফিউচারস এবং অপশন কন্ট্রাক্টের ভলিউম এবং ওপেন ইন্টারেস্ট শেয়ারের ভলিউমের মতো সরল নয়। তবে, যখন ভলিউম এবং ওপেন ইন্টারেস্ট দুটোই বাড়ছে, সাথে দামও বাড়ছে, তখন এটি ট্রেন্ডের একটি শক্তিশালী প্রমাণ।

উপসংহার

যদি আপনার অপশনের আন্ডারলাইনিং স্টক বা ইনডেক্সের দাম বাড়ে বা আপনার কল বা পুট অপশনের মূল্য দ্বিগুণ হয়, তবে আপনি অপশন মেয়াদ শেষ হওয়ার অনেক দিন বাকি থাকলেও সঙ্গে সঙ্গে কন্ট্রাক্ট কার্যকর করে লাভ বুক করতে পারেন। লাভ বুক করার পর আবার ট্রেডে প্রবেশ করতে পারেন।

- আপনার অপশনের জন্য একটি ভালো এক্সিট প্ল্যান তৈরি করুন।
- অপশন কেনার ক্ষেত্রে, যত সস্তা কোনো অপশনের প্রিমিয়াম হয়, তত বেশি সেটি সাধারণত "আউট অব দ্য মানি" হয়, যা ভুল হলে কম লাভের সম্ভাবনা নিয়ে একটি ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ হতে পারে।
- অপশন বিক্রেতাদের জন্য, **OTM** একটি ভালো পছন্দ।

সেন্ট্রাল পিভট পয়েন্টস / রেঞ্জ ও মুভিং এভারেজ

সেন্ট্রাল পিভট রেঞ্জ হলো আধুনিক টুল ডে ট্রেডিংয়ের জন্য।
এটি খুবই কার্যকর যদি আপনি সঠিকভাবে জানেন এবং এনালাইসিস করেন। একজন ট্রেডারের তার কৌশল বুঝতে হবে এবং জানতে হবে কখন সেই কৌশল বর্তমান মার্কেটে কার্যকর করার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। কোনো প্রশিক্ষণ, ওয়েবিনার বা যেকোনো ধরনের প্রশিক্ষণকে ভাবুন কেবল তথ্য হিসেবে। সেই তথ্যকে একটি কার্যকরী সিস্টেমে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া আপনার কঠোর পরিশ্রম, অভিজ্ঞতা এবং শৃঙ্খলা দাবি করে। বড় টাইম ফ্রেমে খেলতে ধৈর্য প্রয়োজন।

সেন্ট্রাল পিভট পয়েন্টস বা সেন্ট্রাল পিভট রেঞ্জ

একটি পিভট হলো একটি নিরপেক্ষ অঞ্চল যেখানে বিনিয়োগকারী এবং ট্রেডারদের বুলিশ ও বিয়ারিশ মনোভাবের মধ্যে ভারসাম্য থাকে। একটি পিভট হলো এমন একটি স্তর যেখান থেকে আপনি দাম, সূচক বা প্রিমিয়াম ভ্যালুর দিকনির্দেশক মুভ নির্ধারণ করতে পারেন।

প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডাররা বিভিন্ন ধরনের পিভট পয়েন্ট ব্যবহার করেন, তবে আমাদের কৌশলের সাথে সবচেয়ে ভালো কাজ করে সেন্ট্রাল পিভট রেঞ্জ বা **CPR** ইন্ডিকেটর। ডে ট্রেডিংয়ের জন্য সেন্ট্রাল পিভট রেঞ্জ (**CPR**) ইন্ডিকেটর সাধারণত সবচেয়ে ভালো ট্রেডিং পদ্ধতি। বেশিরভাগ প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডাররা তাদের অবস্থান নির্ধারণ করতে গড় মেকানিজম ব্যবহার করেন। তারা উচ্চ পরিমাণে ট্রেড করেন, তাই গড় দাম তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই **CPR** সেটআপ ডে ট্রেডিংয়ের জন্য পুরোপুরি কার্যকর এবং এটি ব্যবহার করা খুবই সহজ, শুধু ধৈর্য ধরতে হবে এবং আপনার সেটআপ তৈরি হতে দিতে হবে, তারপর আপনি আপনার পজিশনে প্রবেশ করতে পারবেন। লাভজনক ট্রেডিংয়ের জন্য আপনাকে মানি ম্যানেজমেন্ট এবং রিওয়ার্ড-রিস্ক রেশিও অনুসরণ করতে হবে।

পিভটগুলো সঠিক ট্রেন্ডিং মার্কেট থেকে লাভ করার অন্যতম সেরা এবং সহজ উপায় প্রদান করে।

- একটি পিভট হলো নির্দিষ্ট দামের স্তর যেখানে শেয়ার বা ফরেক্স পেয়ার বা ইনস্ট্রুমেন্ট ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে ভারসাম্যে থাকে।
- এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থল যেখানে ক্রেতা এবং বিক্রেতারা ভবিষ্যতের প্রাইস অ্যাকশন নির্ধারণের জন্য লড়াই করতে পারেন।

- তাই একটি পিভট হলো এমন একটি স্তর যেখান থেকে আপনি দামের দিকনির্দেশক মুভ পূর্বাভাস দিতে পারেন।
- পিভট রেঞ্জ হলো সেই জায়গা যেখানে মার্কেট সম্ভবত সাপোর্ট খুঁজে পাবে বা রেজিস্ট্যান্সের মুখোমুখি হবে। যদি মার্কেট পিভট রেঞ্জ ভেঙে যেতে পারে, তবে মার্কেট সম্ভবত সেই দিকেই একটি বড় মুভ করবে।



চিত্র ৭.১ নিফটির ইন্ট্রাডে চার্টে দৈনিক পিভট, যা প্রাইস অ্যাকশন পূর্বাভাসকে প্রদর্শন করছে।

পিভট ট্রেন্ড অ্যানালাইসিস

আমার ট্রেডিং ক্যারিয়ারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ঘটেছিল যখন আমি প্রথম পিভট পয়েন্টস এবং সেন্ট্রাল পিভট রেঞ্জের শক্তি আবিষ্কার করি। **Franck Ochoa** লিখিত "**Secrets of Pivot Boss**" বইটি পড়ার পর আমি প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডিং সম্পর্কে আরও স্পষ্টতা পাই। তার আগে আমি শুধু চার্ট প্যাটার্ন এবং ক্যান্ডেলস্টিক কম্বিনেশন দিয়ে ট্রেড করতাম। একবার **CPR** অধ্যয়ন করার পর আমার সঠিক ট্রেডিং দিকনির্দেশনা এবং চিন্তাভাবনা পরিবর্তিত হয়। আমি অনুভব করলাম যে আমি অবশেষে অভিজ্ঞ ট্রেডারদের সাথে একীভূত হয়েছি।

অনেক ট্রেডার এবং প্রাতিষ্ঠানিক মার্কেট অংশগ্রহণকারীরা দীর্ঘ সময় ধরে মার্কেট আয়ত্ত করতে এই পিভটগুলো ব্যবহার করছেন। **Larry Williams** ১৯৭৯ সালে তার বই **How I Made One Million Dollars Last Year Trading Commodities** এ এটি অন্তর্ভুক্ত করে ফর্মুলাটিকে পুনরায় জনপ্রিয় করেন। তিনি "**Pivot Price Formula**"

বর্ণনা করেছিলেন যা তিনি ব্যবহার করতেন পরের দিনের সম্ভাব্য উচ্চ বা নিম্ন নির্ধারণ করতে। বিশ্বের অনেক সফল ট্রেডার পিভট ব্যবহার করেছেন এবং এমনকি তাদের প্রিয় ইন্ডিকেটরের সাথে মিলিয়ে অনেক ইন্ডিকেটরে একত্রিত করেছেন।

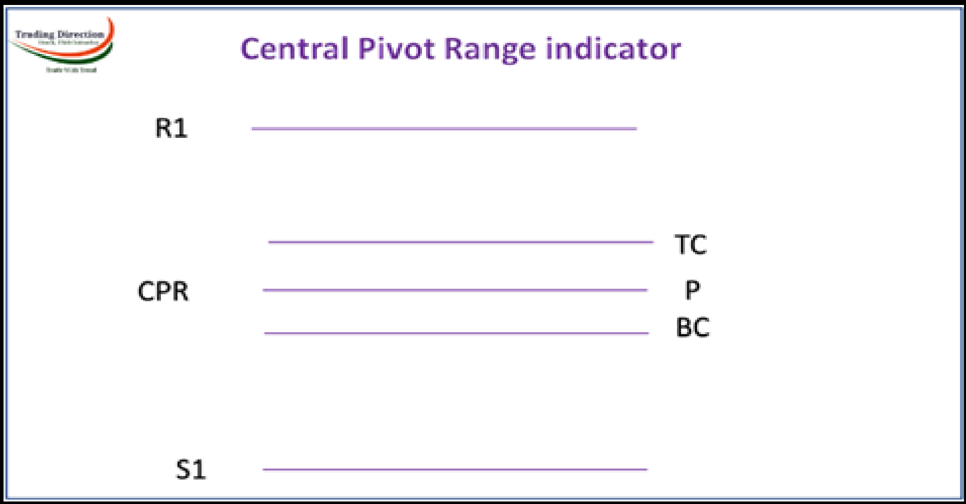
সেন্ট্রাল পিভট রেঞ্জ হলো অত্যন্ত প্রভাবশালী প্রাইস-ভিত্তিক সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল যা পূর্ববর্তী সময়ের উচ্চ, নিম্ন এবং ক্লোজ ব্যবহার করে গণনা করা হয়।

CPR প্রি-মার্কেট এনালাইসিস এবং প্রস্তুতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, পাশাপাশি লাইভ মার্কেট সময়েও। আগামীর দিনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সময় আপনাকে আসন্ন দিনের **CPR**-এর উপর মনোযোগ দিতে হবে, সাথে কয়েকটি পূর্ববর্তী দিনের **CPR** মিলিয়ে দেখতে হবে। এটি আপনাকে ধারণা দেবে পিভটগুলো ক্রমশ উপরে উঠছে নাকি নিচে নামছে, এবং পিভটের প্রস্থ কয়েক দিনের মধ্যে সংকুচিত হচ্ছে নাকি বাড়ছে।

সেন্ট্রাল পিভট রেঞ্জ ফর্মুলা :

TC = (**Pivot** – **BC**) + **Pivot Pivot**
= (**High** + **Low** + **Close**)/**3 BC**
= (**High** + **Low**)/**2**

এই ফর্মুলাটি আমি নিয়েছি **Secrets of Pivot Boss** বই থেকে, লেখক **Frank Ochoa**।



চিত্র ৭.২ সেন্ট্রাল পিভট রেঞ্জ লিডিং ইন্ডিকেটর

এই পিভটগুলো এত অসাধারণভাবে সঠিক হওয়ার প্রধান কারণ হলো একটি সাধারণ সত্য যে মার্কেট মেকাররা এই গুরুত্বপূর্ণ স্তরগুলো পর্যবেক্ষণ করছে এবং এর উপর কাজ করছে। সেন্ট্রাল পিভট মার্কেটকে দেখার একটি চমৎকার উপায় প্রদান করে। বিনিয়োগকারী এবং ট্রেডারদের মনস্তত্ত্ব এবং মানুষের ধরণ দশকের পর দশক একই রকম রয়েছে—ভয়, লোভ, আশা এবং অনিশ্চয়তার কারণে।

মার্কেটের দিকনির্দেশনায় পিভট রেঞ্জ
পিভট রেঞ্জ মার্কেটের দিকনির্দেশনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি মার্কেট সফলভাবে পিভট রেঞ্জ ভেঙে যায়, তবে এর পিছনে যথেষ্ট শক্তি থাকবে একটি বড় মুভ করার জন্য। একইভাবে, যদি মার্কেট পিভট রেঞ্জের উপরে থাকে এবং নিচের দিকে নামে, তবে এটি সেই স্তরে সাপোর্ট পাবে। যদি মার্কেট সেই সাপোর্ট ভেঙে দেয়, তবে এর পিছনে যথেষ্ট শক্তি থাকবে একটি বড় নিম্নমুখী মুভ করার জন্য।

পিভট উইডথ অ্যানালাইসিস

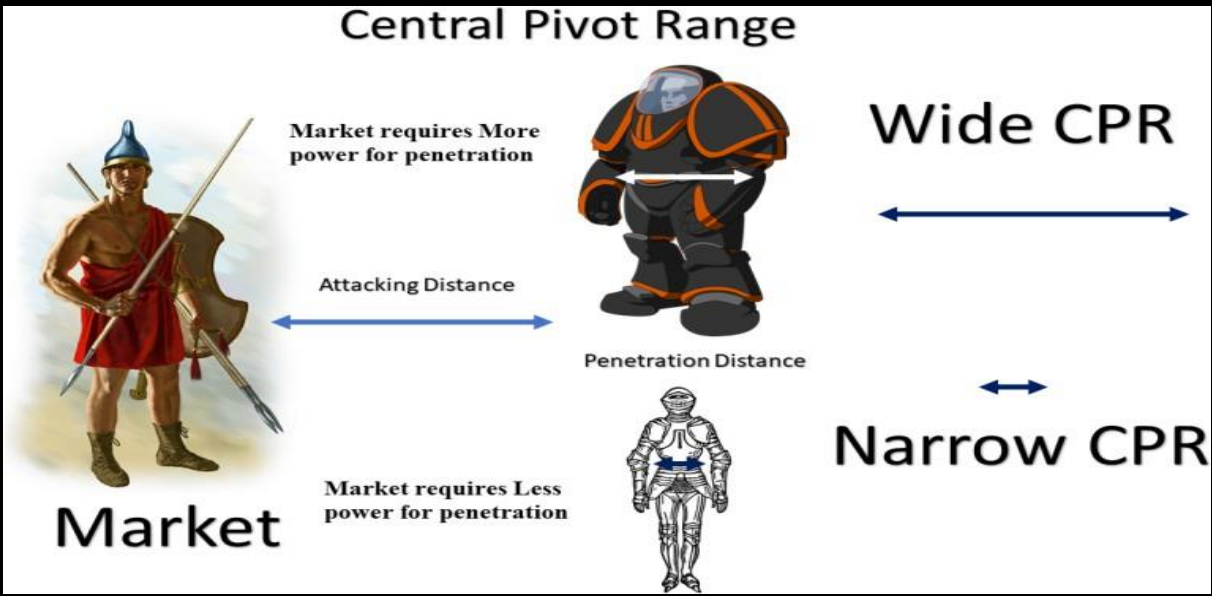
পিভট উইডথ এনালাইসিস একটি সহজ কিন্তু শক্তিশালী ধারণা। পিভট উইডথ মার্কেটের আচরণ পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই এনালাইসিস আপনাকে নির্দিষ্ট ধরনের ট্রেডিং পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত হতে এবং পিভটের প্রস্থের উপর নির্ভরশীল নির্দিষ্ট এক্সিট পদ্ধতি ব্যবহার করতে সাহায্য করে। অস্বাভাবিকভাবে প্রশস্ত পিভট উইডথ সাধারণত সাইডওয়ে ট্রেডিং কার্যকলাপের দিকে নিয়ে যায়, আর অস্বাভাবিকভাবে সংকীর্ণ পিভট উইডথ সাধারণত ব্রেকআউট এবং ট্রেন্ডিং আচরণ তৈরি করে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হলো "অস্বাভাবিকভাবে," অর্থাৎ পিভটগুলো অস্বাভাবিকভাবে প্রশস্ত বা সংকীর্ণ। যখন পিভটের প্রস্থ অস্বাভাবিকভাবে প্রশস্ত বা সংকীর্ণ হয়, তখন দামের আচরণ পূর্বাভাস দেওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। যদি পিভট উইডথ গড় আকারের হয়, তবে কোনো সঠিক আচরণগত সংকেত নির্ভুলভাবে উপসংহারে আনা যায় না। তাই আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ পিভট উইডথ বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝার ক্ষেত্রে সুসংগঠিত এবং সৎ হতে হবে। প্রশস্ত সেন্ট্রাল পিভট রেঞ্জ আমাদেরকে একটি ট্রেডিং রেঞ্জ বা সাইডওয়ে ডে পরিস্থিতি অনুমান করতে দেয়, যা আমাদেরকে হয় পাশে বসে থাকতে অথবা যৌক্তিক স্টপ এবং কাছাকাছি টার্গেট দিয়ে স্বল্পমেয়াদি ইন্ট্রাডে বাউন্স ট্রেড করতে অনুমতি দেয়।

প্রথম দিনের শান্ত ট্রেডিং আচরণ দ্বিতীয় দিনের জন্য অত্যন্ত সংকীর্ণ পিভট উইডথ তৈরি করেছিল, যা মূলত একটি বিস্ফোরক ব্রেকআউট মুভের দিকে নিয়ে যায়। দ্বিতীয় দিনের ব্রেকআউট কার্যকলাপ তৃতীয় দিনের জন্য অস্বাভাবিকভাবে প্রশস্ত পিভট তৈরি করেছিল যা সাইডওয়ে মুভমেন্টকে উস্কে দেয়। এটি কোনো রকেট বিজ্ঞান নয়।

কখনো কখনো মার্কেট প্রত্যাশিতভাবে আচরণ করবে না, তবে একটি কর্মপন্থার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া আপনাকে জানতে সাহায্য করে মার্কেট স্ক্রিপ্ট অনুসরণ করছে নাকি স্ক্রিপ্ট মিশ্রিত করছে।

গ্রেট ট্রেডারদের লাভ বড় হতে হয় না; শুধু সেই লাভগুলো সহজ এবং শান্তিপূর্ণ হতে হয়।

এখানে একটি চিত্র আছে যা সেন্ট্রাল পিভট রেঞ্জের প্রস্থের ধারণা ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করতে পারে। একটি মোটা মানুষকে পাশ থেকে দাঁড়িয়ে আছে কল্পনা করুন। তার পেট এবং মেরুদণ্ডের মধ্যে দূরত্বই হলো পিভট রেঞ্জ। এখন কল্পনা করুন মার্কেট একটি অস্ত্র (বর্শা)। যদি মানুষটি একটি ঢালের পোশাক পরে থাকে, তবে সেই তলোয়ার তার পেটে প্রবেশ করবে না। এটি তার উপর থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যাবে।



চিত্র ৭.৩ মার্কেট উইডথ ইলাস্ট্রেশন

কিন্তু যদি বর্মের পোশাক দুর্বল হয়? এটি ক্ষয়প্রাপ্ত এবং এতে একটি ছিদ্র আছে। সেই ক্ষেত্রে মার্কেটের তলোয়ার বর্ম ভেদ করে মানুষের পেট কেটে ফেলবে। ভেদ করতে কিছুটা প্রচেষ্টা লাগতে পারে, কিন্তু একবার বর্শা বা তলোয়ারের ফলক তার নরম পেটে আঘাত করলে, অন্য পাশে পৌঁছাতে বেশি শক্তি লাগবে না। তখন মানুষটি (সেন্ট্রাল পিভট রেঞ্জ) তার পিঠ থেকে বেরিয়ে আসা একটি বর্শা/তলোয়ার (মার্কেট) নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে!

যদি আপনি একজন ডে-ট্রেডার বা আগ্রহী ট্রেডার হন, তবে আপনি আগের ট্রেডিং দিনের হাই, লো এবং ক্লোজ ব্যবহার করবেন। যদি আপনি দীর্ঘমেয়াদি খেলোয়াড় হন, তবে আপনি দীর্ঘ সময়ের হাই, লো এবং ক্লোজ ব্যবহার করবেন।

কীভাবে ডেইলি পিভট রেঞ্জ ট্রেডিংয়ে ব্যবহার করবেন?

CPR আপনাকে কী বলে? প্রথমত, মার্কেটের অন্তর্নিহিত মনোভাব বা সেন্টিমেন্ট। এটি জানা যায় আগের ট্রেডিং দিনের ক্লোজকে আজকের পিভট রেঞ্জের সাথে তুলনা করে। যদি আগের দিনের ক্লোজ আজকের ডেইলি পিভট রেঞ্জের উপরে থাকে, তবে এটি আজকের ট্রেডের জন্য বুলিশ হিসেবে বিবেচিত হবে। যদি এটি ডেইলি পিভট রেঞ্জের নিচে ক্লোজ হয়, তবে এটি একটি বিয়ারিশ ট্রেডিং দিন হিসেবে বিবেচিত হবে।

আজকের হাই, লো এবং ক্লোজ আগামীকালের ডেইলি পিভট এবং ডেইলি পিভট রেঞ্জ নির্ধারণ করে। মার্কেট আগের দিন কোথায় স্থাপিত হয়েছিল তার উপর নির্ভর করে, ডেইলি পিভট রেঞ্জ হয় সাপোর্ট (ক্লোজের নিচে) অথবা রেজিস্ট্যান্স (ক্লোজের উপরে) হবে। যদি মার্কেট ডেইলি পিভট রেঞ্জের মধ্যে স্থাপিত হয়, তবে এটি নিরপেক্ষ হবে।

মনে রাখবেন, CPR সিস্টেমটি সিমেট্রিক্যাল। যা উপরের দিকে কাজ করে, তা একইভাবে নিচের দিকেও কাজ করে।

পিভটের বিপরীত ভূমিকা

উপসংহারে, পিভট লেভেলগুলো আসলে সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স ছাড়া আর কিছু নয়, ভেঙে গেলে তারা তাদের ভূমিকা উল্টে দেয়। দৈনিক পিভট লেভেলগুলো সাধারণত ভূমিকা উল্টে দেয়। যেমন কোনো রেজিস্ট্যান্স একবার ভেঙে গেলে তা পুল-ব্যাকের সময় সাপোর্টে পরিণত হয়।

সেরা পিভট রেঞ্জ ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি

চলুন কিছু নির্দিষ্ট স্ট্র্যাটেজি দেখি যা কেবল পিভট রেঞ্জ ব্যবহার করে। সেন্ট্রাল পিভট রেঞ্জে ট্রেডিং করা মানে মূল রেঞ্জে ট্রেডিং করা। এটি একটি নিরপেক্ষ এলাকা যতক্ষণ না মার্কেট বের হয়ে **CPR**-এর উপরে বা নিচে ক্লোজ করে।

আমরা আমাদের স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণ করেছি মার্কেটের পিভট রেঞ্জের চারপাশের মুভমেন্ট বা মোমেন্টামের উপর ভিত্তি করে। যদি মার্কেট পিভট রেঞ্জ ভেদ করতে পারে, আমরা একটি

শর্ট বা লং পজিশন/বায়াস স্থাপন করেছি। যদি এটি সাপোর্ট পিভট রেঞ্জ ভেদ করে, আমরা বিক্রেতা হয়েছি; যদি এটি রেজিস্ট্যান্স ভেদ করে, আমরা ক্রেতা হয়েছি।

CPR প্লাস এবং CPR মাইনাস ডে

সেন্ট্রাল পিভট রেঞ্জ থেকে তৈরি একটি অতিরিক্ত ধারণা হলো **CPR** প্লাস এবং **CPR** মাইনাস ডে। এটি একটি সাধারণ স্কোরিং যা মার্কেট অতীতে কেমন পারফর্ম করেছে তার উপর ভিত্তি করে। আমি এটিকে পিভটে একটি মান প্রদান বলা হয়।

- যদি মার্কেট পিভটের নিচে ওপেন করে কিন্তু উপরে ক্লোজ করে, এটি একটি প্লাস ডে — **Opening trade Range < Central Pivot Range < Close price = Plus Day**
- যদি মার্কেট পিভটের উপরে ওপেন করে কিন্তু নিচে ক্লোজ করে, তবে এটি একটি মাইনাস ডে — **Opening price Range > Pivot Range > Close price = Minus Day**

অন্য সবকিছু হলো একটি নিরপেক্ষ দিন।

সেন্ট্রাল পিভট ইন্ট্রাডে ট্রেডিংয়ের জন্য চমৎকারভাবে কাজ করে।
সেন্ট্রাল পিভট রেঞ্জ (**CPR**) ট্রেড সেটআপ করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রাইস পয়েন্ট চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। আগের দিনের ডেটা সাধারণত ডে ট্রেডাররা ব্যবহার করেন। সুইং ট্রেডাররা আগের সপ্তাহের ডেটা ব্যবহার করে পরবর্তী সপ্তাহের পিভট পয়েন্ট হিসাব করেন। পজিশনাল ট্রেডাররা প্রতি মাসে এই পয়েন্টগুলো হিসাব করেন। আমরা অধ্যায় ৮-এ সেন্ট্রাল পিভট রেঞ্জের উপর ভিত্তি করে ৬টি ডে ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি শিখব। এই বইয়ের অংশ ১-এ, বাকি অংশ ২-এ কভার করা হবে।

CPR হলো মার্কেট এনালাইসিসের একটি আধুনিক টুল। তবে পিভট পয়েন্টগুলোকে আপনার প্রিয় ইন্ডিকেটর যেমন মুভিং অ্যাভারেজ, ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন ইত্যাদির সাথে ব্যবহার করাই সবচেয়ে ভালো। এটি ট্রেডারের দক্ষতা এবং সক্ষমতার উপর নির্ভর করে, এবং তিনি কীভাবে দুটি ফ্যাক্টর ব্যবহার করে এনালাইসিস করেন। **CPR** ব্যবহার করে ট্রেন্ড এনালাইসিস করা খুবই সহজ।

মুভিং অ্যাভারেজ (MA)

মুভিং অ্যাভারেজ দাম সম্পর্কিত তথ্যকে মসৃণ করে একটি ট্রেন্ড ফলোয়িং ইন্ডিকেটর তৈরি করে। তারা বর্তমান দিক নির্দেশ করে, যদিও তারা অতীত দামের উপর ভিত্তি করে হওয়ায় কিছুটা পিছিয়ে থাকে। **MA** দামকে মসৃণ করে নয়েজ দূর করে। এগুলো অনেক অন্যান্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটরে ব্যবহার করা হয় যেমন **Bollinger Bands**, **MACD** এবং কিছু **Oscillators**।

এই মুভিং অ্যাভারেজ জোনগুলো ট্রেন্ডের দিক চিহ্নিত করতে বা সম্ভাব্য সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল নির্ধারণ করতে ব্যবহার করা যায়। সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত দুটি মুভিং অ্যাভারেজ হলো **Simple Moving Average** (**SMA**) এবং **Exponential Moving Average** (**EMA**)।

মুভিং অ্যাভারেজ কীভাবে হিসাব করা হয়?

একটি সিম্পল মুভিং অ্যাভারেজ নির্দিষ্ট সংখ্যক সময়ের জন্য কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট বা শেয়ারের গড় দাম দ্বারা হিসাব করা হয়। মুভিং অ্যাভারেজ ক্লোজিং প্রাইসের উপর ভিত্তি করে হয়; উদাহরণস্বরূপ, একটি ২০ সিম্পল মুভিং অ্যাভারেজ হলো ২০ ক্যান্ডেলের ক্লোজিং প্রাইসের যোগফলকে ২০ দিয়ে ভাগ করা। এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং অ্যাভারেজ (**EMA**) বিলম্ব কমায় কারণ এটি সাম্প্রতিক দামের উপর বেশি ওজন প্রয়োগ করে। অবশ্যই, দীর্ঘমেয়াদি মুভিং অ্যাভারেজ ধীর এবং পরিবর্তন হতে সময় নেয়। একটি ২০০-ক্যান্ডেল মুভিং অ্যাভারেজকে ৫-মিনিট ক্যান্ডেলস্টিক টাইমফ্রেমে পরিবর্তন করতে বড় এবং দীর্ঘমেয়াদি দাম পরিবর্তন প্রয়োজন হয়।

এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং অ্যাভারেজ সাধারণত কম ল্যাগ করে এবং তাই সাম্প্রতিক দামের পরিবর্তনের প্রতি বেশি প্রতিক্রিয়াশীল হয়। এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং অ্যাভারেজ সাধারণত সিম্পল মুভিং অ্যাভারেজের আগে ঘুরে যায় ডেটার ভিত্তিতে।

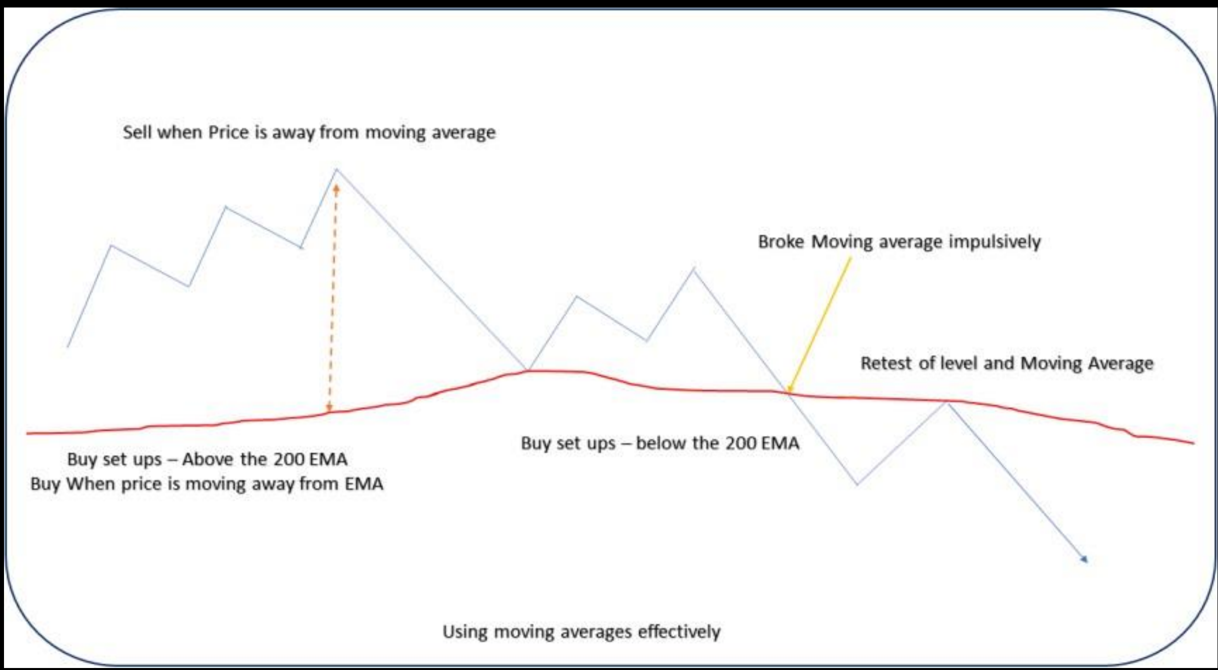
নতুন ট্রেডারের জন্য মুভিং অ্যাভারেজ ব্যবহার করে ট্রেন্ড চিহ্নিত করা সহজ। আমি কিছু স্ট্র্যাটেজি দিচ্ছি। মুভিং অ্যাভারেজের ঢাল এনালাইসিস করে বর্তমান ট্রেন্ড নির্ধারণের ক্ষেত্রে এগুলো সবসময়ই একটি ভালো নির্দেশক।

২০ মুভিং অ্যাভারেজ কি বাড়ছে নাকি কমছে?

দাম কি ২০০ মুভিং অ্যাভারেজের উপরে নাকি নিচে?

২০**ma** কি ২০০**ma**-এর উপরে?

যদি মার্কেট খুব বেশি অস্থির হয়, তখন মুভিং অ্যাভারেজ অনেক সময় বিষয়গুলো মসৃণ করতে সাহায্য করে এবং মার্কেটে কী ঘটছে তার একটি পরিষ্কার ধারণা দেয়। দাম মুভিং অ্যাভারেজের উপরে এবং নিচে চলে। এটি মোমেন্টাম কোথায় আছে তারও ইঙ্গিত দেয়। এটি সাহায্য করে মার্কেট বিয়ার নাকি বুল তা চিহ্নিত করতে। ঢালযুক্ত মুভিং অ্যাভারেজ একটি ট্রেন্ডিং মার্কেটের সংকেত।



চিত্র ৭.৪ ডে ট্রেডিংয়ে মুভিং অ্যাভারেজ কীভাবে ব্যবহার করবেন

মুভিং অ্যাভারেজ কীভাবে ব্যবহার করবেন?

ইন্ট্রাডে ট্রেডিংয়ে ৫ মিনিট টাইম ফ্রেমে, যদি দাম ২০০ মুভিং অ্যাভারেজের উপরে থাকে, আপনি ধরে নিতে পারেন মার্কেট বুলিশ। কারণ ক্রেতারা গড় দামের উপরে শেয়ার কিনতে বেশি আগ্রহী। যদি দাম ২০০ মুভিং অ্যাভারেজের নিচে থাকে, আপনি অনুমান করতে পারেন মার্কেট বিয়ারিশ বা ডাউনট্রেন্ডে আছে।

আমরা মুভিং অ্যাভারেজকে ব্যবহার করি এটিকে ডায়নামিক রেজিস্ট্যান্স/সাপোর্ট হিসেবে দেখে।

ডায়নামিক সাপোর্ট – যখন দাম মুভিং অ্যাভারেজের উপরে থাকে এবং তার কাছে আসে, তখন ২০ এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং অ্যাভারেজ জোনগুলো সাপোর্ট বেস হিসেবে কাজ করে যেখানে দাম সম্ভাব্যভাবে বাউন্স করতে পারে।

ডায়নামিক রেজিস্ট্যান্স – যখন দাম মুভিং অ্যাভারেজের নিচে থাকে, তখন দাম ২০ EMA-তে আসে এবং এটি এক থেকে দুইবার ডায়নামিক রেজিস্ট্যান্স হিসেবে কাজ করে।

বিয়ারিশ থেকে বুলিশে (বা উল্টোভাবে) পরিবর্তন

মুভিং অ্যাভারেজ ডায়নামিক সাপোর্ট/রেজিস্ট্যান্স হিসেবে কাজ করার সবচেয়ে সম্ভাব্য মুহূর্তগুলোর একটি হলো যখন দাম মুভিং অ্যাভারেজ ভেদ করে এবং তারপর সেটিকে পুনরায় পরীক্ষা করে বা সেই স্তরে ফিরে আসে। অন্য কনফ্লুয়েন্সগুলোও একই সংকেত দিলে রিটেস্টে এন্ট্রি নেওয়া সম্ভব। যেমন সেন্ট্রাল পিভট রেঞ্জ বা প্রাইস অ্যাকশন – ডিমান্ড এবং সাপ্লাই জোন। অনেকবার অনুশীলনের পর আপনার আত্মবিশ্বাসের স্তর বৃদ্ধি পাবে।

ডে ট্রেডিংয়ে আমরা কোন মুভিং অ্যাভারেজ ব্যবহার করি?

২০ (চার্টে নীল রঙের লাইন) এবং ২০০ (চার্টে লাল রঙের লাইন) এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং অ্যাভারেজ।



চিত্র ৭.৫ মুভিং অ্যাভারেজ ২০ EMA এবং ২০০ EMA

আমি এই অধ্যায় লিখছি ১৪ জুলাই ২০২১-এ. আমি একই দিনের উদাহরণ দিয়েছি. লাল লাইন – ২০০ এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং অ্যাভারেজ. নীল লাইন – ২০ এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং অ্যাভারেজ। প্রথম রিট্রেসমেন্টের জন্য ২০ **EMA** ব্যবহার করুন। এটি বেশিরভাগ সময় কাজ করে. প্রয়োগের আগে অনুশীলন এবং ব্যাক টেস্ট করুন।

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ২০০ পিরিয়ড মুভিং অ্যাভারেজ

ইন্ট্রাডে ট্রেডিং হলো সম্ভাবনার জগৎ। এনালাইসিসের কয়েকটি ফলাফল আছে যা ট্রেডাররা মিলিয়ে নিতে পারেন। ট্রেডাররা তা স্বীকার করেন এবং নিয়ম মেনে চলেন যা আমাদেরকে সেই জায়গায় রাখে যেখানে সম্ভাবনা ট্রেডারের পক্ষে থাকে।

একটি উদাহরণ হলো ২০০-পিরিয়ড মুভিং অ্যাভারেজ এবং এর প্রভাব—সবচেয়ে শক্তিশালী র‍্যালি থামানো. দ্রুত পতনশীল শেয়ারকে সাপোর্ট দেওয়া. এবং একবার ভেদ করলে শেয়ারকে নতুন উচ্চতা বা নিম্নতায় ঠেলে দেওয়া। ইন্ট্রাডে ট্রেডারের জন্য আমরা ৫- এবং ১৫-মিনিট চার্টে ২০ এবং ২০০-পিরিয়ড মুভিং অ্যাভারেজ ব্যবহার করি সর্বোত্তম ফলাফলের জন্য।

মুভিং অ্যাভারেজ. ২০ M.A.-এর শক্তি

ইন্ট্রাডে ট্রেডাররা ৫- এবং ১৫-মিনিট চার্টে নির্ভর করেন। এই দুই চার্টে প্রধান মুভিং অ্যাভারেজ হলো ২০ এবং ২০০. সাথে সেন্ট্রাল পিভট রেঞ্জ। আমরা এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং অ্যাভারেজ ব্যবহার করি কারণ আমরা এগুলো ব্যাক-টেস্ট করেছি।

ঢালযুক্ত ২০ **EMA** সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স হিসেবে কাজ করে। যখন ২০ **EMA** সমতল থাকে তখন এর কোনো ব্যবহার নেই বা দাম রেঞ্জ-বাউন্ডে ট্রেড করে।

আপনি হয়তো জিজ্ঞাসা করবেন কেন এই লাইন চার্টে গুরুত্বপূর্ণ? কেন শেয়ারগুলো এদের প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখায়? এটা কি শুধু সবাই এগুলো দেখছে বলে? হ্যাঁ. বেশিরভাগ প্রাতিষ্ঠানিক খেলোয়াড় তাদের অবস্থান গড় করেন এবং দাম এই স্তরে পৌঁছালে পদক্ষেপ নেন।

কারণ ১) ২০০-পিরিয়ড মুভিং অ্যাভারেজ বেশিরভাগ ট্রেডার এবং বিনিয়োগকারীরা লক্ষ্য করেন। এটি প্রায়ই 'আপট্রেন্ড' এবং 'ডাউনট্রেন্ড'-এর মধ্যে বিভাজন রেখা হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই. যখন কোনো শেয়ার ২০০-পিরিয়ড মুভিং অ্যাভারেজে ফিরে আসে. অনেকেই এটিকে কেনার সুযোগ হিসেবে দেখেন।

দ্বিতীয় কারণ হলো মুভিং অ্যাভারেজের নকশার প্রকৃতির কারণে. মুভিং অ্যাভারেজ একটি 'টাইমিং মেকানিজম' হিসেবে কাজ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ. কোনো শেয়ার ওপেনে গ্যাপ আপ করে। এটি ধীরে ধীরে ফিরে আসে। শক্তিশালী সূচক বা শেয়ার ধীরে ধীরে ফিরে আসবে এবং শেষ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুভিং অ্যাভারেজে সাপোর্ট খুঁজে পাবে। খুব শক্তিশালী সূচক বা শেয়ার পাশের দিকে ভিত্তি তৈরি করবে এবং 'সময় ধরে সংশোধন' করবে। যদি আপনার মনে প্রশ্ন থাকে কখন দাম 'সংশোধন' করছে এবং কখন এগিয়ে যাওয়ার সময়? অভ্যাসগতভাবে. দ্রুততর মুভিং অ্যাভারেজ. অর্থাৎ ২০. তার উত্তর দেয়।



চিত্র ৭.৬ ব্যাংক নিফটি ইনডেক্স ৫ মিনিট চার্ট

উদাহরণস্বরূপ. চিত্র ৪.৩ দেখুন—সেদিন ব্যাংক নিফটি গ্যাপ আপ হয়েছিল। চার্টে আপনি দেখতে পাচ্ছেন. ১৩ তারিখে ওপেন প্রাইস আগের দিনের ক্লোজিং প্রাইসের অনেক উপরে ছিল। তাই ওপেনিংয়ে এই স্টক শক্তিশালী ছিল। আপনি কি ওপেনে এটি কিনবেন? না। আমরা অতিরিক্ত গ্যাপ আপ হওয়া স্টক ওপেনে কিনব না। এটি কতদূর পুলব্যাক করবে? সেটিই হলো যেখানে ২০ পিরিয়ডের ঊর্ধ্বমুখী মুভিং অ্যাভারেজ চলছে। সকালে. শক্তিশালী স্টকগুলো পুলব্যাক করলে সাধারণত ৫ মিনিট চার্টে ঊর্ধ্বমুখী ২০ পিরিয়ড মুভিং অ্যাভারেজে সাপোর্ট খুঁজে পায়। লক্ষ্য করুন. সকাল ১০:৫৫-এ এটি ২০ **EMA**-এর সাপোর্ট নিয়েছিল।

মনে রাখবেন. একটি মুভিং অ্যাভারেজ 'এন্ট্রি' পয়েন্ট নয়। এটি আপনাকে এন্ট্রির জন্য লক্ষ্য রাখতে বলে। আমি আশা করি এটি আপনাকে কিছু ধারণা দিয়েছে কীভাবে ইন্ট্রাডে চার্ট এবং মুভিং অ্যাভারেজ আপনার ট্রেডিংয়ে সাহায্য করতে পারে। ২০ **EMA** এবং **CPR**-এর উপর ভিত্তি করে লাইভ ট্রেডিং উদাহরণের জন্য **Trading Direction** ইউটিউব চ্যানেল অনুসরণ করুন।

৮ EMA – এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং অ্যাভারেজ

৮ **EMA** ব্যবহার করুন কেবল ব্রেকআউট বা ট্রেন্ডিং মার্কেটের পরে। ডাউনট্রেন্ডে দাম ৮ **EMA** পরীক্ষা করবে এবং নিচে নামবে। আপট্রেন্ডে দাম ৮ **EMA** পর্যন্ত পুলব্যাক করবে এবং উপরে উঠবে।

কীভাবে ট্রেডিংয়ের জন্য মার্কেট এনালাইসিস করবেন?

বর্তমান মার্কেটের ম্যাক্রো এবং মাইক্রো উভয় ধাপ জানুন। কোন স্ট্র্যাটেজি এবং টার্গেট সেই নির্দিষ্ট মার্কেটে প্রযোজ্য হবে, তা প্রতিটি ট্রেডারের দৈনন্দিন রুটিন এনালাইসিসের অংশ হওয়া উচিত।

অনেক ট্রেডার শুধু একটি টাইম ফ্রেমে নির্দিষ্ট প্যাটার্ন খুঁজতে এতটাই জড়িয়ে পড়েন। কিছু ট্রেডার একাধিক টাইম ফ্রেম দেখার ধারণাই জানেন না। উচ্চ সম্ভাবনার ট্রেডিংয়ের জন্য, আপনার চাই উভয় 'ম্যাক্রো' টাইম ফ্রেম এবং 'মাইক্রো' টাইম ফ্রেম একই দিকে নির্দেশ করে।

প্রতিদিন কী করবেন তার একটি পরিকল্পনা থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনার মানি ম্যানেজমেন্ট পরিমাপ করা এবং অনিশ্চিত অবস্থায় কতটা ঝুঁকি নেওয়া উচিত তা নির্ধারণ করা দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি উভয় অ্যাকাউন্টে সফল ট্রেডিংয়ের জন্য জরুরি।

এটি লক্ষ্য রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে একটি আপট্রেন্ডেও অনেক ডাউন ডে থাকবে, এবং একটি ডাউনট্রেন্ডেও অনেক আপ ডে থাকবে। পুলব্যাক শুধু স্বাভাবিক নয়, এটি একটি ট্রেন্ডের স্বাস্থ্যকর অংশ। যখন আপনি এই মুভমেন্টগুলো বোঝা শিখবেন তখন অর্থ উপার্জন করা সম্ভব। ঠিক এটিই একটি মুভিং অ্যাভারেজ লাইন করে। একবার আপনি কীভাবে পড়তে হবে, পড়তে হবে এবং মুভিং অ্যাভারেজ ব্যবহার করতে হবে তা বুঝে গেলে আপনি মার্কেটে মিলিয়ন আয় করতে পারবেন, এটি একটি খুবই সাধারণ টুল।

বেশিরভাগ ট্রেডিং সফটওয়্যার বা ডিজাইন করা ট্রেডিং অ্যালগরিদমিক প্রোগ্রাম **CPR** টুলকে স্বাভাবিক হিসেবে বিবেচনা করে। একবার আপনি বুঝে গেলে কখন এবং কীভাবে এটি ব্যবহার করতে হবে, তখন মার্কেটের পরবর্তী মুভ বা আপনার নিজের বিষয়ে বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো কারণ থাকবে না। একটি মুভিং অ্যাভারেজ নয়েজ কেটে দেয়, অর্থাৎ মার্কেটের এলোমেলো পরিবর্তনগুলো, একটি নির্দিষ্ট টাইমফ্রেমে দামের গড় মান দিয়ে।

একবার চার্টে মুভিং অ্যাভারেজ প্লট করলে, আপনার লক্ষ্য হওয়া উচিত সেগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার এবং ব্যাখ্যা করা — এবং অর্থ উপার্জন করা।

ছয়টি গোপন ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি ও প্যাটার্ন

এখানেই বইয়ের মূল অংশ, অনুশীলন হিসেবে, আমি আমার ৬টি ট্রেডিং প্যাটার্ন এবং স্ট্র্যাটেজি প্রকাশ করার আগে, আমি একটি দৃষ্টিভঙ্গি শেয়ার করতে চাই যাতে নিচের বিষয়গুলো সব ট্রেডারদের (বিশেষ করে নতুনদের জন্য, কারণ যখন কেউ শেয়ার মার্কেটে নতুন হয়, তখন তার ট্রেডিংয়ের জন্য একটি সিস্টেম্যাটিক পদ্ধতি প্রয়োজন) সামনে আসে। আমি মোট ১১টি স্ট্র্যাটেজি অনুশীলন করি, তবে ভলিউম ওয়ানে আমি ৬টি প্যাটার্ন শেয়ার করছি, এবং বাকি প্যাটার্নগুলো আমি ভলিউম টু-তে শেয়ার করব যা শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

কিন্তু এমন কোনো পরিকল্পনা আছে কি যা ১০০% বিজয়ের হার দিতে পারে?? না, তাই আপনাকে এটি মনে রাখতে হবে। ট্রেডিং হলো একটি সম্ভাবনার খেলা, নিশ্চিততা নয়। আপনার ট্রেডিং ক্যারিয়ার শুরু করার আগে সম্ভাবনার মানসিকতা রাখতে হবে। ট্রেডাররা সবসময় উইনিং রেশিও হিসাব করে। ধরুন আপনি ১০টি ট্রেডের মধ্যে ৭টিতে লাভ করেছেন, তাহলে আপনার উইনিং রেশিও হলো ৭০%।

মনে রাখার বিষয়সমূহ

১ - এই ৬টি ডে ট্রেডিং প্যাটার্ন উচ্চ সম্ভাবনাময় প্যাটার্ন (প্রতিবার কাজ করবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই, তাই সিস্টেমে সুরক্ষা থাকা আবশ্যক)। ট্রেডিংয়ে কেবল উচ্চ সম্ভাবনা এবং নিম্ন সম্ভাবনার সেটআপ থাকে, তাই নিম্ন সম্ভাবনার সেটআপ এড়িয়ে চলাই ভালো এবং কেবল উচ্চ সম্ভাবনার সেটআপে কঠোর স্টপ লস দিয়ে ট্রেড করুন। ৩ - স্ব-অধ্যয়ন এবং অনুশীলন এই প্যাটার্নগুলো বোঝার জন্য এবং ট্রেডিংয়ে আত্মবিশ্বাস অর্জনের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

মার্কেট খোলার আগে চার্ট প্রস্তুত করুন

১ - আগের দিনের হাই/লো (**PDH/PDL**), আগের দিনের টার্নিং পয়েন্টগুলো মার্ক করুন (৫ মিনিট **TF** দেখুন)। এটি ট্রেডিং ভিউতে ট্রেডিং ডিরেকশন ইন্ডিকেটরের **CPR**-এ ডিফল্ট থাকে। যদি আপনি এর স্ক্রিপ্ট চান তবে অনুরোধ করুন **indianpivotboss@gmail.com** এ।

২ - আগের কয়েকটি সেশনে যদি কোনো উল্লেখযোগ্য সাপ্লাই/ডিমান্ড জোন থাকে যা রেজিস্ট্যান্স এবং সাপোর্ট হতে পারে, তা মার্ক করুন। (টাইমফ্রেম যেকোনো হতে পারে যেমন ৫ মিনিট থেকে ১৫ মিনিট)

৩ - আগের গুরুত্বপূর্ণ সুইং হাই/লো এবং ডেইলি টাইম ফ্রেমে **GAP** মার্ক করুন। (শুধু ডেইলি **TF** দেখুন)

৪ - একটি ইনডেক্সের জন্য ২ মিনিট এবং ৫ মিনিট টাইমফ্রেম এক স্ক্রিনে ব্যবহার করুন ট্রেডের জন্য ভালো স্পষ্টতা পেতে স্ক্যালপিংয়ে।

নিফটি এবং ব্যাংক নিফটি একসাথে চলার সম্ভাবনা কম, তবে একই সময়ে একসাথে চলার হার কম। তাই, আপনাকে স্বাধীনভাবে ট্রেড নিতে হবে। আপনার নিফটির মুভ ব্যাংক নিফটির ট্রেডিং সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করা উচিত নয়।

(সবশেষে মনে রাখবেন, যদি মার্কেটে কোনো ইভেন্ট/নিউজ থাকে তবে এই লেভেলগুলো সঠিকভাবে কাজ নাও করতে পারে, কারণ তখন মার্কেটে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বেশি থাকে)

ছয়টি গোপন প্যাটার্ন এবং ট্রেডিং প্যাটার্ন ও স্ট্র্যাটেজি

ইতিহাস নিজেকে পুনরাবৃত্তি করে এবং শেয়ার ট্রেডিং প্যাটার্নও তাই করে! আচ্ছা, আমি আপনাদের কিছু অত্যন্ত শক্তিশালী ট্রেডিং প্যাটার্ন **impart** করতে যাচ্ছি যা নিশ্চিতভাবে আপনাকে বড় এবং নির্ভরযোগ্য লাভ এনে দেবে! যদি আপনি এমন একটি উপায় খুঁজে পান যা ৮০% সময়ের বেশি কার্যকরভাবে প্যাটার্ন পূর্বাভাস দিতে পারে? এই বিষয়বস্তু কীভাবে আপনার ট্রেডিং লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করবে?

কোনো নিখুঁত প্যাটার্ন নেই, হয়তো আছে, যা আপনাকে ধারাবাহিক লাভ দিতে পারে; তবে, কয়েকটি আছে যেগুলোর খুবই নির্ভরযোগ্য মুভমেন্ট রয়েছে যা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন। এই প্যাটার্নগুলোর সাফল্যের মূল হলো আপনার এন্ট্রি এবং এক্সিট। যদি আপনি এন্ট্রিতে দক্ষ হন, এক্সিটগুলো লাভে পরিণত হবে!

মনে রাখবেন, কখনো কোনো ট্রেডকে "জোর করে" ঘটানোর চেষ্টা করবেন না কারণ আপনি "ভাবছেন" এটি ঘটতে যাচ্ছে। যখন আপনি এই প্যাটার্নে ট্রেড করছেন, তখন আপনাকে কেবল এটি ঘটতে দিতে হবে যাতে তা ইতিবাচক হয়। আপনি এই স্ট্র্যাটেজিগুলো ভারতীয় ইনডেক্স যেমন নিফটি এবং ব্যাংক নিফটির জন্য, ফিউচারস ট্রেডিংয়ে প্রয়োগ করতে পারেন। ফরেক্স মার্কেটে এবং উচ্চ ভলিউম শেয়ারে। তবে আমি আপনাকে অপশনে ডে ট্রেডিং করার পরামর্শ দিই না যদি না আপনি খুব অভিজ্ঞ হন এবং কমিশন কাভার করার

জন্য ৪টির বেশি লট কিনতে পারেন একটি ছোট অপশন প্রাইস মুভে—সেরা ফলাফলের জন্য **.70** বা তার বেশি ডেল্টার অপশন কিনুন। আমি যে সুরক্ষার কথা বলব তা অবশ্যই থাকা উচিত। স্টপ লস কোনো আলোচনার বিষয় নয় এবং অবশ্যই ১০০% ট্রেডিং শৃঙ্খলার সাথে অনুসরণ করতে হবে!

মনে রাখবেন, আপনার এমন সেটআপ থাকবে যা ব্যর্থ হতে পারে, তবে আপনার আরও অনেকগুলো থাকবে যা লাভে পরিণত হবে, তাই ক্ষতির ট্রেড নিয়ে চিন্তা করবেন না।

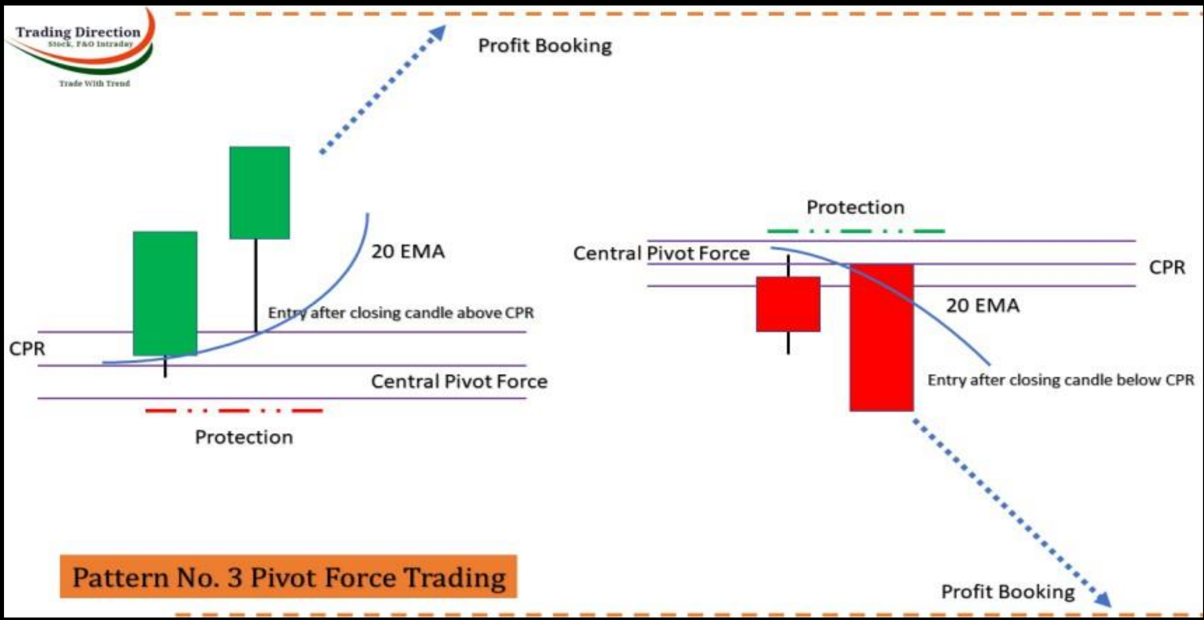
১. পিভট ফোর্স ট্রেডিং
২. **CPR** ব্রেকআউট – কনসোলিডেশনের পর ব্রেকআউট
৩. ১৮০ রিভার্সাল প্যাটার্ন
৪. ওয়াইড ভার্জিন **CPR** ইউ-টার্ন
৫. বুলিশ ক্যান্ডেল ব্রেকআউট
৬. বিয়ারিশ ক্যান্ডেল ব্রেকআউট

এখানে আমরা বিস্তারিতভাবে শিখব প্যাটার্নগুলো সম্পর্কে এবং কীভাবে এগুলো ভালো রিওয়ার্ড-রিস্ক রেশিও দিয়ে ট্রেড করতে হয়।

১ম প্যাটার্ন - পিভট ফোর্স ট্রেডিং

- এই প্যাটার্ন দৈনিক সেন্ট্রাল পিভট রেঞ্জের উপর ভিত্তি করে।
- প্রথম পাঁচ মিনিটের ক্যান্ডেলের শুরু বা উৎস হওয়া উচিত সেন্ট্রাল পিভট থেকে।
- প্রথম ক্যান্ডেলটি বুলিশ বা বিয়ারিশ হতে হবে।
- প্রথম ৫ মিনিটের ক্যান্ডেল ক্লোজ হওয়ার পর এন্ট্রি নিন।
- স্টপ লস পিভটের উপরে বাফারসহ রাখুন।
- আমি দেখেছি দাম সহজেই **PDH/PDL**-এ পৌঁছে যায়, তাই ভালো রিওয়ার্ড-রিস্ক রেশিওর জন্য **PDH/PDL**-এ প্রফিট বুক করা ভালো।
- কখনো কখনো যদি এটি দীর্ঘমেয়াদি ট্রেডের সাথে মিলিত হয় তবে আপনি লাভ ধরে রাখতে পারেন।

🀫 নিচে আমি সর্বোত্তম বোঝার জন্য ছবির উদাহরণ দিয়েছি-



চিত্র ৪.১ পিভট ফোর্স ট্রেডিং গ্রাফিক ভিউ

এই প্যাটার্ন ইন্ট্রাডে ট্রেডিংয়ের জন্য খুবই কার্যকর এবং একটি ট্রেন্ডিং ডে দিতে পারে।
বুলিশ পিভট ফোর্স ট্রেডিংয়ের জন্য, প্রথম ক্যান্ডেল ক্লোজ হওয়ার পর এন্ট্রি নিন, এবং স্টপ লস পিভটের নিচে রাখুন যেমন ছবিতে দেখানো হয়েছে। এখন আমরা ব্যাক টেস্টিংয়ের জন্য ব্যাংক নিফটির ট্রেডিং চার্ট দেখব।



চিত্র ৪.২ নিফটি ব্যাংক পিভট ফোর্স ট্রেডিং – বুলিশ

A. ট্রেডের জন্য এন্ট্রি

B. সেন্ট্রাল পিভটের নিচে সুরক্ষা

C. ২:১ রিওয়ার্ড রিস্ক রেশিওতে প্রফিট বুকিং

চিত্র ৮.২-এ আপনি দেখতে পাচ্ছেন ইনডেক্স ফ্ল্যাট ওপেন করেছে এবং সেন্ট্রাল পিভট রেঞ্জের সাপোর্টে প্রথম সবুজ ক্যান্ডেল তৈরি করেছে। একবার আপনি সবুজ ক্যান্ডেল দেখলে এবং ইনডেক্স **CPR** বা **CPR**-এর কাছ থেকে তার যাত্রা শুরু করলে তখন আপনি লং এন্ট্রি নিতে পারেন। প্রক্রিয়া হিসেবে, আপনাকে সেন্ট্রাল পিভটের নিচে স্টপ লস বজায় রাখতে হবে এবং ২:১ রিওয়ার্ড রিস্ক রেশিওতে প্রফিট বুক করতে হবে।

এই প্যাটার্নের আরেকটি কনফার্মেশন হলো দাম দিনের যাত্রা শুরু করছে ২০ **EMA** থেকে। (নীল লাইন হলো ২০ এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং অ্যাভারেজ)। এবং দাম ২০ **EMA**-এর উপরে রয়েছে, যা ট্রেন্ডের বুলিশনেস নির্দেশ করে।

একবার প্রথম বুলিশ ক্যান্ডেল **CPR** (আগের দিনের গড়) এর উপরে তৈরি হলে অন্যান্য মার্কেট অংশগ্রহণকারীরা ট্রেডে প্রবেশ করে এবং তাই ইনডেক্স খুব দ্রুত চলে যায়। যেহেতু ক্যান্ডেল সেন্ট্রাল পিভট রেঞ্জের সাপোর্ট নিচ্ছে, এটি সেশনের শুরুতে খুব শক্তিশালী সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স।

২০ **EMA**-এর উপরে দাম থাকা ট্রেন্ডের বুলিশনেসের একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত। যদি আপনি স্টপ লস ট্রেইল করতে চান তবে উইকের নিচে স্টপ লস রাখা সবচেয়ে ভালো স্ট্র্যাটেজি। আপনাকে সবসময় প্রশ্ন করতে হবে আজ কি কোনো ট্রেডিং সুযোগ আছে? যদি থাকে তবে এন্ট্রি নিন।

এটি বুলিশ পিভট ফোর্স ট্রেডিংয়ের একটি উদাহরণ। পরবর্তী সময়ে আমরা নিফটির জন্য বিয়ারিশ পিভট ফোর্স ট্রেডিং শিখব। যদি আপনি এই স্ট্র্যাটেজির উপর ভিত্তি করে একটি অ্যালগো ডিজাইন করতে চান তবে **stocktradingdirection@gmail.com**-এ যোগাযোগ করতে পারেন আরও সাহায্যের জন্য। অথবা আপনি ইউটিউব চ্যানেল **Trading Direction** অনুসরণ করতে পারেন।



চিত্র ৮.৩ নিফটি পিভট ফোর্স ট্রেডিং – বিয়ারিশ

A. প্রথম পাঁচ মিনিটের ক্যান্ডেলে এন্ট্রি
B. সেন্ট্রাল পিভটের উপরে সামান্য বাফারসহ সুরক্ষা
C. ২:১ রিওয়ার্ড রিস্ক রেশিওতে প্রফিট বুকিং
D. **CPR** থেকে উৎপন্ন প্রথম লাল ক্যান্ডেল বিয়ারিশ ট্রেন্ডের কনফার্মেশন

নিচে লক্ষ্য করুন একটি অবরোহী **CPR** আছে যা ডাউনট্রেন্ডের প্রথম সংকেত। উন্নত স্ট্র্যাটেজিতে পদক্ষেপ নেওয়ার সময় মার্কেটের মৌলিক মনস্তত্ত্ব ভুলবেন না। এটি আপনার অবচেতন মনকে উচ্চ সম্ভাবনাময় ট্রেডে মনোযোগী করে তোলে।

পিভট ফোর্স ট্রেডিংয়ে মার্কেট খোলার সময় আপনি মার্কেটের ট্রেন্ড শিখবেন। সাধারণত মার্কেট বেশি ট্রেন্ডিং হয় যখন **CPR** সংকীর্ণ বা মাঝারি থাকে। এবং আপনি আপনার লাভ ধরে রাখতে পারেন। যখন মার্কেট অতিরিক্ত প্রশস্ত হয় তখন আপনি আপনার লাভ **PDL** (আগের দিনের লো)-তে বুক করতে পারেন। তাই পিভট ফোর্স ট্রেডিং হলো সকালের সেশন ট্রেড। এটি সংকীর্ণ, মাঝারি এবং প্রশস্ত **CPR**-এ প্রযোজ্য। যদি এটি **CPR** এবং ২০ **EMA** থেকে উৎপন্ন হয় তবে রিওয়ার্ডের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। এটি সবচেয়ে প্রিয় প্যাটার্নগুলোর একটি। যদি আপনি প্রথম ক্যান্ডেলে এন্ট্রি মিস করেন তবে আপনি ২০ **EMA**-এর কাছাকাছি বা নিচে রিট্রেসমেন্টের পর এন্ট্রি নিতে পারেন।

আরও উদাহরণ আমরা **Trading direction**-এর ওয়েবিনারে কভার করি। আপনি **Trading direction**-এর ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে পারেন।

আপনাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে হবে এবং লাভজনক ট্রেডিংয়ের জন্য আপনার বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখতে হবে – ক্রিস্টোফার ক্যাথি

২য় প্যাটার্ন - CPR ব্রেকআউট – কনসোলিডেশনের পর

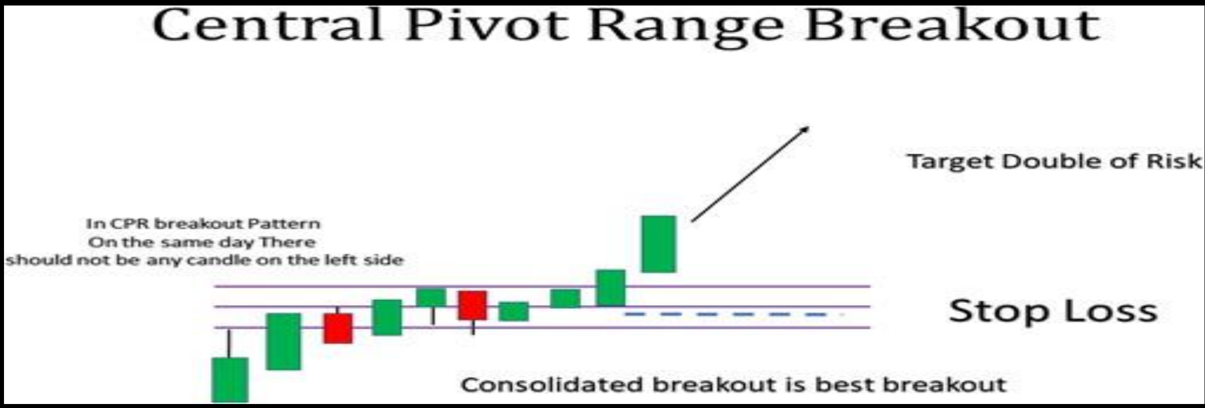
প্রথম প্যাটার্ন দিনের প্রথম ক্যান্ডেলস্টিক ফরমেশনের উপর ভিত্তি করে। যেখানে এই দ্বিতীয় প্যাটার্ন সাধারণত দুপুর বা বিকেলের সেশনে ঘটে। যদি কনসোলিডেশনের পর **CPR** ব্রেকআউট ঘটে, তবে এটি একটি বাস্তব ব্রেকআউট। এটি একটি উচ্চ সম্ভাবনাময় ট্রেড।

ব্রেকআউট বলতে বোঝায় সেই মুহূর্ত যখন শেয়ারের দাম সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স লেভেলের বাইরে চলে যায়। **CPR**-এ এটি বোঝায় সেই মুহূর্ত যখন দাম **TC** (**CPR**-এর টপ লাইন) বা **BC** (**CPR**-এর বটম লাইন) লেভেলের বাইরে চলে যায়। **CPR** ব্রেকআউট ট্রেডিংয়ে সহায়ক কারণ এটি বিদ্যমান মুভমেন্ট চালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নির্দেশ করে।

যদি **CPR** লেভেলের মাধ্যমে ব্রেক ঘটে, সাধারণত আপনি প্রচণ্ড বাইং প্রেসার দেখতে পাবেন যা দামকে অনেক উপরে নিয়ে যায়, এটি নতুন ক্রেতাদের অংশগ্রহণেরও ইঙ্গিত দেয়, যারা সক্রিয়ভাবে মার্কেটে প্রবেশ করে দামকে আরও উচ্চ মানে নিয়ে যায় যা মোমেন্টাম তৈরি করে। **CPR** ব্রেকআউট সাফল্যের হার প্রায় ৭০% পর্যন্ত বাড়াতে পারে।

চিত্র ৪.৪-এ প্রাথমিকভাবে দাম সেন্ট্রাল পিভট রেঞ্জের নিচে থাকে, একবার তারা **CPR**-এর কাছে এলে কয়েকটি লাল ক্যান্ডেল তৈরি হয়, দাম একটি রেঞ্জে চলে, একবার ক্যান্ডেল কার্যকরভাবে **CPR**-এর উপরে ক্লোজ হলে তখন আপনি পরবর্তী ক্যান্ডেলে এন্ট্রি নিতে পারেন পিভটের নিচে স্টপ লস রেখে।

এই **CPR** ইন্ডিকেটরকে নিয়মিতভাবে অনুসরণ করতে কিছু সময় লাগে। নতুন ইন্ডিকেটরের উপর বিশ্বাস করতে সময় লাগে। একবার আপনি অনুশীলন করলে তখন **CPR** এবং ২০ **EMA** ব্যবহার করে ট্রেড করতে পারবেন। **CPR** ভুলভাবে ব্যবহার করবেন না, তাই এই স্ট্র্যাটেজি বুঝুন এবং আপনার ডেমো অ্যাকাউন্টে ব্যাক টেস্টিং করুন।



চিত্র ৪.৪ সেন্ট্রাল পিভট রেঞ্জ ব্রেকআউট – কনসোলিডেশনের পর গ্রাফিক ভিউ

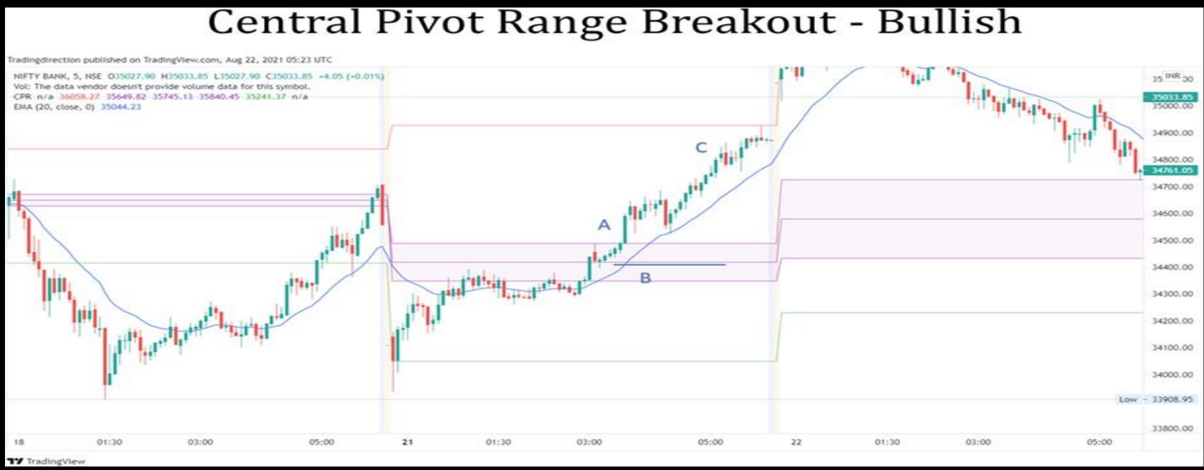
সেন্ট্রাল পিভট রেঞ্জ ব্রেকআউট একটি ভালো রিওয়ার্ড-রিস্ক ট্রেড দেয় যদি ব্রেকআউট সত্যিই শক্তিশালী হয়। যখন ক্যান্ডেল **CPR**-এর দিকে আসে, আমি **CPR**-এর ভিতরে প্রাইস অ্যাকশনের উপর ঘনিষ্ঠ নজর রাখি। এটি এমন একটি জায়গা যেখানে কখনো রিভার্সাল হয়, আবার কখনো ব্রেকআউট হয়।

সামান্য কনসোলিডেশনের পর ব্রেকআউট একটি বৈধ ব্রেকআউট। যদি কনসোলিডেশন **CPR**-এর ভিতরে হয় তবে তা ভালো। আরও শক্তিশালী ব্রেকআউট ঘটে যখন **CPR** গড় থেকে কিছুটা প্রশস্ত হয়। খুব প্রশস্ত **CPR** বা অতিরিক্ত সংকীর্ণ **CPR** থেকে ব্রেকআউট গুরুত্বপূর্ণ নয়।

যদি ব্রেকআউট ২০ **EMA**-এর উপরে ঘটে তবে এটি কার্যকর বুলিশ ব্রেকআউট, তেমনি যদি ব্রেকআউট ২০ **EMA**-এর নিচে ঘটে তবে এটি কার্যকর বিয়ারিশ ব্রেকআউট।

কনসোলিডেশন ছাড়া ব্রেকআউট একটি ভুয়া ব্রেকআউট এবং তা মুভ ধরে রাখতে পারবে না।

এই স্ট্র্যাটেজি শেখার পর আপনাকে ব্যাক টেস্টিং করতে হবে এবং বাস্তব অর্থে ট্রেড করতে হবে।



চিত্র ৪.৫ সেন্ট্রাল পিভট রেঞ্জ ব্রেকআউট – বুলিশ, ব্যাংক নিফটি ৫ মিনিট টাইমফ্রেমে

যখন দাম প্রচুর শক্তি নিয়ে **CPR** অতিক্রম করে, তখন মার্কেট দ্রুত গতিতে চলতে পারে, খুব দ্রুত **R1** টার্গেটে পৌঁছে যায়। একই দিনে বাম পাশে কোনো ক্যান্ডেল নেই। এটি নির্দেশ করে কোনো রেজিস্ট্যান্স নেই এবং একটি পরিষ্কার পথ রয়েছে।

উপরের চিত্র ৪.৫-এ, দাম **S1** থেকে উঠছে এবং তারপর **CPR**-এ একটি স্তর তৈরি করছে।
A) একটি বিশাল বুলিশ ক্যান্ডেলের মাধ্যমে ব্রেকআউট ঘটে, সেই ক্যান্ডেল লং করুন।
B) সেন্ট্রাল পিভটের নিচে সুরক্ষা, এখানে ঝুঁকি বেশি এবং রিওয়ার্ডও বেশি।
C) **R1**-এ বা ২ রিওয়ার্ডে প্রফিট বুক করুন। চিত্র ৪.৫-এ।

মার্কেট ২০ **EMA** লাইন এবং **CPR** রেজিস্ট্যান্স জোনের কাছে কনসোলিডেট করেছে উপরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে।



চিত্র ৪.৬ সেন্ট্রাল পিভট রেঞ্জ ব্রেকআউট বিয়ারিশ – ব্যাংক নিফটি ৫ মিনিট টাইমফ্রেমে

চিত্র ৪.৬-এ ব্যাংক নিফটি গ্যাপ ডাউন অবস্থায় ওপেন করেছে এবং দুটি বুলিশ ক্যান্ডেল তৈরি করেছে। কিন্তু আগের দিনের হাই-এ বিক্রেতারা আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে যা সেলিং প্রেসার তৈরি করে। প্রায় ১৫টি ক্যান্ডেল ধরে এটি কনসোলিডেট করেছে এবং একবার লাল ক্যান্ডেল সেন্ট্রাল পিভট রেঞ্জের নিচে ক্লোজ হলে আপনি ২০ **EMA**-এর কাছাকাছি শর্ট এন্ট্রি নিতে পারেন এবং ট্রেড ডেভেলপমেন্টের জন্য অপেক্ষা করতে পারেন।

A. ২০ **EMA**-এর নিচে এবং কাছাকাছি ট্রেড এন্ট্রি **B.** সেন্ট্রাল পিভটের উপরে সিস্টেম সুরক্ষা **C.** ২:১ রিওয়ার্ড রিস্ক রেশিওতে প্রফিট বুকিং ক্যান্ডেল

উন্নত স্ট্র্যাটেজি মৌলিক নিয়মের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়, যদি দাম **CPR**-এর নিচে থাকে এবং বিয়ারিশ ক্যান্ডেল তৈরি করে, তবে এটি সক্রিয় বিক্রেতাদের একটি শক্তিশালী বিয়ারিশ দিনের ট্রেন্ডের স্পষ্ট ইঙ্গিত।

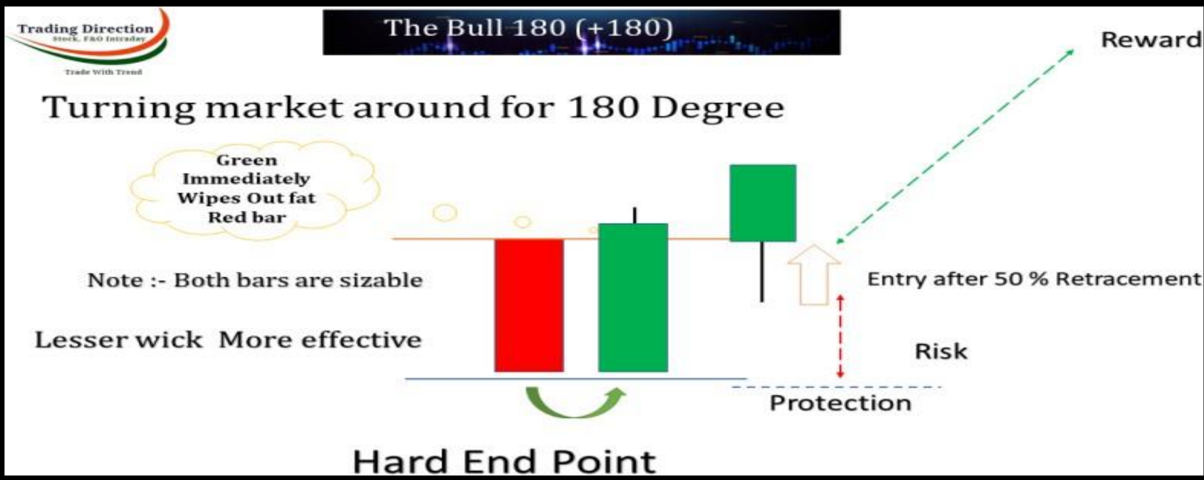
এটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। কখনো কখনো যদি এই ট্রেড কাজ না করে তবে এক্সিট করুন এবং ক্ষতি বুক করুন। বাস্তবে, অধিকাংশ মানুষ স্বাভাবিকভাবে ক্ষতি মেনে নিতে পারে না। এটি সফলতার জন্য একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

আমরা দুটি প্যাটার্ন শিখেছি যা সেন্ট্রাল পিভট রেঞ্জ ইন্ডিকেটর এবং সেন্ট্রাল পিভট রেঞ্জের কাছাকাছি প্রাইস অ্যাকশনের উপর ভিত্তি করে।

৩য় প্যাটার্ন - ১৪০ রিভার্সাল প্যাটার্ন

এই প্যাটার্ন প্রাইস অ্যাকশন এবং ট্রেডারদের মনস্তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে। ১৪০ রিভার্সাল প্যাটার্ন ইনস্ট্রুমেন্ট এবং টাইমফ্রেমের জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী। এটি একটি রিভার্সাল ট্রেড প্যাটার্ন।

- সবচেয়ে শক্তিশালী ঘটনা ৫ মিনিট টাইমফ্রেমে ঘটে। এই প্যাটার্নের অবস্থান এর সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে।
- এটি গুরুত্বপূর্ণ টার্নিং ইভেন্ট।
- সবচেয়ে সহজে চেনা যায়।
- সব টাইমফ্রেমে প্রযোজ্য: আমি ৫ মিনিট এবং ২ মিনিট টাইমফ্রেমে ব্যবহার করি।
- ইকুইটি, ফিউচারস ও অপশন মার্কেট, কমোডিটি এবং ফরেক্স মার্কেটে প্রযোজ্য।



চিত্র ৮.৭ বুল ১৮০ রিভার্সাল প্যাটার্ন গ্রাফিকাল রিপ্রেজেন্টেশন

যখন মার্কেট বিয়ারিশ থাকে, হঠাৎ সবুজ ক্যান্ডেল তৈরি হয় এবং এটি লাল ক্যান্ডেলকে মুছে দেয়, এটি নির্দেশ করে যে শক্তিশালী ক্রেতারা মার্কেটে প্রবেশ করেছে। ক্রেতারা তাদের পজিশন গড় খরচে যোগ করবে, যার মানে প্রায় ৫০% রিট্রেসমেন্টে। তারা তাদের লাভ ধরে রাখবে, তাই পরবর্তী মুভগুলো অন্তত ৩টি ক্যান্ডেলের জন্য শক্তিশালী হবে।

এই ১৮০ রিভার্সাল প্যাটার্ন ফরমেশনের অবস্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমরা এটি ইনডেক্সের বাস্তব চার্টে দেখব।

১. বুল ১৮০ রিভার্সাল প্যাটার্ন **CPR**-এর উপরে আরও শক্তিশালী, কারণ এটি ক্রেতাদের জোন।
২. এটি ২০ এবং ২০০ **EMA**-এর উপরে আরও কার্যকর।



চিত্র ৮.৮ বুল ১৮০ রিভার্সাল প্যাটার্ন নিফটি ৫ মিনিট টাইমফ্রেমে

এই দিনে নিফটি ৫০ ইনডেক্স বুলিশ এবং **CPR** ও ২০ **EMA**-এর উপরে রয়েছে। ২০ **EMA**-এর উপরে লাল ক্যান্ডেল ফরমেশন একটি বাইং সুযোগ। বুলিশ এলাকায় দুই থেকে তিনটি ঘটনায় বুল ১৮০ প্যাটার্ন তৈরি হয়েছে।

প্রথমবার যখন বুল ১৮০ ক্যান্ডেল তৈরি হয় তখন আপনাকে ২০ **EMA**-এর কাছাকাছি এন্ট্রির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, লাল ক্যান্ডেলের লো বা ২০ **EMA**-এর নিচে সুরক্ষা রেখে। দাম ২০ **EMA** থেকে দূরে গেলে বা ২:১ রিওয়ার্ড রিস্ক রেশিওতে প্রফিট বুক করুন।

প্রায় দুপুর ১টার দিকে ২০ **EMA**-তে ১৮০ রিভার্সাল প্যাটার্ন তৈরি হয়। বুল ১৮০ প্যাটার্ন বুলিশ জোনে তৈরি হয়েছে। তাড়াহুড়া করে এন্ট্রি নেবেন না, ৫০% রিট্রেসমেন্টের জন্য অপেক্ষা করুন, রিট্রেসমেন্টের পর এন্ট্রি নিন এবং বুল ১৮০-এর সবুজ ক্যান্ডেলের নিচে স্টপ লস রাখুন। প্রফিট বুকিং **C**-তে।

আপনার তাৎক্ষণিক অ্যাসাইনমেন্ট হলো আপনার প্রিয় স্টক বা ইনডেক্স খুলে ১৮০ রিভার্সাল প্যাটার্ন এবং এর অবস্থান খুঁজে বের করা। ১৮০ রিভার্সাল প্যাটার্নের পর কী ঘটেছে তা নিচে আপনার পর্যবেক্ষণ লিখুন।

....

....

....

....

বিয়ার ১৮০ রিভার্সাল প্যাটার্ন



চিত্র ৮.৯ বিয়ার ১৮০ গ্রাফিকাল রিপ্রেজেন্টেশন

বিয়ার ১৮০ প্যাটার্ন বৈধ এবং **CPR** ও ২০ **EMA**-এর নিচে উচ্চ সম্ভাবনাময়। প্রাথমিক সবুজ ক্যান্ডেল হলো ক্রেতারা এবং যখন বিক্রেতারা ক্রেতাদের শক্তি মুছে দেয়, এটি নির্দেশ করে ক্রেতারা ফাঁদে পড়েছে এবং বিক্রেতারা লাভ বাড়াতে চায়।



চিত্র ৪.১০ বিয়ার ১৮০ প্যাটার্ন নিফটি ব্যাংক ৫ মিনিট টাইমফ্রেমে

চিত্র ৪.১০-এ নিফটি ব্যাংকে, ১৮০ রিভার্সাল প্যাটার্ন ফরমেশনের আগে একটি ক্যান্ডেল সবুজ ছিল, যা আবার এই প্যাটার্নের রিওয়ার্ড বৃদ্ধি করে।

A. শর্টের জন্য সঠিক জায়গায় এন্ট্রি

B. S1-এর উপরে এবং লাল ক্যান্ডেলের উপরে কম ঝুঁকির সুরক্ষা

C. ২:১ রিওয়ার্ড রিস্ক রেশিওতে প্রফিট বুকিং

এই প্যাটার্ন সহজে চেনা যায় এবং ২ মিনিট, ৫ মিনিট এবং ১৫ মিনিট টাইমফ্রেম চার্টে সহজে এক্সিকিউট করা যায়।

১৮০ রিভার্সাল ট্রেডিং রিওয়ার্ডস

- এটি প্রতিদিন ঘটে
- আপনি সবগুলো ধরতে পারবেন না
- অবস্থান চিহ্নিত করুন এবং এন্ট্রি নিন
- এন্ট্রি ক্যান্ডেলের নিচে সুরক্ষা, ঝুঁকি মাত্র একটি বার বা অর্ধেক বার (ক্যান্ডেল)

মার্কেট ঘুরে যাবে একবার লাল বার সবুজ বারকে মুছে দিলে। এটি শর্ট ট্রেডের জন্য ভালো।



চিত্র ৮.১১ নিফটি ৫০ বিয়ার ১৮০ সেন্ট্রাল পিভট রেঞ্জে এবং ২০ EMA-এর কাছাকাছি

A. ক্যান্ডেল ২০ **EMA** অতিক্রম করলে এন্ট্রি
B. ১৮০ রিভার্সাল প্যাটার্নের উপরে সুরক্ষা
C. ২:১ রিওয়ার্ড রিস্ক রেশিও বা **S1**-এ টার্গেট

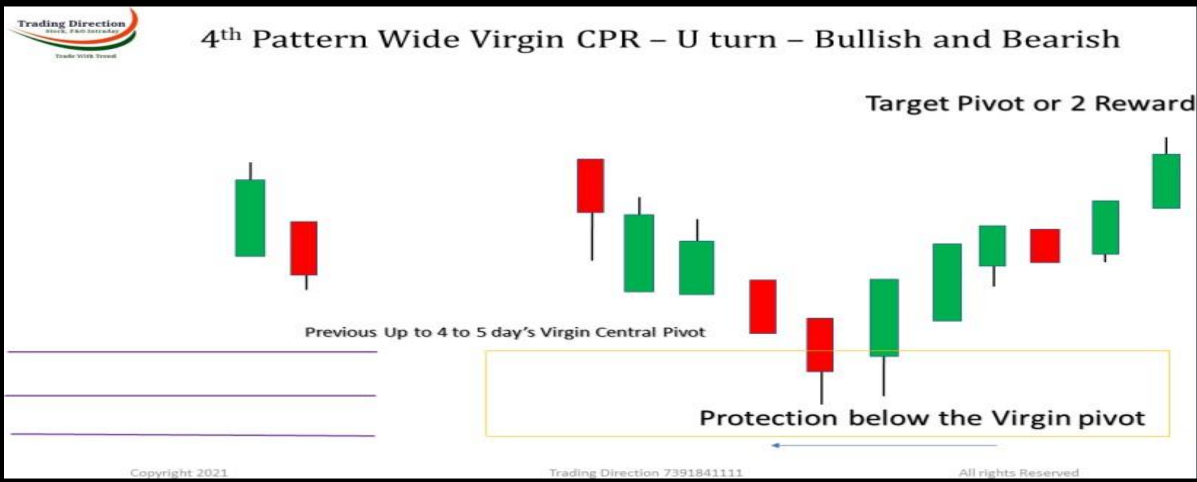
১৮০ রিভার্সাল প্যাটার্নের কার্যকর অবস্থানসমূহ

- সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্সের কাছাকাছি যেমন পিভট, **PDH**, **PDL**
- ২০ **EMA** বা ২০০ **EMA**-এর কাছাকাছি বা উপর
- **CPR**-এর কাছাকাছি বা **CPR**-এর উপর
- বিয়ার ১৮০-এর আগে ৩টি সবুজ ক্যান্ডেল সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে
- আরও নির্ভুলতার জন্য – আপনার প্রিয় স্টকে প্র্যাকটিস করুন এবং ব্যাক টেস্ট করুন।

৪র্থ প্যাটার্ন – ওয়াইড ভার্জিন CPR রিভার্সাল

- এই প্যাটার্ন গত ৫ থেকে ৬ দিনের ভার্জিন সেন্ট্রাল পিভট রেঞ্জের উপর ভিত্তি করে।
- যদি কোনো নির্দিষ্ট টাইমফ্রেমে প্রাইস লেভেল **CPR** লেভেল স্পর্শ না করে, তবে সেই **CPR**-কে ভার্জিন **CPR** বলা হয়।
- যদি ভার্জিন **CPR**-এর প্রস্থ বেশি হয় তবে এটি খুব শক্তিশালী রিভার্সাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে।
- ভার্জিন **CPR** খুব শক্তিশালী সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স লেভেল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

- একটি নির্দিষ্ট দিনে প্রায় ৩০-৪০% সম্ভাবনা থাকে যে দাম **CPR** লেভেল স্পর্শ করবে না।



চিত্র ৪.১২ ভার্জিন CPR রিভার্সাল প্যাটার্ন গ্রাফিকাল রিপ্রেজেন্টেশন

মার্কেট কখনো কখনো সেন্ট্রাল পিভট বা **BC** থেকে রিভার্স করে. আপনাকে কনফার্মেশন ক্যান্ডেল দিয়ে এন্ট্রি নিতে হবে। আমরা চার্ট নিয়ে বিস্তারিত শিখব। এন্ট্রি হওয়া উচিত সবুজ ক্যান্ডেল ফরমেশনের পর এবং আপনার স্টপ লস ভার্জিনের পিভটের নিচে সামান্য বাফারসহ রাখতে হবে।



চিত্র ৪.১৩ ভার্জিন CPR ইউ-টার্ন নিফটি ৫০ ইনডেক্স ৫ মিনিট টাইমফ্রেমে

A. সবুজ ক্যান্ডেল দিয়ে এন্ট্রি
B. বাফারসহ স্টপ-লস
C. ২:১ রিওয়ার্ড রিস্ক রেশিওতে টার্গেট

যদি ট্রেন্ডের যাত্রা অনেক দূর থেকে শুরু হয়, তবে এটি শক্তিশালী সাপোর্ট হিসেবে কাজ করবে। বিক্রেতাদের ইনভেন্টরি কমে যাবে, তারা কম শক্তি নিয়ে বের হয়ে যাবে এবং ক্রেতারা ভার্জিন **CPR**-এ সক্রিয়ভাবে অপেক্ষা করবে, দাম সেই লেভেলে পৌঁছালে তারা সক্রিয় হবে। এবং বিক্রেতারা প্রফিট বুকিং শুরু করবে যা একটি শক্তিশালী আপট্রেন্ড তৈরি করবে। ভার্জিন **CPR** ৫ থেকে ৬ দিন কার্যকর থাকে। যত পুরনো হয়, তত দুর্বল হয়ে যায়।

সংকীর্ণ ভার্জিন **CPR** দুর্বল সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স। তাই এটি ভার্জিন **CPR** পর্যায়ে দুর্বল থাকবে। তাই সংকীর্ণ বা মাঝারি ভার্জিন **CPR** থেকে কোনো রিভার্সাল হবে না।

আমরা আরও উদাহরণ দেখব আরও শেখার জন্য।



চিত্র ৪.১৪ ভার্জিন CPR রেজিস্ট্যান্স নিফটি ইনডেক্স ৫ মিনিট টাইমফ্রেমে

ভার্জিন **CPR**-এর প্রস্থ লক্ষ্য করুন, এটি যথেষ্ট প্রশস্ত ছিল ট্রেন্ডকে এটি অতিক্রম করতে বাধা দেওয়ার জন্য।

তবে সংকীর্ণ ভার্জিন CPR শক্তিশালী সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স নয়।



চিত্র ৪.১৫ সংকীর্ণ ভার্জিন CPR দুর্বল রেজিস্ট্যান্স

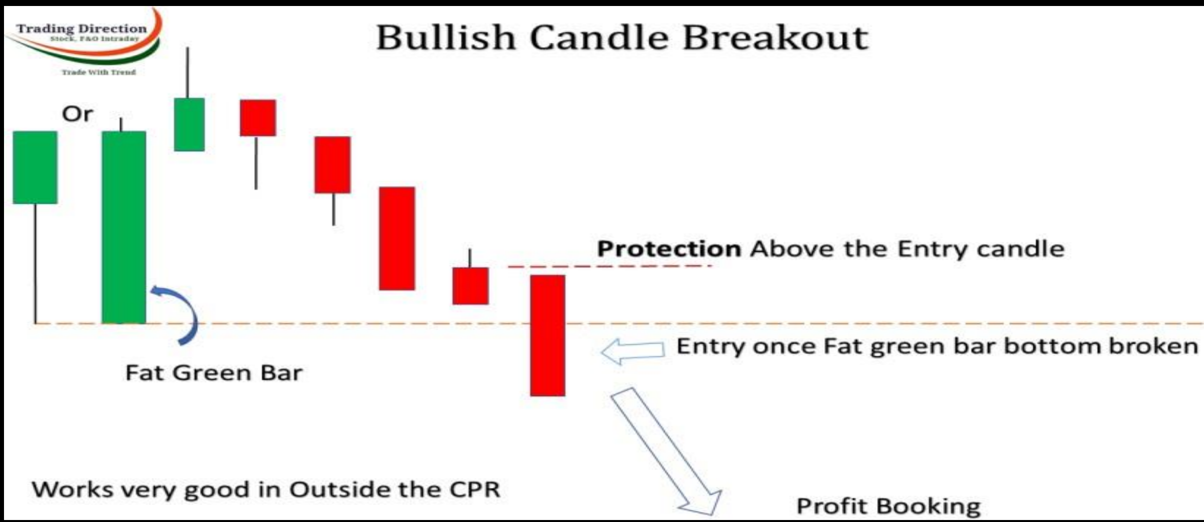
যখন ভার্জিন **CPR** সংকীর্ণ থাকে তখন এটি সহজেই ভেঙে যেতে পারে। একবার এটি ভেঙে গেলে লং এন্ট্রি নিন, কারণ ট্রেড ভার্জিন **CPR**-এর খুব কাছ থেকে শুরু হয়েছে এবং এটি ভেঙে গেছে মানে মার্কেট অংশগ্রহণকারীদের কাছে এই ট্রেডকে আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট ইনভেন্টরি রয়েছে।

৫ম প্যাটার্ন – বুলিশ ক্যান্ডেল ব্রেকআউট

এটি একটি রিভার্সাল ট্রেডিং প্যাটার্ন; এই ট্রেন্ডিং মার্কেট সেটআপ ঘটে যখন মার্কেট একটি লিডিং ট্রেন্ড ভেঙে বিপরীত দিকে যেতে শুরু করে। একটি ট্রেন্ড ভাঙতে এবং দামকে অন্য দিকে ঠেলে দিতে অনেক দৃঢ়তা লাগে, যার মানে আপনি যদি ট্রেন্ড পরিবর্তন যথেষ্ট তাড়াতাড়ি শনাক্ত করতে পারেন, তবে আপনি একটি অত্যন্ত উৎসাহী প্রাইস মুভ থেকে লাভ করতে পারেন, যা পুরো দিন স্থায়ী হতে পারে।

এই ব্রেকআউট প্যাটার্ন ভালো রিওয়ার্ড দেয় এবং খুব নিয়মিতভাবে ঘটে। এই প্যাটার্ন আসলে একটি **SL** শুটিং প্যাটার্ন। এই প্যাটার্নের পিছনের মানসিকতা হলো যখন মার্কেট একটি বড় সবুজ ক্যান্ডেল দিয়ে ওপেন করে তখন অধিকাংশ রিটেইল ট্রেডার অনুমান করে এটি একটি বুলিশ দিন এবং এটি উপরে যাবে, এবং তারা প্রতিটি লেভেলে লং ট্রেড নিতে শুরু করে, সেই সবুজ ক্যান্ডেলের নিচে **SL** রেখে। ইনস্টিটিউশনাল প্লেয়ার বা বড় অর্থ জানে এই জায়গাগুলো যেখানে রিটেইলারদের **SL** থাকে, এবং যদি তারা তাদের **SL** হান্ট করতে পারে তবে তারা জানে এটি একটি বড় সেল-অফের দিকে নিয়ে যেতে পারে কারণ সব লং ট্রেডারের **SL** ট্রিগার হয়ে যায়।

যেহেতু এটি একটি ফাঁদ এবং যদি আমরা এটি মার্কেট প্রোফাইলের সাথে তুলনা করি তবে এটি অর্ধেক ট্রেন্ডিং ডে প্যাটার্নের মতো। যদি এই প্যাটার্ন **CPR**-এর নিচে ঘটে তবে এর সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। কারণ সবুজ ক্যান্ডেল সেলিং জোনে ঘটছে। বুলিশ ক্যান্ডেল ফরমেশন সেই এলাকায় যেখানে বিক্রেতারা বেশি আগ্রহী, তখন তারা যথেষ্ট ফাঁদে পড়া ট্রেডার পায় তাদের লাভ বাড়ানোর জন্য।



চিত্র ৪.১৬ বুলিশ ক্যান্ডেল বা প্যাটার্ন ব্রেকআউট গ্রাফিকাল রিপ্রেজেন্টেশন

- যদি এই প্যাটার্ন ঘটে তবে এটি নির্দেশ করে বিক্রেতারা ক্রেতাদের চেয়ে শক্তিশালী।
- প্যাটার্ন প্রথম একটি ক্যান্ডেলের আকার বা দুটি ক্যান্ডেলের উপর ভিত্তি করে।
- সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্স জোনে রূপান্তরিত হবে। তারা আবার আক্রমণাত্মকভাবে সেল করবে, যদি দাম রেজিস্ট্যান্স জোনের কাছাকাছি আসে।
- রিওয়ার্ড রেশিও বা নিকটবর্তী সাপোর্ট বা ২০ **EMA** থেকে দূরে প্রফিট বুক করুন।
- বুলিশ ক্যান্ডেল ব্রেকআউট ঘটেছে এবং দাম সেলিং জোনে চলে গেছে যা একটি বিশাল ডাউনট্রেন্ড দিয়েছে।



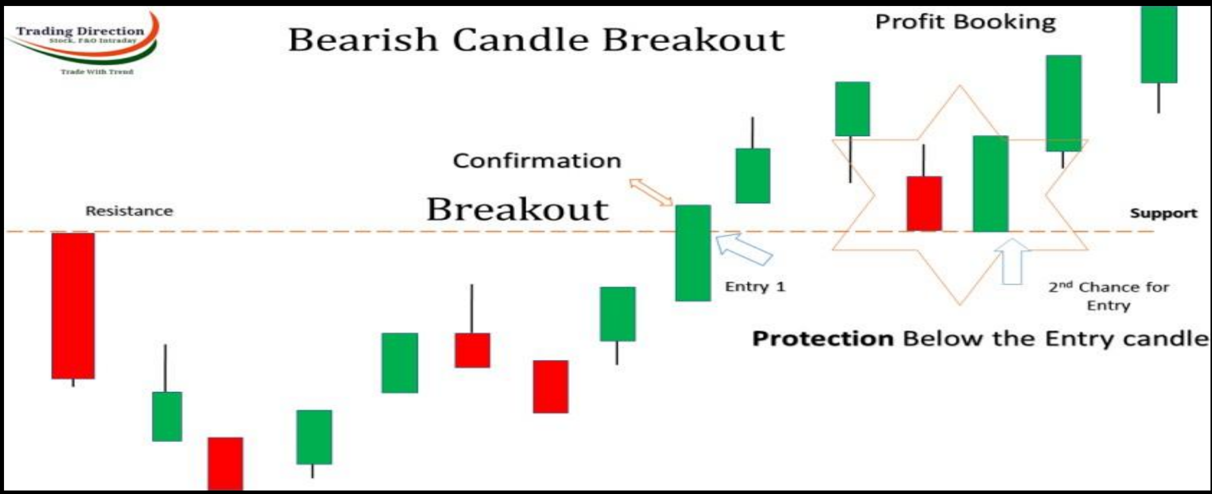
চিত্র ৪.১৭ বুলিশ ক্যান্ডেল ব্রেকআউট নিফটি ৫০ ইনডেক্সে

উপরের প্যাটার্নে বুলিশ ক্যান্ডেল ফরমেশন **CPR**-এ ঘটেছে, কিন্তু একবার এটি ভেঙে গেলে এটি একটি বন্য মুভ দিয়েছে কারণ এর স্টপ লস হিট হয়েছে এবং তা খুব দ্রুত মুভের দিকে নিয়ে গেছে। এই প্যাটার্ন প্রাসঙ্গিক এমনকি আগের দিনে একটি বড় সবুজ ক্যান্ডেল থাকলেও এবং তার লো পরের দিন ভেঙে গেলে। তাই, প্রথম বুলিশ সবুজ ক্যান্ডেলের লো ভেঙে গেলে শর্ট পজিশন নেওয়া যেতে পারে।

৬ষ্ঠ প্যাটার্ন – বিয়ারিশ ক্যান্ডেল ব্রেকআউট: – বুলিশ প্যাটার্ন

একটি বিয়ারিশ ক্যান্ডেল মানে সেই ক্যান্ডেল যা ডাউনট্রেন্ড নির্দেশ করে, কিন্তু একবার এটি ভেঙে গেলে বুলিশ ট্রেন্ড দিনটিকে নেতৃত্ব দেবে। এটি একটি ট্রেন্ড রিভার্সাল ট্রেডিং প্যাটার্ন।

- যদি লাল ক্যান্ডেল ব্রেকআউট ঘটে তবে এটি ক্রেতারা বিক্রেতাদের চেয়ে শক্তিশালী হওয়ার ইঙ্গিত।
- প্যাটার্ন প্রথম ক্যান্ডেলের আকারের উপর ভিত্তি করে।
- রেজিস্ট্যান্স সাপোর্ট জোনে রূপান্তরিত হবে।
- ক্রেতারা আবার আক্রমণাত্মকভাবে কিনবে, যদি দাম সাপোর্ট জোনের কাছাকাছি আসে। রিওয়ার্ড রেশিও বা নিকটবর্তী রেজিস্ট্যান্সের ভিত্তিতে প্রফিট বুক করুন।



চিত্র ৪.১৪ বিয়ারিশ ক্যান্ডেল ব্রেকআউট গ্রাফিকাল রিপ্রেজেন্টেশন

যদি এই প্যাটার্ন **CPR**-এর উপরে ঘটে তবে এর সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। কারণ এটি একটি বুলিশ প্যাটার্ন এবং বুলিশ জোনে ঘটছে। লাল ক্যান্ডেল ফরমেশন শুধু রিটেইল ট্রেডারদের জন্য একটি ফাঁদ। প্যাটার্নের সাথে যদি আপনি মনস্তত্ত্ব বুঝতে পারেন তবে ট্রেডে এন্ট্রি নেওয়ার জন্য আপনার দৃঢ়তা বৃদ্ধি পাবে।

চিত্র ৪.১৯-এ প্রথম লাল ক্যান্ডেল ফরমেশন রাইজিং **CPR**-এ ঘটেছে এবং বর্তমান দিনের **CPR**-এর উপরে। তাই এটি একটি উচ্চ সম্ভাবনাময় প্যাটার্ন।

আমরা নিফটি ব্যাংক ইনডেক্স চার্ট নিয়ে আরও বিস্তারিত দেখব।



চিত্র ৪.১৯ বিয়ারিশ ক্যান্ডেল ব্রেকআউট নিফটি ব্যাংক ৫ মিনিট টাইমফ্রেমে

যদি আপনি এই সেটআপ এবং কীভাবে ট্রেড করতে হয় তা আরও জানতে চান তবে ট্রেডিং ডিরেকশন ওয়েবিনারে সাবস্ক্রাইব করুন এবং আরও ৫টি গুরুত্বপূর্ণ প্যাটার্ন ভলিউম ২-এ কভার করা হবে।

"টাকা বানানোর কৌশল হলো তা বানানো। বড় টাকা বানানোর সিস্টেম হলো সঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে কাজ করা।" — জেসি লিভারমোর

এখানে আমরা ৬টি উচ্চ সম্ভাবনাময় প্যাটার্ন ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজিসহ সম্পন্ন করেছি। বাকি ৫টি গুরুত্বপূর্ণ প্যাটার্ন আমরা এই বইয়ের পরবর্তী অংশে কভার করব। অবশ্যই আপনার রিভিউ অ্যামাজন কিন্ডল, গুগল এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে জমা দিন যেখানে আপনি এই বইটি কিনছেন যাতে আমি পরবর্তী অংশ দ্রুত প্রকাশ করার জন্য অনুপ্রেরণা পাই। ট্রেডিং কমিউনিটিতে রেফার করুন যাতে আপনার বন্ধু এই গোপন উচ্চ সম্ভাবনাময় প্যাটার্ন থেকে উপকৃত হয়, শেয়ার করার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ!

সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্সের মৌলিক বিষয়গুলো বুঝুন

- সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্সের দুটি ধরন আছে: ডায়নামিক এবং স্ট্যাটিক। যদি দুটি লেভেল মিলে যায় তবে এটি ট্রেডিংয়ের জন্য একটি উচ্চ সম্ভাবনাময় লেভেল হবে।
- বেশিরভাগ টেকনিক্যাল অ্যানালিস্ট চার্টে প্রাইস পয়েন্ট চিহ্নিত করতে সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল ব্যবহার করেন। এটি ট্রেডারের পক্ষে সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে বা একটি প্রধান ট্রেন্ডের বিরতি বা রিভার্সাল ঘটায়।
- সাপোর্ট ঘটে যেখানে একটি ডাউনট্রেন্ড ক্রেতাদের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে থামার প্রত্যাশা থাকে।
- রেজিস্ট্যান্স ঘটে যেখানে একটি আপট্রেন্ড সাময়িকভাবে থামার প্রত্যাশা থাকে, স্টকের সরবরাহ বা বিক্রেতাদের সক্রিয়তার কারণে।
- মার্কেট মনস্তত্ত্ব একটি বড় ভূমিকা পালন করে কারণ ট্রেডার এবং বিনিয়োগকারীরা অতীতের লেভেলগুলো মনে রাখে এবং সেই লেভেলগুলোতে প্রতিক্রিয়া জানায়।
- সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স এলাকা চার্টে মুভিং এভারেজ, পিভট পয়েন্ট, **R1, S1** বা ট্রেন্ডলাইন ব্যবহার করে চিহ্নিত করা যেতে পারে।
- সাপ্তাহিক সুইং হাই থাকতে পারে যা রেজিস্ট্যান্স হিসেবে কাজ করবে।
- সাপ্তাহিক সুইং লো থাকতে পারে যা সাপোর্ট হিসেবে কাজ করবে।
- একবার এই লেভেলগুলো ভেঙে গেলে, সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্সে রূপান্তরিত হবে এবং রেজিস্ট্যান্স সাপোর্টে রূপান্তরিত হবে।



চিত্র ৪.২০ সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স জোন ব্যাংক নিফটি ৫ মিনিট টাইমফ্রেমে

- চিত্র ৪.২-এ ডিমান্ড জোন সাপোর্ট লেভেল হিসেবে কাজ করেছে যেখানে দাম ৩২২৫০ লেভেল থেকে বাউন্স করেছে।
- একই লেভেল একবার ভেঙে গেলে এটি সাপ্লাই জোনে রূপান্তরিত হয়েছে এবং শক্তিশালী রেজিস্ট্যান্স হিসেবে কাজ করেছে।
- দুই থেকে তিনবার টেস্টের পর এটি দুর্বল লেভেলে পরিণত হয় এবং ব্রেকআউটের জন্য সংবেদনশীল হয়ে ওঠে।

ট্রেডিং কনফ্লুয়েন্স প্রিন্সিপাল

ট্রেডিং কনফ্লুয়েন্স প্রিন্সিপাল ব্যবহার করা ট্রেডিংয়ের সঠিকতা এবং সম্ভাবনা উন্নত করার সর্বোত্তম উপায়। অধিকাংশ পেশাদার ট্রেডার এটি উচ্চ সম্ভাবনাময় ট্রেডের জন্য ব্যবহার করেন। একাধিক টাইমফ্রেম পরীক্ষার ধারণা অনেক ট্রেডার বা শিক্ষানবিশ জানেন না। এটি আপনাকে উচ্চ বিশ্বাসযোগ্য ট্রেন্ড শনাক্ত করতে সাহায্য করে। যদি আপনি ৫ মিনিট টাইমফ্রেমে ট্রেড করেন তবে আপনাকে ১৫ মিনিট টাইমফ্রেম এনালাইসিস করা উচিত, যদি আপনার ২টি দৃশ্যমান স্ক্রিন থাকে তবে এটি আপনাকে আরও ভালোভাবে সাহায্য করবে। আমি ২ মিনিট টাইমফ্রেমে ট্রেড করতে পছন্দ করি এবং ৫ মিনিট চার্টে এনালাইসিস করি।

কনফ্লুয়েন্স ঘটে যখন দুটি বা তার বেশি অসংশ্লিষ্ট ইন্ডিকেটর একই ট্রেন্ড বা লেভেলকে গুরুত্বপূর্ণ আগ্রহের এলাকা হিসেবে শনাক্ত করে। আমি এই লেভেলগুলোকে হট জোন বলি। এটি ঘটে যখন দুটি টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর একই ট্রেড সিগন্যাল দেয়। তাহলে কনফ্লুয়েন্স আসলে কী? কীভাবে এটি ব্যবহার করে টাকা আয় করা যায়।

কনফ্লুয়েন্স হলো যখন আপনি দুটি টুল ব্যবহার করে একটি ট্রেন্ড শনাক্ত করেন। তাই, আপনার একটি সাপোর্ট লেভেল থাকতে পারে এবং কনফ্লুয়েন্স পেতে হলে আপনাকে অন্য কিছু থাকতে হবে যেমন একটি পিভট পয়েন্ট কী লেভেল যা কনফ্লুয়েন্স নির্দেশ করবে। আরেকটি উদাহরণ নেওয়া যাক। উদাহরণস্বরূপ, আপনার এমন একটি পরিস্থিতি থাকতে পারে যেখানে সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো প্রায় মুভিং এভারেজ এবং আগের দিনের লো এবং হাই-এর সাথে মিলে যায়। কনফ্লুয়েন্স আপনাকে ট্রেড নেওয়ার জন্য আরও কিছুটা যৌক্তিকতা দেয়।

উদাহরণস্বরূপ, ধরুন একটি ট্রেডারদের দল সেন্ট্রাল পিভট রেঞ্জ ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট সাপোর্ট লেভেলকে গুরুত্বপূর্ণ আগ্রহের এলাকা হিসেবে শনাক্ত করেছে। এবং অন্য একটি ট্রেডারদের দলও একই লেভেলকে সাপোর্ট হিসেবে শনাক্ত করেছে, তবে ভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে: একজন এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ ব্যবহার করছে। শেষ পর্যন্ত, যখন এই

লেভেলটি পরীক্ষা করা হবে, এই দুটি ট্রেডারদের দল এই লেভেলে প্রতিক্রিয়া জানাবে, ফলে একটি অসাধারণ অংশগ্রহণের স্তর তৈরি হবে যা একটি প্রতিক্রিয়াশীল বাইং র‍্যালি সৃষ্টি করবে।

তাই **CPR** এবং ২০ **EMA**-এর উপরে আপনাকে বাইং সুযোগ খুঁজতে হবে। যদি সবুজ ক্যান্ডেল তৈরি হয়, তবে আপনার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। একইভাবে, অবনতিশীল সেন্ট্রাল পিভট রেঞ্জ এবং ২০ **EMA**-এর নিচে যদি দাম একটি বিয়ারিশ ক্যান্ডেল দিয়ে ওপেন হয় তবে এটি **CPR** ইন্ডিকেটর, মুভিং এভারেজ এবং প্রাইস অ্যাকশনের কনফ্লুয়েন্স। আপনি যদি এখানে শর্ট এন্ট্রি নেন তবে আপনার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। এই প্রিন্সিপাল ব্যবহার করে আপনি আপনার ট্রেডিংয়ে মিলিয়ন আয় করবেন।

ইন্ডিকেটরগুলোর জুটি

এটি ট্রেডের সংখ্যা নয়, বরং ট্রেডের গুণমান এবং সেটআপের সাথে আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করছেন সেটিই অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমি **CPR** ব্যবহার করি এবং ২০ **EMA** ও ২০০ **EMA**-এর সাথে জুটি করি হট জোন হিসেবে। ট্রেন্ড পিভট খেলার সময় একটি বড় সহযোগী হতে পারে। **CPR** এবং ২০ **EMA**-এর উপরে যেকোনো পুলব্যাককে হট জোনে পৌঁছালে বাইং সুযোগ হিসেবে দেখা উচিত, কারণ প্রতিক্রিয়াশীল মার্কেট অংশগ্রহণ ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

কোনো টুল ছাড়া আপনি কীভাবে মার্কেটের আচরণ পূর্বাভাস করবেন? পিভটগুলো আপনাকে লিডিং তথ্য দেয় যা আপনাকে মার্কেটের প্রথম ইমপালস রেকর্ড হওয়ার আগে আপনার পরিকল্পনা তৈরি করতে সাহায্য করে। পিভট ইন্ডিকেটর ব্যবহার করে আপনি এই বইয়ে আমরা যে প্রধান সম্পর্কগুলো কভার করেছি তা সব দেখতে পারবেন। এই টুল এবং টেকনিকগুলো আমার ট্রেডিং এবং দৈনিক মার্কেট বিশ্লেষণে সফলতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই স্ট্র্যাটেজি আপনাকে ট্রেডিং সফলতার আরেকটি স্তরে পৌঁছাতে সাহায্য করতে পারে।

মাল্টিপল টাইমফ্রেম হট জোনস (MTZ)

এই মাল্টিপল টাইমফ্রেমগুলো এত শক্তিশালীভাবে কাজ করার কারণ হলো প্রতিটি লেভেল একটি নির্দিষ্ট ধরনের ট্রেডারকে অনুপ্রাণিত করে। কারণ ভিন্ন ট্রেডাররা ভিন্ন টাইমফ্রেম ব্যবহার করে।

Types of Fund investment	Timeframe
Investors	Monthly Chart, Weekly Chart
Position Trader	Weekly Chart,
Swing Trader	Day Chart, 1 Hour Chart
Day Trader	15 Min, 5 Min chart

চিত্র ৪.২১ ফান্ড ইনভেস্টরদের ধরন এবং এনালাইসিসের জন্য উপযুক্ত টাইমফ্রেম

যখন এই ধরনের মার্কেট অংশগ্রহণকারীরা একই লেভেলে অর্থ বিনিয়োগ করে, তখন ফলাফল সাধারণত ব্যাপক অংশগ্রহণ হয় যা ভলিউম বৃদ্ধি করে মার্কেটে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনে। মাল্টিপল টাইমফ্রেম কনফ্লুয়েন্স লেভেলগুলো দামের উপর প্রভাব বিস্তারের অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করে। কারণ এগুলো বহু ধরনের মার্কেট খেলোয়াড়দের মনোযোগ আকর্ষণ করে। ইন্ট্রাডে পিভট লেভেলের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং অবশ্যই লাভের পথে আলোকপাত করতে পারে, তবে মাল্টিপল টাইমফ্রেম কনফ্লুয়েন্স লেভেলগুলোকে উচ্চতর টাইমফ্রেম পিভট এনালাইসিসের সাথে মিলিয়ে নিলে আপনার ট্রেডিংকে সরাসরি আরেকটি স্তরে নিয়ে যেতে পারে।

মাল্টিপল টাইমফ্রেম কনফার্মেশন দিয়ে সফলভাবে ট্রেডিং করার মূল চাবিকাঠি হলো "নয়েজ" ফিল্টার করার ক্ষমতা। যদিও প্রতিটি টাইমফ্রেমের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ গুরুত্ব রয়েছে।

উপসংহার

অবশ্যই, এটি আসবে অনুশীলন, আত্মবিশ্বাস এবং ধৈর্যের মাধ্যমে। আপনি যত বেশি এই তথ্যকে অন্তর্ভুক্ত করবেন, তত বেশি অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন। জ্ঞান এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে আপনি পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা পাবেন।

এই সাধারণ এনালাইসিস পুরোপুরি কাজ করে, আপনাকে ঘন ঘন অন্য ইন্ডিকেটরে পরিবর্তন করা উচিত নয়। তা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। এক মাসে কিছু দিন আসবে, বিশেষ করে সেই দিনগুলোতে মার্কেট মিশ্র বা বিভ্রান্তিকর সিগন্যাল দেবে, সেটিই ফাঁদের দিন, এবং তা লাভ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় মোমেন্টাম তৈরি করবে না। তাই সেই দিনগুলোতে ট্রেডিং থেকে

দূরে থাকুন এবং আপনার মূলধন বাঁচান যাতে মার্কেট পরিষ্কার সিগন্যাল দিলে আপনি তা ব্যবহার করতে পারেন।

কিছু দিন ব্রেকইভেন দিন হতে পারে যা কোনো ট্রেডারের জন্য স্বাভাবিক, তাই সেই দিনে খুশি থাকুন। যখন মার্কেট সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর্যায়ে থাকে, তখন এটি কনসোলিডেট করতে পারে, সেই সময়ে কিছু সপ্তাহ বিরক্তিকর হতে পারে।

অতিরিক্ত ট্রেডিং এড়াতে, আপনার ওয়াচ লিস্টে ৫ থেকে ৬টি স্টক থাকতে পারে। যাতে আপনি কার্যকরভাবে ট্রেড করার বিকল্প পান।

মার্কেট প্রশ্নপত্রের মতো স্ক্রিপ্ট ঘুরিয়ে দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, পরীক্ষক প্রশ্ন ঘুরিয়ে দেন অধ্যয়নরত ছাত্র এবং গড় ছাত্রদের মধ্যে পার্থক্য যাচাই করতে। যারা প্রেক্ষাপট বোঝে এবং শেখা প্রয়োগ করে তারা ভালো নম্বর পাবে। কিছু সত্যিই কঠিন প্রশ্ন আপনাকে এড়িয়ে যেতে হবে যাতে সহজ প্রশ্নে বেশি মনোযোগ দিয়ে ভালো নম্বর পাওয়া যায়।

যদি আপনি ৮০ থেকে ৯০% নম্বর প্রত্যাশা করেন তবে সহজ প্রশ্ন বেছে নেওয়া সহজ এবং সহজ বিকল্প নির্বাচন করা চাপ তৈরি করবে না। অন্যদিকে, যারা বাধ্যতামূলকভাবে ৯৫% নম্বর চায় তারা চাপের মধ্যে উত্তর লেখে এবং তা অনেক বিভ্রান্তি তৈরি করে, এবং ভালো নম্বর পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়, বরং ভুল প্রশ্নের জন্য নেতিবাচক নম্বর পাবেন যা আপনার সামগ্রিক স্কোর কমিয়ে দেবে।

একই নীতি স্টক মার্কেট ট্রেডিংয়েও প্রযোজ্য, সহজ ধাঁধা এবং সহজ প্যাটার্ন সমাধান করুন। যদি আপনি প্যাটার্নগুলো বুঝতে খুব কঠিন মনে করেন তবে আপনাকে লাভ করার চেষ্টা করা উচিত নয়।

ব্যবসায়িক দরকষাকষি দ্বারা লাভ সর্বাধিককরণ

"দাম ট্রেড করো না, ভ্যালু ট্রেড করো।"

ব্যবসায়িক আলোচনার ধারণা কম স্টপ-লস পয়েন্ট আইডিয়ার মাধ্যমে আপনার ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।

স্টক মার্কেট লেনদেন কীভাবে কাজ করে তার ধারণা বেশ সহজ। স্টক মার্কেট ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের দাম নিয়ে আলোচনা করতে এবং ট্রেড করতে দেয়। সেই যোগান এবং চাহিদা প্রতিটি ইনডেক্স, কারেন্সি বা শেয়ারের দাম নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, যে লেভেলে স্টক মার্কেট স্পনসররা কিনতে বা বিক্রি করতে প্রস্তুত থাকে।

ক্রেতারা একটি "বিড" নিয়ে দরাদরি করে, অর্থাৎ তারা সর্বোচ্চ যে পরিমাণ দিতে প্রস্তুত থাকে, যা সাধারণত বিক্রেতাদের "আস্ক" এর চেয়ে কম হয়। এই পার্থক্যকে বিড-আস্ক স্প্রেড বলা হয়। একটি ট্রেড ঘটতে হলে, ক্রেতাকে তার দাম বাড়াতে হবে বা বিক্রেতাকে কমাতে হবে।

বিড এবং অফারের মোট সংখ্যা সিস্টেমে দেওয়া অর্ডারকে নির্দেশ করে, যদি দাম সেই সীমার মধ্যে আসে তবে অর্ডার এক্সিকিউট হবে। রিটেইল ট্রেডাররা সাধারণত স্বচ্ছতার সাথে সিস্টেমে অর্ডার দেয়। কিন্তু অধিকাংশ ইনস্টিটিউশনাল প্লেয়ার তাদের অর্ডার লুকিয়ে রাখে এবং মার্কেট অর্ডার দিতে পছন্দ করে। তাই এই বিড এবং অফার সংখ্যাগুলো দেখে সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্তে পৌঁছাবেন না।



চিত্র ৯.১ বিড এবং আস্ক (অফার) নিফটি অক্টোবর ফিউচার

আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে যে আপনি আপনার ট্রেড থেকে সর্বোত্তম রিটার্ন পাচ্ছেন। আপনাকে শহরের ভেতরের রিয়েল এস্টেট প্রপার্টি বা শহরের সীমানার প্রপার্টির মতো চিন্তা করতে হবে, তার ভিত্তিতে আপনি দাম দেবেন। একইভাবে, এন্ট্রি এবং এক্সিটের সময় আপনাকে দামের অবস্থান বিবেচনা করতে হবে। প্রধান স্থানে থাকা বাংলো বেশি দামে বিক্রি হয় কিন্তু তার মূল্য বৃদ্ধি পায়। শহরের বাইরে থাকা বাংলো কম দামে বিক্রি হয় কিন্তু ধীরে ধীরে মূল্য বৃদ্ধি পায় বা কখনও কখনও কমে যায়।

মার্কেট লেনদেন

তিনটি লেনদেন উপাদান নিম্নরূপ দেখা যেতে পারে:

- দাম একটি অস্থির ভেরিয়েবল এবং সবচেয়ে দ্রুত মার্কেটকে প্রভাবিত করে।
- সময় হলো ধ্রুবক যার চারপাশে সব লেনদেনের তথ্য সংগঠিত হয়।
- ভলিউমও একটি ভেরিয়েবল, তবে এটি দামের তুলনায় অনেক ধীরে পরিবর্তিত হয় (এবং ভলিউম সময় এবং দামের সহযোগিতা প্রকাশ করে)।

ভ্যালুর সন্ধান

দাম, সময় এবং ভলিউম কীভাবে মার্কেট-সৃষ্ট তথ্য তৈরি করে তা আরও ভালোভাবে বুঝতে, কল্পনা করুন আপনি একটি আর্ট প্রদর্শনীতে অংশ নিচ্ছেন যেখানে একটি সুন্দর ছবি নিলামে বিক্রি হচ্ছে।

কীভাবে এই অনন্য ছবি বিক্রির প্রক্রিয়া নিলাম অংশগ্রহণকারীদের প্রেরণা প্রকাশ করে?

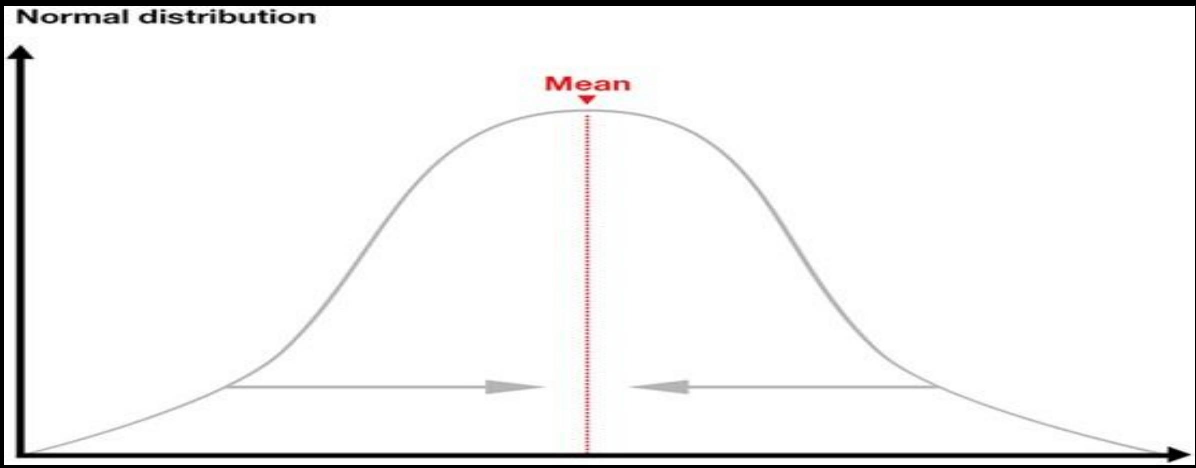
যখনই দাম ভ্যালু থেকে দূরে যাওয়ার চেষ্টা করে, তখন প্রত্যাশিত এবং অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া উভয়ই ঘটে।

যখন দাম নিলামে বেশি হয়, তখন প্রত্যাশা থাকে যে চাহিদা কমে যাবে এবং দাম শেষ পর্যন্ত দৈনিক গড় বা মীন-এর দিকে ফিরে আসবে। যখন দাম কমে যায়, তখন সাধারণত যোগান কমে যায় এবং দাম আবার দৈনিক মীন বা ভ্যালু এরিয়ার দিকে নিলামে উঠে যায়।

আপনাকে বুঝতে হবে যে সব দাম সমান নয়, তাই সব সুযোগও সমান নয়। আমাদের দাম এবং ভ্যালুর মধ্যে ভ্যারিয়েন্স পর্যবেক্ষণ করতে হবে, যাতে আমরা প্রকৃত দাম সীমা মূল্যায়ন শুরু করতে পারি। দাম ভ্যালুতে ফিরে আসতে পারে অথবা ভ্যালুর সীমা উচ্চতর ভ্যালুর দিকে নিয়ে যেতে পারে। উপলব্ধি, মনোযোগ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আপনি মার্কেট

কাঠামো কল্পনা করতে শুরু করতে পারেন যা মার্কেট সময়ের মধ্যে তৈরি হয় তার সমাপ্তির আগে।

ইনডেক্স বা শেয়ার প্রাইস ভোলাটিলিটি বিশ্লেষণে নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন কি একটি ভালো টুল?
আপনি যেকোনো স্টক পরীক্ষা করতে পারেন, অধিকাংশ দাম নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন কার্ভের মতো চলে, ঘণ্টার মতো আকৃতির কার্ভ। হাজার হাজার ঘটনা ধীরে ধীরে মিডিয়ান ভ্যালুর চারপাশে একটি ঘণ্টার কার্ভ তৈরি করতে শুরু করে।



চিত্র ৯.২ সম্ভাব্যতা তত্ত্ব – নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন – ঘণ্টার আকৃতির কার্ভ

নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ এবং ট্রেডিংয়ে অনেক ব্যবহৃত হয় ভবিষ্যতের অজানা ডিস্ট্রিবিউশনের র‍্যান্ডম ভেরিয়েবলগুলোর মান নির্ধারণে। দামের একটি নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন খুব সাধারণ ধরনের পূর্বাভাসযোগ্য ভবিষ্যৎ ডিস্ট্রিবিউশন ভ্যালু যা টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসে প্রত্যাশিত হয়, বিশেষ করে ট্রেডাররা যখন ওভারবট এবং ওভারসোল্ড মার্কেটে মীন-এ রিভার্সনের জন্য ট্রেড খোঁজেন।

একটি স্ট্যান্ডার্ড নরমাল ডিস্ট্রিবিউশনের দুটি প্রধান প্যারামিটার থাকে প্রাইস অ্যাকশন মাপার জন্য:

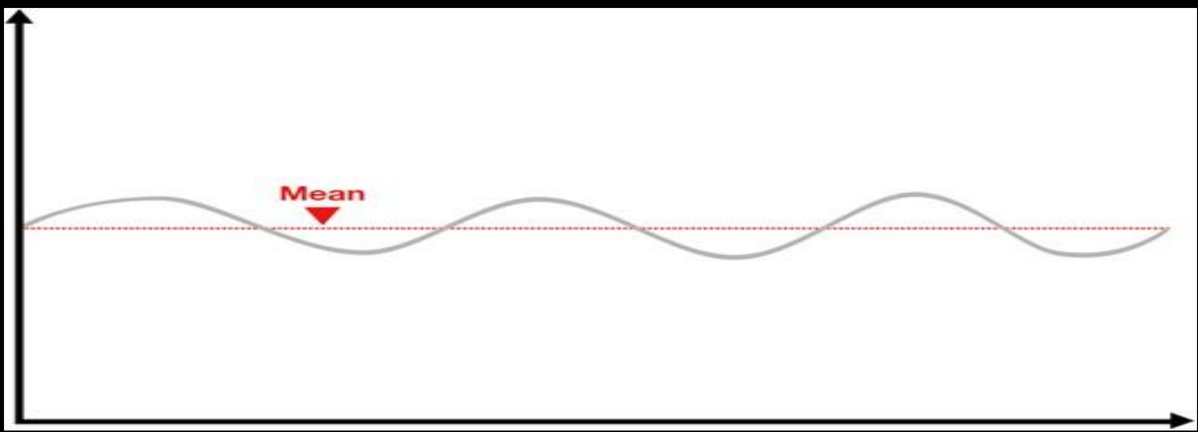
- মীন
- মুভিং এভারেজ থেকে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন



চিত্র ৯.৩ সংকোচন এবং সম্প্রসারণ ধাপ ব্যাংক নিফটিতে

মীন রিভার্সন থিওরি (Mean Reversion theory)

অধিকাংশ পেশাদার এবং অভিজ্ঞ ট্রেডার ও বিনিয়োগকারীরা "রিগ্রেশন টু মীন" শব্দটির সাথে পরিচিত। মীন রিভার্সন একটি আর্থিক ধারণা যা নির্দেশ করে যে, একটি চরম প্রাইস মুভের পর সম্পদের দাম সাধারণত গড় স্তরে ফিরে আসে। দাম সাধারণত মীন বা গড় দামের চারপাশে ওঠানামা করে।



চিত্র ৯.৪ মীন রিভার্সন

যেমন গ্রাফিক নিজেই বলে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দামগুলো মার্কেটকে গড় ভ্যালু এরিয়ার দিকে ঝুঁকতে বাধ্য করে। তাই সব মার্কেট আন্দোলনকে বৃহত্তর মার্কেট প্রেক্ষাপট এবং গড় ভ্যালুর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করা ভালো। এটি ট্রেডে এন্ট্রি এবং এক্সিটের আলোচনার প্রক্রিয়ায় আপনাকে সাহায্য করবে।

তবে, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন আমাদের বলে না যে একটি স্টক বা ইনডেক্স কোথায় যাবে, তবে এটি নির্দেশ করে মার্কেটের অন্তর্দৃষ্টি কী, ইমপ্লাইড ভোলাটিলিটির ভিত্তিতে।

বিশ্বের সেরা দাবাড়ুরা কেবল "ইনটুইটিভ" নয়, বরং তারা উল্লেখযোগ্য সময় ব্যয় করেছেন প্যাটার্ন এবং সম্ভাবনাগুলো এনালাইসিস করতে, প্রতিযোগিতার উপর সেই অধরা সুবিধা খুঁজতে।

একজন দক্ষ ট্রেডার হতে প্রচুর অনুশীলন লাগে, যিনি মার্কেট সময়ের মধ্যে পর্যবেক্ষণ, বোঝা এবং ডিকোড করতে সক্ষম, তার ট্রেডিংয়ে একটি দুর্দান্ত ক্যারিয়ার থাকে। নিলাম প্রক্রিয়ায় আপনি কোথায় আছেন তা চিনতে পারা আপনার রিওয়ার্ড টু রিস্ক সম্পর্ক নির্ধারণ করে। মার্কেট তাদের প্রকৃত স্বভাব অনুযায়ী নিয়মিতভাবে সহজে চেনার মতো অবস্থান প্রদান করে যা লাভজনক ট্রেড সাইট চিহ্নিত করতে সহজ। ব্রেকআউট একটি কারণে ঘটে, যা প্রকাশ্য বা গোপন হতে পারে। এগুলো ইনভেন্টরিগুলোকে ভারসাম্যে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন মেটায়।

ট্রেডিং অত্যন্ত কঠিন যখন আপনি বিভিন্ন টাইমফ্রেমের কার্যকলাপ আলাদা করতে সক্ষম নন; এছাড়াও আপনার হোমওয়ার্ক করা এবং বর্তমান মার্কেট স্তরের উপরে বা নিচে গুরুত্বপূর্ণ লেভেলগুলো শনাক্ত করা ভালো। পূর্বনির্ধারিত লেভেল ব্যবহার করে, আপনি মার্কেটে এন্ট্রির পরিকল্পনা করতে পারেন মার্কেট ২০ **EMA** বা ক্যান্ডেলের লো-তে রিট্রেস করার জন্য অপেক্ষা করে, মার্কেটকে তাড়া করার পরিবর্তে।

তুমি যা করো না তা হয়তো তুমি যা করো তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ

অনেক ট্রেডার ক্রমাগত ব্যবসায়িক খবর শোনে, ব্লগ ভিজিট করে, বন্ধুদের সাথে মার্কেটের মতামত আলোচনা করে, এবং অসংখ্য নিউজলেটার পড়ে যেগুলো সবই বিরোধপূর্ণ টাইমফ্রেমের জন্য অনিয়মিত মতামত প্রদান করে। এটি তোমার মনোযোগ বিভ্রান্ত করতে পারে, এবং তোমার মনকে একাধিক দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। এটি কি "ফ্লুইড ইন্টেলিজেন্স"-এর উদাহরণ?

প্রতিদিন আমরা নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করে শুরু করি মার্কেট গতকাল কী করার চেষ্টা করছিল, এবং সেই প্রচেষ্টা কতটা ফলপ্রসূ ছিল?

আমরা প্রধানত চারটি উপাদান পরীক্ষা করব:

- আগের দিনের মার্কেটের প্রচেষ্টার দিক
- উর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী **CPR** - ভ্যালু প্লেসমেন্ট
- **CPR**-এর উপরে বা নিচে দামের ক্লোজিং
- প্রিমার্কেট **CPR**-এর উপরে বা নিচে ওপেনিং

বিবেচনা করো, মার্কেট প্রচেষ্টার দিকটিতে সফল হয়েছে কি না। এটি সত্যিকারের সিগন্যাল নাকি ভুল সিগন্যাল।

সঠিকভাবে ক্ষতি নেওয়া শুরু হয় ট্রেড এন্ট্রি থেকে। ট্রেডগুলো যতটা সম্ভব গুরুত্বপূর্ণ স্বল্পমেয়াদি সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্সের কাছাকাছি এন্ট্রি করার একটি সুবিধা হলো, যদি ট্রেডটি কম ঝুঁকির এন্ট্রি পয়েন্টে নেওয়া হয়, তবে ট্রেডার ধরে নিতে পারে যে দাম তার বিপরীতে খুব বেশি যাবে না। সাপোর্টের নিচে এন্ট্রির সময় ঘনিষ্ঠ সহনশীলতা রাখা ট্রেডারকে দ্রুত ট্রেড থেকে বের হওয়ার যথেষ্ট কারণ দেয় যদি দাম তার বিপরীতে যায়। যদি একটি ট্রেড প্রত্যাশিত সময়ের চেয়ে অনেক বেশি সময় নেয়, তবে এটি একটি সংকেত হতে পারে যে ট্রেডটি বিনিয়োগের জন্য ভালো নয়।

কারণ মার্কেট হলো ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের মুক্ত এবং স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি, তাই বিস্ময় সাধারণ, কখনও কখনও এটি মার্কেট মেকারদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। নিফটির মুড বোঝা হলো স্ত্রীর মুড বোঝার মতো। যদি তুমি জানো কীভাবে স্ত্রীর মুড সামলাতে হয়, তবে স্টক বা ইনডেক্সের মুড বোঝা খুব সহজ... একটি ভালো রসিকতা।

- **Narrow CPR** – নিফটির মুড আজ ট্রেন্ডিং হওয়ার, অথবা যদি না হয় তবে পরের দিন। আলোচনার কম সুযোগ, কয়েকটি পয়েন্ট আলোচিত রেটে সন্তুষ্ট হও, র‍্যালিতে আগেভাগে যোগ দাও।
- **If Wide CPR** – স্টকের মুড রেঞ্জবাউন্ড মার্কেটে থাকার। আমি দাম আমার পূর্বনির্ধারিত রেঞ্জে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পছন্দ করি।
- **Medium CPR** – অপ্রত্যাশিত মুভ হতে পারে, এটি ট্রেন্ডিং বা রেঞ্জবাউন্ড হতে পারে ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন ফরমেশনের উপর নির্ভর করে।

উপসংহার

- ভালোভাবে আলোচিত দামের জন্য লিমিট অর্ডার দাও
- আলোচনার হার তোমার এবং ব্যবসায়িক অংশীদারদের (স্টক, ইনডেক্স) উভয়ের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত
- আলোচনাকে অতিরিক্ত টেনে নিও না
- যদি প্রথম রাউন্ডের আলোচনা ব্যর্থ হয়, দ্বিতীয় রাউন্ডের আলোচনায় যাও
- খুব বেশি কঠোর হয়ো না, নমনীয় হও, একজন জ্ঞানী আলোচক হও
- এই নীতিকে ট্রেড ম্যানেজমেন্ট এবং ট্রেড এক্সিটে প্রয়োগ করো

কীভাবে ট্রেডিং সাইকোলজিতে দক্ষতা অর্জন করবেন?

ট্রেডিং সফলতা হলো মনস্তত্ত্ব এবং সংগঠিত কৌশল বাস্তবায়নের সমন্বয়। মানসিক শক্তি ছাড়া একটি পরিকল্পনায় স্থির থাকার জন্য, বিশ্বের সেরা কৌশলও কোনো কাজে আসবে না। ভালো ট্রেডাররা শুধু একটি কৌশল আয়ত্ত করে না, তারা তাদের আচরণের বিষয়ে আরও সচেতনতা তৈরি করে যেমন শৃঙ্খলা এবং ধৈর্য। এই অধ্যায়ে আমি আপনাকে মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন দিক এবং একটি জয়ী মনোভাব গড়ে তোলার সেরা পদ্ধতিগুলো দেখাব যা ধারাবাহিক লাভ তৈরিতে সাহায্য করতে পারে।

আপনি একবার বুঝতে পারলে শিল্প কীভাবে কাজ করে, এখন আপনাকে শিখতে হবে কীভাবে টাকা হারানো এবং ধারাবাহিকভাবে টাকা আয় করা সামলাতে হয়। অধিকাংশ মানুষ ছোট ক্ষতি মেনে নিতে পারে না। মার্কেটকে ছোট ক্ষতি দিতে শিখুন, নাহলে মার্কেট আপনার কাছ থেকে বড় ক্ষতি নিয়ে নেবে। তাই, আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা একজন সফল ট্রেডার হওয়ার জন্য অপরিহার্য। আপনাকে উপযুক্ত সময়ে ঝুঁকি কমাতে সক্ষম হতে হবে। আপনাকে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিশেষজ্ঞ হতে হবে এবং সঠিক পদক্ষেপ সম্পন্ন করতে সক্ষম হতে হবে। এটি কেবল তখনই ঘটে যখন আপনি আপনার অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি হলো দ্রুত লাভ নেওয়া এবং ক্ষতি দেরিতে কাটা।

আমি যখন একজন লাভজনক ট্রেডার হলাম এবং থাকব, তখন একটি বিষয় বুঝলাম যে একজন ট্রেডার টাকা আয় করে কি না তা আমাদের অনুভূতি, চিন্তা, বিশ্বাস এবং কাজের উপর নির্ভর করে।

বিশ্বাসের শক্তি

বিশ্বাস হলো পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের মানসিক অবস্থা। এটি অভ্যন্তরীণ মানসিক কাঠামো: যা আমাদেরকে "প্রাকৃতিকভাবে বাছাইকারী" করে তোলে। যখন আমাদের বিশ্বাস শক্তিশালী হয়, আমরা প্রশ্ন করা বন্ধ করি। ট্রেডিং সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী বিশ্বাস ট্রেডিংয়ে সর্বোচ্চ স্তরের পারফরম্যান্সের ফলাফল দেয়। সঠিক বিশ্বাস তৈরি করা ট্রেডিংয়ে সফলতা অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

বিশ্বাসের দুটি ধরন আছেঃ

1. সীমাবদ্ধ বিশ্বাস
2. ক্ষমতাবর্ধক বিশ্বাস

সীমাবদ্ধ বিশ্বাস আপনাকে পদক্ষেপ নিতে বাধা দেয়। জীবনের যেকোনো ক্ষেত্রে আপনি সীমিত ফলাফল পাচ্ছেন সেটি আপনার সীমাবদ্ধ বিশ্বাসের ফলাফল। সীমাবদ্ধ বিশ্বাস আপনাকে পদক্ষেপ নিতে বাধা দেয়। যেমন: ট্রেডিং হলো জুয়া এবং আমরা ট্রেডিং থেকে লাভ করতে পারি না। এটি কি সত্যি? এই চিন্তাটি বিশ্বাস করার মতো কি?

আপনার উত্তর নিচে লিখুন

....

....

....

....

....

আরেকটি সীমাবদ্ধ বিশ্বাস হলো টাকা আয় করা খুব কঠিন?
এটি কি সত্যি, নিচে আপনার নিরপেক্ষ মতামত লিখুন

....

....

....

এটি হতে পারে আপনার অজুহাত যা একটি সীমাবদ্ধ বিশ্বাস।

এই বিশ্বাস কোথা থেকে আসে? আমার বিশেষ মত হলো এটি আমাদের অস্তিত্বের গভীর স্তর থেকে আসে, সমাজ, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের কাছ থেকে আসে। এটি আসে আমাদের সামাজিক পটভূমির ফলস্বরূপ অর্জিত বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিত্বের গুণাবলি থেকে। মুকেশ আম্বানির ছেলে ঝুঁকি নিতে বিরক্ত হবে না, কারণ তাকে হিসাব করে ঝুঁকি নিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাই প্রত্যেকেরই কিছু মানসিক পরিবর্তন করা প্রয়োজন, তাদের শিক্ষাগত পটভূমি, যোগ্যতা বা অন্য কাজে তারা কতটা সফল হয়েছে তার সাথে সম্পর্কহীনভাবে।

একটি সাধারণ ভারতীয় পরিবারে, অধিকাংশ সদস্য ব্যক্তিকে বাবা-মা, ভাই বা সমাজে চাকরিজীবীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে প্রচণ্ড চাপ দেবে। তারা আপনাকে সত্যিই নতুন এবং ঝুঁকিপূর্ণ কোনো আগ্রহ অনুসরণ করতে নিরুৎসাহিত করবে। একটি শিশু চিন্তাহীনভাবে পিতামাতার নির্দেশ অনুসরণ করে। কী ভালো আর কী নয় এবং জিনিসের মূল্য কী তা শেখা হলো শিশুর শেখার গুরুত্বপূর্ণ পাঠ।

কোনো ঝুঁকি না নেওয়াই সবচেয়ে বড় ঝুঁকি!

আমাদের সীমাবদ্ধ বিশ্বাস ভাঙতে হবে এবং ক্ষমতাবর্ধক বিশ্বাস তৈরি করতে হবে সফল ট্রেডার এবং সফল ট্রেডিং কোম্পানির কিছু প্রমাণ দিয়ে যেমন গোল্ডম্যান স্যাকস, পি আর সুন্দর, সুবাশীশ, অলিভার ভেলেজ, ড. ক্রিস্টোফার ক্যাথি, অ্যান্টন ক্রেইল, বেন বার্গগ্রিন ইত্যাদি। এরা সফল ট্রেডার। আপনি ইন্টারনেটে সার্চ করলে অনেক মহান স্টক মার্কেট ডে ট্রেডারের সফল গল্প পাবেন।

অন্যদিকে, আপনি গুগলে গবেষণা করলে ব্যর্থতার গল্পও পাবেন। কোনটি আপনি অনুসরণ করবেন তা আপনার ফোকাস এবং বিশ্বাস ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। তাই, আপনাকে ক্ষমতাবর্ধক বিশ্বাস তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং প্রতিদিন অন্তত ২ বার তা পুনরাবৃত্তি করতে হবে যা ইতিবাচক মানসিক গঠন তৈরি করে।

এখন, আপনার কাছে ব্যাক টেস্টিংসহ ৬টি উচ্চ সম্ভাবনাময় কৌশল আছে, ব্যাক টেস্টিং করুন, লাইভ মার্কেটে পর্যবেক্ষণ করুন, সফল ট্রেডারের মতো চিন্তা শুরু করুন, যা আপনার আত্মবিশ্বাস তৈরি করবে। আপনাকে কল্পনা করতে হবে এই স্বপ্ন সত্যি হলে আপনি কেমন অনুভব করবেন। আপনি অত্যন্ত উদ্যমী, সফল ইত্যাদি অনুভব করবেন। এই ক্ষমতাবর্ধক চিন্তাটি বিশ্বাস করার মতো কি?

আপনার উত্তর এখানে লিখুন

....

....

....

আপনাকে শিখতে হবে মার্কেটকে ধন্যবাদ জানাতে যে এটি আপনাকে বাড়িতে বসে টাকা আয় করতে দিয়েছে। আপনাকে অ্যাফার্মেশন তৈরি করতে হবে এবং সকালে তা পড়তে হবে। আপনি আপনার আত্মবিশ্বাসে উন্নতি দেখতে পাবেন এবং এই নতুন বিশ্বাস ব্যবস্থা প্রয়োগের মাধ্যমে ফলাফল পাবেন।

অবচেতন প্রয়োজন (Subconscious needs)

একটি সিস্টেম্যাটিক অ্যাপ্রোচ এবং বিশ্বাস ব্যবস্থা শেখার পর, আপনাকে বুঝতে হবে আপনার অবচেতন প্রয়োজন কী। যদি অনিশ্চয়তা এবং বৃদ্ধির প্রয়োজন বেশি হয় তবে ট্রেডিং আপনার জন্য। যদি আপনার আরাম এবং গুরুত্বের প্রয়োজন বেশি হয় তবে ট্রেডিং আপনার জন্য নয়। ট্রেডিংয়ে আপনাকে নমনীয় হতে হবে এবং শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে। এটি আমাদের অতীতের সাথে সম্পর্কিত। আপনার ব্যক্তিত্বের ধরন বুঝতে হলে আপনাকে আপনার অবচেতন প্রয়োজন বুঝতে হবে। আমাদের অবচেতন প্রয়োজন এবং আকাঙ্ক্ষা আমাদের মানসিক পরিবেশে তৈরি হয়, এবং সেগুলো বাইরের পরিবেশে পূর্ণ হয়।

"আপসেট" থাকা মানে হলো ভারসাম্যহীনতা। যদি প্রয়োজন পূর্ণ হয় তবে আমরা অভ্যন্তরীণ ভারসাম্যের অবস্থায় থাকি এবং পূর্ণতা বা সুখের অনুভূতি পাই। যদি এই প্রয়োজনগুলো পূর্ণ না হয় এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, আমরা সাধারণত হতাশা, অসন্তুষ্টি এবং বিরক্তি অনুভব করি—এটি হলো আবেগজনিত ব্যথা।

গল্প দিয়ে বুঝুন, যখন কেউ একটি শিশুর কাছ থেকে খেলনা নিয়ে নেয় যে এখনও খেলা শেষ করেনি (হয়তো এটি শিশুর জন্য ভালো), কিন্তু সাধারণ প্রতিক্রিয়া হবে আবেগজনিত ব্যথা। কান্না হলো এই অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাগুলোকে মিটমাট করার একটি সার্বজনীন প্রক্রিয়া। মনোবিজ্ঞানী এবং গবেষকরা খুঁজে পেয়েছেন যে অশ্রু নেতিবাচক চার্জযুক্ত আয়ন দিয়ে গঠিত। যদি চোখ থেকে অশ্রু বের হয়, তবে আপনার নেতিবাচকতা চলে যাচ্ছে। অশ্রু দিয়ে কান্না আমাদের মন থেকে নেতিবাচক চার্জযুক্ত শক্তি দূর করবে এবং আমাদের আবার ভারসাম্যের অবস্থায় ফিরিয়ে আনবে, যদিও মূল আকাঙ্ক্ষা কখনও পূর্ণ হয়নি। এটি প্রতিটি শিশুর ক্ষেত্রেই ঘটে।

কিন্তু যদি এই প্রবৃত্তিগুলো দীর্ঘ সময়ের জন্য মিটমাট না হয় তবে কী ঘটে? স্বয়ংক্রিয়ভাবে এগুলো মনে জমা হয় এবং সাধারণত নেতিবাচকতা প্রকাশ করে যা আসক্তিমূলক দুঃখ, অসুখী এবং নিয়ন্ত্রণহীন আবেগজনিত প্যাটার্নের দিকে নিয়ে যায়।

এই মানসিক গঠন এবং আবেগজনিত প্যাটার্ন ট্রেডিংকে কীভাবে প্রভাবিত করে? যদি আপনি **CPR** এবং ২০ **EMA**-এর নিচে কিনেন তবে ঝুঁকি বেশি। একইভাবে, অনেক ধরনের ট্রেড আছে যেখানে ক্ষতির ঝুঁকি সীমাহীন, আপনি ইতিমধ্যেই জানেন, তবুও আপনি সেই ট্রেড নেন। মার্কেট একটি চলমান বস্তু যা ক্রমাগত গতিশীল। আপনি যদি এটি ক্রমাগত দেখেন তবে ভুল করার সম্ভাবনা বাড়বে। কারণ এটি শুরু করে না, থামে না বা অপেক্ষা করে না। প্রতিটি ট্রেডের একটি সম্ভাব্য পরিণতি থাকে, এটি ক্ষতিও হতে পারে। এমনকি যখন মার্কেট বন্ধ থাকে, তখনও দাম উপরে বা নিচে যেতে পারে। তাই, আপনাকে একটি অ্যালার্ট মেকানিজম ব্যবহার করতে হবে যা আপনাকে সতর্ক করবে যখন দাম আপনার ট্রেডের রেঞ্জে আসবে। এছাড়াও, আপনাকে প্রক্রিয়াটি মানসম্মত করতে হবে যা আপনার ব্যক্তিত্বের সাথে মানানসই। বর্তমানে অধিকাংশ ট্রেডিং মেশিন দ্বারা করা হচ্ছে কিছু প্রোগ্রাম ব্যবহার করে। সেই প্রোগ্রাম ফাঁদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। আপনি যদি ভুল জোনে কাজ করেন তবে আপনিও ফাঁদে পড়বেন।

কিন্তু ভালো বিষয় হলো কিছুই শুরু হয় না যতক্ষণ না আপনি বাই বা সেল বোতাম চাপেন, এটি শেষ হয় যখন আপনি স্কয়ার অফ বোতাম চাপেন। আপনি যতক্ষণ চান ট্রেডে থাকতে পারেন, এবং এটি শেষ হয় না যতক্ষণ না আপনি তা শেষ করতে চান।

তাই, ট্রেডিং পরিবেশে কার্যকরভাবে কাজ করতে হলে আমাদের নিয়ম এবং সীমারেখা প্রয়োজন যা আমাদের আচরণকে নির্দেশনা দেবে, ঠিক যেমন অ্যালগো প্রোগ্রামসহ রোবট।

যদি আপনি ইতিবাচক অনুভূতির অনুশীলনকারী হন তাহলে আবেগগত ভারসাম্যের অবস্থায় থাকার সম্ভাবনা বেশি এবং আপনি যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবেন। ট্রেডাররা ট্রেডিং শুরু করে না কারণ তারা হারার প্রত্যাশা করে। মনে রাখবেন, ক্ষতি হলো ট্রেডারদের নিয়ম, কিন্তু যদি আপনি আপনার ঝুঁকি মূলধনের চেয়ে বেশি হারান তবে সেটিই হলো টাকা। টাকা হারাবেন না। প্রতিটি আগ্রহী ট্রেডারকে প্রথমে শিখতে হয় কীভাবে হারতে হয়, তারপর সে শিখে কীভাবে জিততে হয়।

যেসব ট্রেডার ক্ষতির ভয় পান তারা মার্কেটের ভয় পান না; তারা নিজেদের ভয় পান। একবার একজন ট্রেডার বিশ্বাস করলে যে তার ক্ষতি থামানোর পূর্ণ অধিকার আছে এবং সবসময় বড় ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য কাজ করে, তখন সে আর ভয়ে ট্রেড করবে না। একবার আপনি ট্রেডে প্রবেশ করলে আপনাকে সিস্টেমে আপনার স্টপ-লস লিমিট অর্ডার এবং প্রফিট অর্ডার দিতে হবে যা আপনার আবেগ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করবে।

কিছু ট্রেডার কিছু না জেনেই ট্রেড করে। তারা এমনকি বোঝেও না তারা কী করছে, তারা অন্ধকারে আছে। ট্রেডিং হলো ঝুঁকির সাথে মোকাবিলা করা। দ্রুত ক্ষতি কাটা হলো ঝুঁকি ম্যানেজমেন্টর প্রথম নিয়ম। একটি ছোট ক্ষতি ট্রেডারকে আবেগগত এবং আর্থিকভাবে মুক্ত করে দেয় যাতে সে সাহসের সাথে পরবর্তী ট্রেড নিতে পারে।

আপনাকে নীতিগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে, যদি আপনি সক্ষম না হন তবে আপনি আমাদের কৌশলের উপর ভিত্তি করে একটি অ্যালগো তৈরি করতে পারেন। যদি আপনার কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয় তবে আপনি আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। দক্ষ ট্রেডাররা সহজেই ক্ষতির অবস্থান থেকে সরে আসতে পারে কারণ তারা আত্মবিশ্বাসী যে তারা সবসময় আবার ফিরে আসতে পারবে। ক্ষতি হলো ব্যবসা করার একটি সাধারণ খরচ। সেগুলো দ্রুত এবং সুন্দরভাবে গ্রহণ করুন। সর্বোপরি, ক্ষতিকে আপনার রাগ বা ভয় আকর্ষণ করতে দেবেন না। মনে রাখবেন, আপনার লক্ষ্য হলো লাভ, পরিপূর্ণতা নয়।

টাকাকে আপনার জন্য বুদ্ধিমত্তার সাথে এবং বাস্তবিকভাবে কাজে লাগান। যদি আপনার ক্ষতি বৃদ্ধি পায় তবে আপনি চাপের মধ্যে থাকবেন। শুরুতে চাপের মধ্যে থাকবেন না, অন্যের টাকা পরিচালনা করবেন না যা আপনার উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। অথবা টাকা ধার করবেন না শেয়ার মার্কেট থেকে টাকা বানানোর জন্য। প্রথমে আপনার চাপ নিয়ন্ত্রণে দক্ষ হন। যদি আপনি মনে করেন যে আপনি চাপের মধ্যে আছেন তবে ট্রেডিং রুম ছেড়ে দিন এবং পরিবারের সাথে সময় উপভোগ করুন। এটি আপনার শেখা বিষয়গুলো প্রয়োগ করার ক্ষমতা বজায় রাখবে।

ভোরবেলা বা ট্রেডিংয়ে প্রথমবার আমরা যা করি তার সবকিছুর উপর আমাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে। ট্রেডিং পরিবেশে কিছু সীমাবদ্ধতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের সাথে কাজ করা প্রয়োজন যদি আমরা ধারাবাহিক সফলতা অর্জন করতে চাই। অ্যালগো ডিজাইন করার সময়ও আপনার বিশ্বাস ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের মনে থাকা অধিকাংশ বিশ্বাস আমাদের সামাজিক পটভূমির ফলস্বরূপ দেওয়া হয়েছে এবং অন্যদের গ্রহণ করা অভ্যাসের উপর ভিত্তি করে। বুঝতে হবে, অধিকাংশ বিশ্বাস আমাদের মনে অর্জিত হয়েছে এবং আমাদের মনে উৎপন্ন হয়নি। অনেক অস্বীকৃত নেতিবাচক বাধ্যবাধকতা কখনও মন থেকে বিদায় নেয়নি এবং এখনও আমাদের ভেতরে হতাশা, রাগ, হতাশা, অপরাধবোধ বা প্রতিশোধ হিসেবে বিদ্যমান। আমাদের মনে এই নেতিবাচক অনুভূতিগুলোর জমা আমাদের মানসিক পরিবেশে একটি শক্তি হিসেবে কাজ করে যা আমাদেরকে লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করে যেকোনো কিছুর বিরুদ্ধে যা আমাদের স্বাধীনতা অস্বীকার করে যা আমরা করতে চাই, যখন আমরা করতে

চাই। যদি আপনার এমন কোনো প্রতিশোধমূলক চিন্তা থাকে তবে তা লিখে ফেলুন যাতে তা আপনার মন থেকে দূর হয়.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে, আপনাকে নির্দেশিকা তৈরি করতে হবে, এবং আপনাকে অবশ্যই শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে এবং আপনার নিয়ম মানার সাহস থাকতে হবে। ভাবুন, কিছুই বাস্তবায়িত হয় না যতক্ষণ না আমরা শুরু করতে সম্মত হই, আমরা যতক্ষণ চাই ট্রেডে থাকি, এবং সিস্টেম আপনার সামনে আছে আপনি যেকোনো সময় খেলা থামাতে পারেন। যেসব ট্রেডার প্রশিক্ষিত নয় এবং তাদের কৌশল ও কাজের ফলাফলের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত নয়, তারা সবসময় বিভ্রান্তিতে থাকে। আপনার ক্ষতির জন্য অন্য কোনো ব্যক্তি বা মার্কেটকে দোষারোপ করা উচিত নয়। ট্রেডিংয়ের বাস্তবতা হলো, যদি আপনি ধারাবাহিকতা তৈরি করতে চান, তবে আপনাকে শিক্ষাগত ভিত্তি এবং মানসিক গঠন থেকে শুরু করতে হবে যাতে ফলাফল যাই হোক না কেন, আপনি শেষ পর্যন্ত দায়ী থাকেন।

আমি ৬টি প্যাটার্ন দিয়েছি, দাম প্যাটার্ন তৈরি করলে আপনাকে এন্ট্রি নিতে হবে এবং অন্য সময়ে অপেক্ষা করতে হবে এবং চেষ্টা করতে হবে যেন সাধারণ ট্রেডে প্রবেশ না করেন। এটি ফাঁদের জোনগুলোকে ফিল্টার করতে পারে। আমি সাধারণ ট্রেডিংকে সংজ্ঞায়িত করি দুর্বলভাবে পরিকল্পিত ট্রেড বা একেবারেই পরিকল্পিত নয় এমন ট্রেড হিসেবে।

যখন আপনার অবচেতন প্রয়োজন পূর্ণ হয় তখন আপনি সুখী মানসিক অবস্থায় থাকেন। আপনাকে সন্তুষ্টি এবং সুখের মতো ইতিবাচক অনুভূতির অনুশীলন করতে হবে সফল ট্রেডার হতে। আপনি এই কৌশলগুলো ট্রেড করার সময় আরও আত্মবিশ্বাসী হতে পারেন। আপনার ব্যক্তিগত জীবনও আপনার ট্রেডিং জীবনে প্রভাব ফেলে। আপনার ব্যক্তিগত জীবন শান্তিপূর্ণ, সন্তুষ্ট এবং সুখী হওয়া উচিত। ব্যস্ত ব্যক্তিগত জীবন আপনার ট্রেডিং ক্যারিয়ারকে প্রভাবিত করতে পারে।

আবেগগত শৃঙ্খলা

যখনই কোনো লেনদেনে টাকা জড়িত থাকে, মানুষ আবেগপ্রবণ হয়ে যায়। আপনি হয়তো শৈশব থেকে শুনেছেন টাকা হারাবেন না। তাই মানুষ চেষ্টা করে ক্ষতি দ্রুত এবং আনন্দের সাথে মেনে নিতে না।

আমার ট্রেডিংয়ের মূল বিষয় হলো ২:১ রিওয়ার্ড রিস্ক রেশিও ট্রেড শনাক্তকরণ এবং সঠিকভাবে বাস্তবায়ন। এটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এবং আমি একে ৮০/২০ ট্রেড বলি। আমি ৮০/২০ ট্রেডকে সংজ্ঞায়িত করি এমন সেটআপ হিসেবে যা ঐতিহাসিকভাবে প্রায় ৮০ শতাংশ সময় লাভজনক হয়েছে। আপনাকে এমন ট্রেড করা উচিত নয় যা সেটআপ অনুযায়ী নয়।

ইন্ট্রাডে ট্রেডিংয়ের জন্য একটি নিখুঁত কৌশল প্রয়োজন যা নিফটি এবং ব্যাংক নিফটিতে ২ রিস্ক-রিওয়ার্ড রেশিও দেয়। আমাদের উচ্চ সম্ভাবনাময় কৌশলগুলো সফল ট্রেডিংয়ে সাহায্য করবে। শেয়ার মার্কেটে একটি সাধারণ কথা হলো ট্রেন্ড হলো বন্ধু, কিন্তু প্রশ্ন হলো সঠিক ট্রেন্ড কীভাবে শনাক্ত করবেন। এই ৬টি ট্রেডিং কৌশল এবং **CPR** ইন্ডিকেটর আপনাকে সবচেয়ে সঠিক ট্রেন্ড খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। ট্রেডিংয়ের সময় আপনাকে শুধু নিয়ম বা প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করতে হবে। যদি আপনি প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করতে সক্ষম না হন তবে একজন কর্মচারী নিয়োগ করুন যে আপনার হয়ে ট্রেড বাস্তবায়ন করতে পারে।

আমরা ট্রেডিংকে অপেক্ষার খেলা বলি নিম্নলিখিত পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়ার জন্য। লাভের উপর মনোযোগ দেওয়া লাভ তৈরি করবে না, বরং ক্ষতি কমানো অবশ্যই আপনাকে মার্কেটে বাঁচাবে। কখনও কখনও আমরা ট্রেড মিস করি প্যাটার্ন দেরিতে চিনতে পারার কারণে বা কখনও কখনও মুভমেন্ট এত দ্রুত হয়, যা কম্পিউটার প্রোগ্রাম দ্বারা তৈরি হতে পারে। ট্রেড মিস করা হলো খেলার অংশ, বলেছেন মি. চার্লি মাঙ্গার, বার্কশায়ার হ্যাথাওয়ের ভাইস চেয়ারম্যান। তাই খুব বেশি চিন্তা করবেন না, মার্কেট আপনার ব্যবসায়িক অংশীদার এবং এটি আপনাকে ট্রেডিং ব্যবসা করার অনেক সুযোগ দেয়।

ট্রেডিং উপভোগ করুন, যা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন তা করুন। প্রতিটি কাজের সাথে কিছুটা চাপ থাকে। এবং মানুষ বলে তাদের কাজ বিরক্তিকর। ট্রেডিং আলাদা নয়; আপনাকে আপনার ধৈর্যের সময় নির্ধারণ করতে হবে এবং সেই সময়ের জন্য ট্রেডিং করতে হবে। আমার মতো, আমি দিনে সর্বোচ্চ ২ থেকে ৩ ঘণ্টা ট্রেডিং করতে পছন্দ করি। মানুষ ঝুঁকি নিতে চায় কিন্তু নিয়ন্ত্রণের বাইরে পরিস্থিতি অপছন্দ করে। তাই সেরা সমাধান হলো আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী অতিরিক্ত ট্রেডিং এবং অতিরিক্ত সময়সূচি এড়িয়ে চলা।

পেশাদার ট্রেডারদের জন্য ৭টি ট্রেড করা স্বাভাবিক এবং তাদের জন্য এটি অতিরিক্ত ট্রেডিং নয়, কারণ অভিজ্ঞতা আছে। আপনার সামর্থ্য নির্ধারণ করুন এবং এমন লাভ করুন যা আপনি সহজে গ্রহণ করতে পারেন। আপনাকে আপনার জীবন উপভোগ করতে হবে। সুখ হলো

মানুষের প্রকৃত স্বভাব, তাই আপনাকে ছুটি এবং ভ্রমণে যেতে হবে। মুহূর্ত উদযাপন করুন, জন্মদিন, পারিবারিক অনুষ্ঠান আদর্শ এবং সেরা মানসিক অবস্থার জন্য।

সিদ্ধান্ত ক্লান্তি এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করে যেখানে আপনি খারাপ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তাই আপনাকে অবিশ্বাস্যভাবে মনোযোগী, সংগঠিত হতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে আপনার ব্যক্তিগত জীবন অত্যন্ত সহজ এবং পরিচালনাযোগ্য যাতে আমরা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারি।

আপনার মানসিকতা হলো আপনার সবচেয়ে বড় সম্পদ। আপনি প্রশিক্ষণ এবং অ্যাফার্মেশন ও ভিজুয়ালাইজেশনের মতো টুল ব্যবহার করে একটি খুব ভালো মানসিকতা তৈরি করতে পারেন। যখন আপনি প্রতিদিন অনুশীলন করেন এবং সন্তুষ্টি, কৃতজ্ঞতা, আবেগ, ভালোবাসা এবং সমৃদ্ধির মতো ইতিবাচক অনুভূতিতে দক্ষ হন। তখন এই ক্ষেত্রটি আপনার জীবনে বৃদ্ধি পাবে।

কিন্তু সাধারণভাবে, মানুষের একটি অভাব মানসিকতা থাকে যা সফলতার সবচেয়ে বড় সমস্যা। তাই তারা মিস করার ভয় (**FOMO**) অনুশীলন করে এবং প্রতিটি ট্রেড নিতে চেষ্টা করে। তাই আপনাকে ট্রেড জোর করে নেওয়া উচিত নয়, কেবল তখনই ট্রেড করুন যখন উচ্চ সম্ভাবনাময় ট্রেড থাকে।

মনস্তত্ত্ব এবং যুক্তির সমস্যাটি হলো আমাদের মার্কেটের সরাসরি অভিজ্ঞতা কিছুটা ভিন্ন কথা বলে। যদি আপনি বাধ্যবাধকতা এড়াতে চান তবে আপনি অগঠিত, এলোমেলো ট্রেডিংয়ের প্রতি সংবেদনশীল হবেন এবং বন্ধু ও সামাজিক মাধ্যম থেকে টিপস নেওয়ার প্রতি সংবেদনশীল হবেন। যখন আমরা আমাদের ধারণার উপর কাজ করি, আমরা সৃজনশীল হই এবং আমাদের ধারণা কতটা ভালো কাজ করেছে তার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া পাই। যখন আমরা একটি অপ্রস্তুত, সাধারণ ট্রেডে প্রবেশ করি, মানুষ তাদের বন্ধুদের খারাপ ধারণার জন্য দোষারোপ করে দায়িত্ব এড়িয়ে যায়।

কীভাবে ট্রেডিং মনস্তত্ত্ব এবং শৃঙ্খলা উন্নত করবেন

খুবই উদ্দেশ্যমূলকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং বিভ্রান্তি দূর করার মাধ্যমে আপনি আরও ভালো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন। ট্রেডাররা কখনও কখনও সেরা সিস্টেমের নিয়মও লঙ্ঘন করে। এটিকে মানব প্রকৃতির অংশ হিসেবে বিবেচনা করুন, অথবা স্বাধীন ইচ্ছার অনুশীলন হিসেবে। কে জানে! কোনো কোনো সময়ে এটি আপনার পক্ষে যেতে পারে। সবশেষে,

ট্রেডাররা মানুষ এবং প্রায়ই অত্যন্ত আবেগপ্রবণ যা অন্যদের থেকে আলাদা করে। তাই তারা ছোট রোবটের মতো যুক্তি অনুসরণ করে না। এজন্য সেরা প্রাতিষ্ঠানিক খেলোয়াড়রা আবেগকে দূরে রাখতে কম্পিউটার প্রোগ্রাম ব্যবহার করে। যদিও তারা নিয়ন্ত্রণযোগ্য ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।

বিশ্বাস করুন, আমি শৃঙ্খলা এবং শুধুমাত্র সেই ট্রেড নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে পারি যা সিস্টেম দ্বারা নির্দেশিত। এমন মুহূর্ত আসবে যখন ট্রেডাররা, আমিসহ, সিস্টেমকে উপেক্ষা করবে এবং তাদের বোকামি পথে ট্রেড করবে। যখন এটি আপনার সাথে ঘটে, তখন আপনার নিজস্ব আবেগপ্রবণ, হাস্যকর কারণ থাকবে। কেউ আপনাকে এই ভুলগুলো করা থেকে থামাতে পারবে না। আপনি নিজেকেও থামাতে পারবেন না! কিন্তু যদি আপনি একটি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারেন, তবে আপনি এই ট্রেডগুলোতে আপনার সমস্ত মূলধন ব্যবহার করবেন না। এই বই "**Profitable Trading Strategies with Psychology**" পড়ার পর ভুল হতে পারে, কিন্তু আপনি ১% মূলধন ঝুঁকিতে রাখবেন, ৫% নয়।

সঠিক সেটআপ সামনে এলে সময়ে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। যদি আপনি অধ্যায় ৮-এ উল্লেখিত কৌশলগুলো অনুসরণ করেন, এবং সেই ট্রেডাররা যারা তাদের ট্রেডে আত্মবিশ্বাসী। একজন ব্যক্তি যে নিজের উপর বিশ্বাস রাখে যা করতে হবে তা দ্বিধাহীনভাবে করতে, তারা সফল হয়। তারা আর মার্কেটের পরিবর্তনশীল আচরণের ভয় পায় না।

সেরা ট্রেডাররা হলো তারা যারা ব্যক্তিগত জীবন এবং ট্রেডিং জীবনের বিশৃঙ্খলাকে শান্তভাবে, যৌক্তিকভাবে এবং নিরাবেগভাবে সামলায়। অতীতে যা ঘটেছে আপনি তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না, আপনি তা থেকে শিখতে পারবেন, কিন্তু সফলতা আপনার সামনে। একটি বাস্তব ট্রেডারের নেটওয়ার্ক তৈরি করুন যা আপনাকে সাহায্য করবে যখন আপনার সমস্যা হবে। আমাদের মেন্টরশিপ প্রোগ্রামে আমরা রিটেইল ট্রেডারদের এগিয়ে দিই, যেখানে আপনি সঠিক দিকনির্দেশনা পান। আমরা তাদের **WISH** ফ্রেমওয়ার্ক দিই যা তাদের ট্রেডিং ক্যারিয়ার গড়তে সাহায্য করে। আপনি যদি আরও শিখতে চান তবে আমাদের প্রফেশনাল ট্রেডিং মাস্টারক্লাসে যোগ দিতে পারেন আপনার অবচেতন দক্ষতা তৈরি করতে।

ট্রেডিং ব্যবসার রিপোর্ট – ট্রেডিং জার্নাল এনালাইসিস

একটি ট্রেডিং জার্নাল হলো একটি লগ যা আপনি আপনার ট্রেডগুলো রেকর্ড করতে ব্যবহার করতে পারেন। একটি ব্যবসায়িক রিপোর্ট তৈরি করা এবং ট্রেডিং জার্নাল পূরণ করা নতুন ট্রেডারদের দ্বারা সবচেয়ে কম ব্যবহৃত টুলগুলোর একটি। ট্রেডগুলোকে সংক্ষেপে তুলে ধরা, কী ঠিক হলো বা কী ভুল হলো তা এনালাইসিস করা ভবিষ্যতের ভুল প্রতিরোধে সাহায্য করবে। যদি একই ভুল বহুবার ঘটে, তবে তা একটি এরর হয়ে যায় এবং অন্ধ বিন্দুর মতো এরর দূর করা কঠিন হয়ে পড়ে। আপনার ভুলগুলো দেখতে একটি আয়না প্রয়োজন, একটি ট্রেডিং জার্নাল আপনাকে আপনার প্রকৃত ছবি এবং আচরণগত প্যাটার্নগুলো দেখতে সাহায্য করে।

চিত্র ১১.১-এ আমি আপনাকে একটি স্ট্যান্ডার্ড ব্যবসায়িক রিপোর্ট ফরম্যাট দিচ্ছি, আপনাকে এটি প্রতিদিন ব্যবহার করতে হবে। এর প্রিন্ট নিন এবং একটি বই তৈরি করুন। আপনার প্রিন্টেড ওয়ার্কশিট আপনার ট্রেডগুলো ট্র্যাক এবং ম্যানেজ করতে সাহায্য করবে। এটি আপনার ব্যবসা উন্নত করার একটি উপায়, এবং এটি আপনাকে আরও ভালো হতে সাহায্য করবে যেখানে আপনি সফল হয়েছেন এবং কোথায় আপনি পিছিয়ে আছেন তা দেখতে। এই ট্রেডিং জার্নালের একটি প্রিন্টআউট নিতে এবং নিয়মিতভাবে পূরণ করতে ভুলবেন না। আমরা স্বাভাবিকভাবে এই কার্যকলাপ এড়িয়ে যাই। যদি আমরা আমাদের জার্নালে লেখার অভ্যাস তৈরি করি, আমাদের শরীর অনুভব করে যেন প্রতিবারই লিখতে হবে। হ্যাঁ, একটি ট্রেডিং জার্নাল কিছুটা বেশি প্রচেষ্টা নেয়, কিন্তু আপনি যদি লেনদেনের পর সময় দেন, সেই প্রচেষ্টা আপনাকে অনেক উপকার করবে! এই জার্নালটি কাছে রাখুন এবং প্রতিটি ট্রেড করার পর সবসময় রেকর্ড করুন।

Daily Business Report - Trading Journal

Month - September, Week - 3rd

Sl NO.	Script / Nifty / BN	No. of Lot / Qty	Strategy	Conviction	Position (Long / Short)	Reward to Risk	Points	P&L	Rules followed	Emotions	Note
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
Total											

চিত্র ১১.১ ব্যবসায়িক রিপোর্ট – ট্রেডিং জার্নাল ফরম্যাট

কেন ট্রেডিং জার্নাল উপকারী

- জার্নাল লাভজনক ট্রেডের ধারাবাহিকতা বাড়াতে পারে।
- এগুলো আপনার ট্রেডিং স্টাইলে দুর্বল দিক এবং শক্তিশালী দিকগুলো শনাক্ত করতে সাহায্য করে।
- জার্নাল আপনাকে দায়বদ্ধ রাখতে পারে।
- জার্নাল আপনাকে আপনার সেরা ট্রেডিং কৌশল বেছে নিতে সাহায্য করতে পারে।
- একটি জার্নাল রাখা সহজ, তবে ট্রেডিং পরিকল্পনা উন্নত করার জন্য অত্যন্ত কার্যকর উপায়।

ট্রেডের কারণ উল্লেখ করুন

কারণ হতে পারে ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন কনফার্মেশন, সেন্ট্রাল পিভট রেঞ্জ এবং ২০ এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজের উপরে লং। একবার আপনি বহু ট্রেড সম্পন্ন করলে আপনি এই তথ্যের উপর প্রতিফলন করতে পারবেন দেখতে আপনার ট্রেডিংয়ের কারণগুলো ভালো ফলাফলে সাহায্য করছে কি না। এটি আপনাকে কোন কৌশল ভালো কাজ করছে এবং আপনার ব্যক্তিত্বের সাথে মানানসই তা নির্ধারণে সাহায্য করতে পারে।

ট্রেডের দৃঢ়তা (Conviction)

দৃঢ়তা হলো আপনি ট্রেড সম্পর্কে কী অনুভব করছেন। যদি আপনি একটি টেকনিক্যাল প্যাটার্নের ভিত্তিতে ট্রেড করছেন এবং যদি প্যাটার্ন, চেকলিস্ট কয়েকটি নিয়মের জন্য ভালো রেটিং দেয়, তবে আমরা দৃঢ়তাকে 'উচ্চ' হিসেবে তালিকাভুক্ত করতে পারি। তবে, যদি প্যাটার্নগুলো প্যারামিটারে মেলে না, তবে দৃঢ়তা 'মাঝারি' বা 'নিম্ন' হতে পারে। আপনার দৃঢ়তা লিখে রাখার মাধ্যমে, আপনি প্রতিটি দৃঢ়তার স্তরে কতগুলো সফল ট্রেড করেছেন তা গণনা করতে পারবেন। এটি আপনাকে নির্ধারণে সাহায্য করবে আপনি কেবল তখনই ট্রেড করবেন যখন আপনি খুবই নিশ্চিত।

ট্রেডিং জার্নালে ইমোশন ট্র্যাক করুন

আপনি আপনার অনুভূতিগুলো ট্রেডিং রিপোর্ট বা জার্নালে রেকর্ড করতে পারেন। কিছু ট্রেডার একটি মানদণ্ড যোগ করেন তারা ট্রেড করার সময় আবেগগতভাবে কী অনুভব করছেন। আপনি যা অনুভব করছেন তা বিশ্লেষণে সাহায্য করবে, সঠিকভাবে মাপুন।

ট্রেডগুলো সরাসরি ট্রেডের পর লিখুন

ট্রেডের বিস্তারিত সরাসরি ট্রেডের পর লিখে রাখার অভ্যাস করুন, যখন এটি এখনও নতুন। এভাবে আপনাকে মনে রাখতে হবে না কেন আপনি ট্রেড নিয়েছিলেন। এটি আপনার মনকে স্বস্তি দিতে পারে। নিশ্চিত করুন এটি কেবল তখনই করুন যখন আপনি আপনার স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট দিয়েছেন।

তথ্য সংগ্রহ এবং এনালাইসিস করুন

২০টি ট্রেডের পর আপনার কাছে যথেষ্ট তথ্য থাকবে, আপনি আপনার ট্রেড জার্নালে তথ্যগুলো সংকলন করতে পারবেন। যদি আপনার জার্নালে দৃঢ়তার মানদণ্ড থাকে, তবে উচ্চ, মাঝারি এবং নিম্ন দৃঢ়তায় করা সফল ট্রেডের সংখ্যা মিলিয়ে নিন। একবার এই তথ্য পেলে আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন কখন ট্রেড করা মূল্যবান, যখন আপনার দৃঢ়তা উচ্চ বা নিম্ন।

উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি ১০টি ট্রেডে উচ্চ দৃঢ়তা বজায় রাখেন এবং তার মধ্যে সাতটি সফল ট্রেড হয় (টেক-প্রফিট হিট হয়েছে) তবে এটি আপনার অতীত ট্রেডে ৭০% সফলতার সম্ভাবনা। যদি আপনার দৃঢ়তা নিম্ন হয় ১০টি ট্রেডে এবং কেবল তিনটি সফল ট্রেড হয় তবে এটি ৩০% সফলতার সম্ভাবনা। তাই, আপনি সিদ্ধান্তে পৌঁছাবেন যে কেবল তখনই ট্রেড করা মূল্যবান যখন আপনার দৃঢ়তা উচ্চ। আপনি বিভিন্ন মানদণ্ডের জন্য এই ধরনের এনালাইসিস করতে পারেন যাতে আপনি আপনার ট্রেডিং পারফরম্যান্স প্রতিফলিত করতে এবং উন্নত করতে পারেন।

উপসংহার

যে কোনো কিছু যা মাপা যায় তা উন্নত করা যায়।

শৃঙ্খলাবদ্ধ সাফল্য এবং সাফল্য বজায় রাখা

একবার আপনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলে, আপনি শৃঙ্খলা এবং কঠোর পরিশ্রম বজায় রাখলে শেয়ার মার্কেট থেকে মিলিয়ন আয় করতে পারবেন।

শৃঙ্খলা মানে হলো নিজেকে প্রশিক্ষণ দেওয়া নিয়ম মেনে চলার জন্য বা একটি নির্দিষ্ট ধরনের আচরণ অনুসরণ করার জন্য যাতে ধারাবাহিকভাবে সফলতা পাওয়া যায়। একবার আপনি আপনার ধারণাগুলো এই ৬টি কৌশলের সাথে তৈরি করলে, আপনি সেগুলো আপনার মেন্টরের সাথে আলোচনা করতে পারেন। আপনাকে মনে রাখতে হবে ট্রেডিং হলো মার্কেটে সুযোগের একটি ফাংশন। কখনও কখনও আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন করি, যা শৃঙ্খলা বজায় রাখার মাধ্যমে এড়ানো যায়। শৃঙ্খলার মাধ্যমে সফল হওয়া এবং দীর্ঘ সময় ধরে সফলতা বজায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য আপনাকে নিজের একটি নতুন সংস্করণ তৈরি করতে হবে, যেমন একজন ভাস্কর একটি মডেলের প্রতিরূপ তৈরি করে। ট্রেডিংয়ে আপনার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো ধারাবাহিকভাবে লাভ তৈরি করা। সেরা ট্রেডাররা কয়েকটি অনন্য উপায়ে চিন্তা করে। সফল ট্রেডাররা তাদের ট্রেডিং থেকে ভয় এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতার প্রভাব কার্যকরভাবে দূর করেছে। একবার ভয় চলে গেলে, এবং আপনি অধ্যায় ১১-এ উল্লেখিত ট্রেডিং জার্নাল অনুসরণ করলে তখন আর এই ভুলগুলো করার কোনো কারণ থাকবে না এবং ফলস্বরূপ সেগুলো কার্যত আপনার ট্রেডিং থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

আপনার মানসিক পরিবেশ গঠন

কখনও কখনও ধারাবাহিকভাবে জয়ী ট্রেড থেকে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস জন্ম নেয়। একজন ট্রেডারের জন্য জয়ী হওয়া তাকে পরবর্তী অপ্রস্তুত ট্রেড নিতে প্ররোচিত করতে পারে। তাই, আপনাকে ট্রেডিংয়ে শৃঙ্খলা বজায় রাখা শিখতে হবে। আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত লাভ পাওয়ার পর ট্রেডিং বন্ধ করতে পারেন।

উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি নিম্নলিখিত দুইজন ট্রেডারের মধ্যে একজনকে আপনার টাকা পরিচালনার জন্য বেছে নিতে চান, আপনি কাকে বেছে নেবেন?

প্রথম ট্রেডার একটি সাধারণ ট্রেডিং কৌশল ব্যবহার করে কিন্তু এমন একটি মানসিকতা ধারণ করে যা মার্কেট তথ্য পরিবর্তন, দ্বিধা বা এক কৌশল থেকে অন্য কৌশলে লাফিয়ে পড়ার প্রতি সংবেদনশীল নয়।

দ্বিতীয় ট্রেডার একজন অসাধারণ বিশ্লেষক কিন্তু এখনও ভয়ের সাথে কাজ করছে। ভয়ের কারণে সে খবর দেখে এবং শেষ মুহূর্তে ধারণাগুলো যাচাই করার চেষ্টা করে যা তাকে সংবেদনশীল করে তোলে।

আপনি কাকে বেছে নেবেন এবং কেন?

....
....
....
....
....
....
....

আপনার কথা পরিষ্কার, প্রথম ট্রেডার আপনার টাকায় অনেক ভালো ফলাফল অর্জন করবে। ভাবার কিছু নেই যে ট্রেডিং হলো টাকা বানানোর সবচেয়ে সহজ উপায়।
প্রাথমিকভাবে, যখন নতুন ট্রেডার তার প্রথম ট্রেড নেয়, ভয় না থাকার কারণে এটি একটি নিরুদ্বেগ মানসিক অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। এবং আপনি ট্রেড জিতেন, যা একটি নিরুদ্বেগ মনোভাব তৈরি করে যা একটি জয়ী মনোভাবের উপজাত। ট্রেডিংকে এত আকর্ষণীয় এবং একইসাথে শেখার জন্য সমস্যাজনক করে তোলে কারণ আপনাকে উভয়ই সিস্টেম্যাটিক কৌশল এবং একটি প্রকৃত জয়ী মনোভাব প্রয়োজন। পূর্বাভাসকারীদের দক্ষতা আছে, কিন্তু তাদের জয়ী মনোভাব নেই। তারা ভয়ের মধ্যে কাজ করছে। নতুন ট্রেডার জয়ী মনোভাবের অনুভূতি পায় কারণ সে ভয় পাচ্ছে না। কিন্তু এর মানে এই নয় যে তার জয়ী মনোভাব আছে; এর মানে কেবল সে তার ট্রেডিং কার্যকলাপ থেকে কোনো ক্ষতির অভিজ্ঞতা অর্জন করেনি যা তাকে ভয় পাইয়ে দিতে পারে বা আবেগজনিত ব্যথা তৈরি করতে পারে।

হারানো এবং ভুল হওয়া ট্রেডিংয়ের অনিবার্য সত্য। যখন নতুন ট্রেডার অবশেষে ট্রেডিংয়ে টাকা হারায় তখন কী ঘটে? এটি কি তার নিরুদ্বেগ মানসিক অবস্থাকে প্রভাবিত করবে? উত্তর তার অভিজ্ঞতা এবং প্রত্যাশার উপর নির্ভর করবে। এবং সে কীভাবে অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করে তা তার বিশ্বাস এবং মনোভাবের উপর ভিত্তি করে।

আমরা অনেক নতুন ট্রেডারকে দেখেছি: ক্ষতির পর তারা আবেগজনিত ব্যথায় ভোগে। ফলস্বরূপ, তার ট্রেডিং সম্পূর্ণ নতুন একটি গুণ ধারণ করবে। ট্রেডার সেই নিরুদ্বেগ মানসিক অবস্থা হারাবে, কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, সে অনুভব করে এবং মার্কেটকে দোষ দেয়। সে বন্ধুকে বলে, মার্কেট তাকে যে ব্যথা দিচ্ছে তার কারণ। লক্ষ্য করুন আমাদের ট্রেডার ক্ষতির জন্য মার্কেটকে দোষ দিচ্ছে।

ক্ষতি করার পর, তারা লাভজনক ট্রেডিং কৌশল শিখতে চায়। যখন তারা কৌশলগুলো শেখে, তখন তাদের ট্রেডিংয়ের জন্য মূলধন নাও থাকতে পারে। তাই আপনি যদি এই বই পড়েন, আপনাকে শুধু শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে হবে এবং ২:১ রিওয়ার্ড রিস্ক রেশিওতে লাভ বুক করতে হবে, অন্যথায় সিস্টেম অনুযায়ী সুরক্ষা ট্রেইল করতে হবে আপনার ঝুঁকি কমানোর জন্য।

নতুন ট্রেডার মার্কেটকে তার প্রত্যাশা এবং আশা পূরণ করতে চায়। সমাজ বা পরিবারে এটি কাজ করতে পারে, কিন্তু মার্কেটে তা হয় না। সমাজে আমরা আশা করতে পারি অন্যরা যুক্তিসঙ্গত এবং দায়িত্বশীল বা প্রত্যাশিতভাবে আচরণ করবে। অন্যদিকে, মার্কেটের কোনো উদ্বেগ নেই আমাদের এমন কিছু দেওয়ার যা আমাদের উপকারে আসবে। বাস্তবে, ট্রেডাররা এমনকি জানেও না তার এই ধরনের চিন্তার অভ্যাস আছে কি না। যখন আপনি মার্কেটের সাথে আপনার সম্পর্ক দেখেন, আপনার উদ্দেশ্য হলো মার্কেট থেকে টাকা বের করা, কিন্তু মনে রাখবেন, একই সময়ে মার্কেটের উদ্দেশ্য হলো আপনার কাছ থেকে টাকা বা মূলধন বের করা। আপনি টাকা বানানোর জন্য একটি ট্রেড দেন, একইভাবে, বিশ্বের প্রতিটি ট্রেডার একই কারণে টাকা বিনিয়োগ করে।

ট্রেডিং প্রেক্ষাপটে মার্কেট হলো একদল মানুষ বা কোম্পানি যারা একে অপরের কাছ থেকে টাকা বের করার জন্য পারস্পরিক ক্রিয়ায় যুক্ত থাকে। মার্কেটের ব্যক্তিগত ট্রেডারের প্রতি কী দায়িত্ব আছে? এর কারও প্রতি কোনো দায়িত্ব নেই; এটি কেবল এই কার্যকলাপকে সহজতর করার জন্য তৈরি নিয়ম অনুসরণ করে। আপনি যদি মার্কেটকে দোষ দেন তবে এর মানে আপনি এই সত্য মেনে নেননি যে মার্কেট আপনার কাছে কিছু পাওনা নয়। বরং, আপনাকে একটি স্মার্ট সিস্টেম্যাটিক পদ্ধতি এবং শৃঙ্খলা প্রয়োজন যা দিয়ে আপনি যা চান তা পেতে পারেন, মার্কেট তা দিতে প্রস্তুত। কিন্তু যখন আপনি আবেগে থাকেন এবং আপনার আশা ও আকাঙ্ক্ষা মার্কেটের উপর প্রক্ষেপণ করেন এবং আশা করেন মার্কেট আপনার জন্য কিছু করবে। যখন তা করে না, তখন আপনি রাগান্বিত, হতাশ এবং প্রতারিত অনুভব করবেন।

দায়িত্ব নেওয়া এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখা মানে হলো অবচেতনভাবে স্বীকার করা এবং গ্রহণ করা যে একজন ট্রেডার হিসেবে আপনার সফলতা বা ব্যর্থতার জন্য আপনি দায়ী। মার্কেটের উদ্দেশ্য হলো আপনাকে আপনার টাকা থেকে বিচ্যুত করা;

কিন্তু তা করতে গিয়ে এটি আপনাকে টাকা বানানোর জন্য অসীম সুযোগের ধারা প্রদান করে।

মার্কেট নিরপেক্ষ, যার মানে মার্কেট জানে না আপনি কী চান, বা তা নিয়ে চিন্তিত নয়, যতক্ষণ না আপনি একটি পজিশন নেন। ৬টি কৌশল শেখার পর প্রথম বড় পদক্ষেপ হলো সম্পূর্ণ এবং পরম দায়িত্ব নেওয়া এবং সিস্টেম অনুসরণ করা।

যদি আপনি মার্কেট সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি চান, তবে আপনার মনকে ভয় এবং লোভের মতো আবেগ থেকে তুলনামূলকভাবে মুক্ত রাখতে হবে। এগুলো বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে আপনার সফলতা বাধাগ্রস্ত করতে পারে। আনন্দ থেকে দুঃখে হঠাৎ পরিবর্তন সাধারণত একটি বড় মনস্তাত্ত্বিক বিস্ময় তৈরি করে। খুব কম মানুষ নিজেদের আয়ত্ত করে এবং সহজে এই ধরনের অভিজ্ঞতা পরিচালনা করতে শেখে। তাই আপনাকে আবেগ নিয়ন্ত্রণে সন্ন্যাসীর মতো হতে হবে।

কিছু অভিজ্ঞতার পর, আপনি জ্ঞান অর্জন করতে পারেন, কিন্তু এখন আপনি দেখতে পাবেন যে আপনার ট্রেড সম্পাদনে সমস্যা তৈরি হয়েছে। কখনও ট্রেডার অতিরিক্ত এনালাইসিস করে, নিজেকে দ্বিতীয় মতামত জিজ্ঞাসা করে, অথবা একেবারেই ট্রেডে টাকা রাখে না, যদিও মার্কেট আপনাকে স্পষ্ট সংকেত দেয় তা করার জন্য। ট্রেডারদের জন্য মার্কেট জয় করার একমাত্র উপায় হলো মার্কেট জ্ঞান এবং সময়মতো পদক্ষেপ।

শৃঙ্খলা হলো আপনার লক্ষ্য এবং আপনার অর্জনের মধ্যে একটি সেতু।

ধৈর্য হলো এমন একজনের অসাধারণ গুণ যিনি অপেক্ষার সময় সর্বোত্তম মনোভাব বজায় রাখেন। কিন্তু আসল সত্য হলো আমাদের মন উভয় শারীরিক এবং আবেগজনিত ব্যথা এড়াতে প্রোগ্রাম করা। আমাদের মন বিভিন্ন উপায়ে আমাদের সেই তথ্য থেকে রক্ষা করে যা আমরা বেদনাদায়ক হিসেবে উপলব্ধি করি।

মন বেদনাদায়ক তথ্য অস্বীকার করে, উদাহরণস্বরূপ একটি ক্ষতির ট্রেডে থাকাকালীন আপনি বন্ধুদের ফোন করেন, উচ্চতর টাইমফ্রেমে এনালাইসিস করেন, এমন ইন্ডিকেটর দেখেন যা আপনি কখনও ব্যবহার করেননি। এগুলো সবই বেদনাহীন তথ্য সংগ্রহের কার্যকলাপ। অবচেতন স্তরে, আমাদের মন স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমাদের সচেতনতা থেকে তথ্য বাদ দেবে।

মনে রাখবেন, মার্কেট আচরণের প্যাটার্ন তৈরি করে এবং প্যাটার্নগুলো পুনরাবৃত্তি হয়, তবে সবসময় নয়।

এই ধরনের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি হলো একজন শিক্ষানবিস টেনিস খেলোয়াড়ের মতো, যে কোনো ভুল না করার চেষ্টা করছে। কিন্তু যত বেশি সে ভুল না করার চেষ্টা করে, তত বেশি ভুল করে।

ট্রেডিংয়ে শৃঙ্খলা বজায় রাখার সর্বোত্তম উপায় হলো একটি দৃশ্যমান চেকলিস্ট রাখা। গতকালের ট্রেডিং রেঞ্জগুলো পর্যালোচনা করুন আজ কী আশা করা যায় তার সূত্রের জন্য। সম্ভাব্য ট্রেডগুলোর নোট নিন। রাতারাতি মার্কেটে কোনো অস্বাভাবিক মূল্য পরিবর্তন হয়েছে কি না তা পর্যালোচনা করুন। ওপেন চেক করুন, এটি কি আগের দিনের রেঞ্জের মধ্যে নাকি বাইরে? ভ্যালু এরিয়া? উপরের দিকে নাকি নিচের দিকে?

রেফারেন্স পয়েন্টগুলো শনাক্ত করুন, ট্রেডিং ভিউ প্ল্যাটফর্মে সকাল ৯.০৭-এ আপনি জানতে পারবেন মার্কেট কোথায় ওপেন হচ্ছে।

আপনি যদি প্রতিটি ধাপ অনুসরণ করেন এবং এই বইয়ে উল্লেখিত কৌশলগুলো বাস্তবায়ন করেন এবং আপনি যদি ঝুঁকি পছন্দ করেন এবং তা গ্রহণ করেন, যদি আপনার শেখার ইচ্ছা এবং ঝুঁকি গ্রহণের ইচ্ছা একটি নিখুঁত মিল হয়। তবে ট্রেডিং আপনার জন্য নিখুঁত ক্যারিয়ার। আপনি হয়তো সফলতার থেকে ২ ধাপ দূরে আছেন। ট্রেডিং হলো মার্কেটে সুযোগের একটি ফাংশন, তাই যখন আপনি স্বস্তিতে থাকবেন তখন আপনি উপযুক্ত সময়ে মার্কেটে প্রবেশ করতে পারবেন। আরও ভালো ফলাফলের জন্য, আপনি ২ ঘণ্টা ট্রেডিং করতে পারেন। আপনার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন করা বন্ধ করুন। পদক্ষেপ নিতে শুরু করুন।

ট্রেড এন্ট্রিতে শৃঙ্খলা

কখনও কখনও দামের আপনার এন্ট্রি পয়েন্ট লেভেলে পৌঁছানোর জন্য অপেক্ষা করাই সেরা। কিন্তু তাড়াহুড়ো করে ট্রেডে প্রবেশ করা ব্যয়বহুল ব্যবসা হতে পারে। একটি লিমিট অর্ডার এই ভুলকে কমাতে পারে। আপনার ট্রেডিং কৌশল দ্বারা নির্ধারিত নিয়ম লঙ্ঘন করবেন না। পূর্বনির্ধারিত নিয়ম অনুসরণ করুন এবং ধৈর্য ধরুন যতক্ষণ না দাম আপনার এন্ট্রি পয়েন্ট লেভেলে পৌঁছায়। এটাই ট্রেডিংয়ে ধৈর্য এবং শৃঙ্খলার প্রয়োজন।

উপযুক্ত ট্রেড খোঁজা

মার্কেট ট্রেডিং সুযোগে পরিপূর্ণ এবং এন্ট্রি সুযোগ খুঁজে পাওয়া কখনও কঠিন নয়।

আমাদের ট্রেডিং কৌশল অনুযায়ী সুযোগ খুঁজে পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

ভালো এন্ট্রি পয়েন্ট খুঁজতে গিয়ে আপনাকে অভ্যস্ত হতে হবে কত লাভ হলে আপনি লাভ বুক করবেন এবং স্টপ-লস লেভেল কোথায় রাখবেন।

একবার আপনি আপনার ট্রেডিং কৌশল অনুযায়ী ট্রেডে প্রবেশ করলে, শৃঙ্খলাবদ্ধ ট্রেডিং আপনাকে আপনার কৌশলের সব প্রোটোকল অনুসরণ করতে এবং আবেগকে দূরে রাখতে বাধ্য করে।

স্ক্যালপিংয়ে

যদি মার্কেট আপনার প্রত্যাশা অনুযায়ী না চলে, আপনি মোমেন্টামে হারিয়ে যান, তবে আপনাকে বুদ্ধিমান হতে হবে লাভ বুক করতে এবং ট্রেড থেকে বের হয়ে আসতে।

প্র্যাকটিস, প্র্যাকটিস, প্র্যাকটিস

শীর্ষ এবং অভিজ্ঞ পেশাদার ট্রেডাররা বাস্তবসম্মতভাবে প্রস্তুত থাকে, তারা প্রশিক্ষিত, সম্পৃক্ত এবং তাদের সঠিক মানসিক অবস্থা থাকে যাতে তারা তাদের কৌশলগুলো পরিষ্কার ও উন্মুক্ত মনে বাস্তবায়ন করতে পারে।

আপনি প্রাথমিকভাবে এই বই থেকে গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলো পড়তে পারেন, তবে আপনাকে বাস্তব কাজে যথেষ্ট সময় ব্যয় করতে হবে।

পূর্ণ-মস্তিষ্ক ট্রেডার আলাদা আকাঙ্ক্ষায় হারিয়ে যায় না, বরং বৃহত্তর ছবির ধারণা বোঝে। আবেগকে বিবেচনায় না নিলে আপনি ঝুঁকি বুঝতে শুরুই করতে পারবেন না। অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা অভিজ্ঞতা অর্জন করি এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নমনীয়তা পাই।

অভিজ্ঞ সার্জনের মতোঃ যেমন সার্জন এমআরআই, রক্তের রিপোর্ট এবং চিকিৎসা ইতিহাস দেখে যথেষ্ট প্রস্তুতি নেয়। এরপর তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছান, কিন্তু একবার ডাক্তার সিদ্ধান্ত নিলে অপারেশন সামঞ্জস্য করার জন্য সবসময় কম সময় থাকে। যেহেতু ডাক্তার একই ধরনের

পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, ছোটখাটো ভিন্নতা ঘটতে পারে, যা শান্ত দক্ষতার সাথে সামঞ্জস্য করা হয় এবং অপারেশন সফলভাবে এগিয়ে যায়।

একইভাবে সফল ট্রেডাররা জানে তারা "বিক্ষিপ্ত" ট্রেডিং পদ্ধতিতে ধারাবাহিকভাবে টাকা আয় করতে পারে না। সেরা ট্রেডাররা একটি মূল ট্রেডিং কৌশল শত শত বার অনুশীলন করেছে এবং প্রয়োগ করেছে। যেকোনো ট্রেডিং কৌশল শেখা এবং আয়ত্ত করতে সময় লাগে।

সঠিক অনুশীলন আপনাকে একজন নিখুঁত ট্রেডার বানায়।

মানসম্মত ট্রেড বনাম পরিমাণগত ট্রেড

আপনি কি প্যারেটো প্রিন্সিপল সম্পর্কে শুনেছেন? এটি সাধারণত ৮০/২০ নিয়ম নামে পরিচিত। আপনি যদি এই ধারণায় বিশ্বাস করেন, এর মানে হলো কম ট্রেড করা উচিত এবং কেবল উচ্চমানের ট্রেড খুঁজতে হবে।

নিম্নলিখিত পাঁচটি ট্রেডিং ডাইরেকশন নিয়ম আপনার ট্রেডিংকে ব্যাপকভাবে উন্নত করবে-

1. দাম যদি **CPR** এবং ২০ **EMA**-এর উপরে থাকে তবে লং পজিশনের জন্য প্রস্তুত হোন।
2. একবার সবুজ ক্যান্ডেল গঠন শুরু হলে ২০ **EMA**-এর কাছে এন্ট্রি নিন।
3. ট্রেডিং পরিস্থিতি অনুকূল হলে আপনার সাইজ সর্বাধিক করুন।
4. **SL** নিকটতম সাপোর্টের নিচে রাখুন।
5. যদি আপনার সংজ্ঞায়িত ঝুঁকি থাকে তবে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে ট্রেড করবেন।

যখন আপনি ট্রেড করবেন, আপনার টাইম ফ্রেম (এক বা দুই) বেছে নিন এবং সেটিতে স্থির থাকুন। খুব বেশি সময় ধরে একটি পজিশনে ঝুলে থেকে বাস লোকদের মতো হবেন না। মনে রাখবেন, বাস লোকেরা প্রায় সবসময় ভুল হয়।

আমার ট্রেডিং ডাইরেকশন ইউটিউব সাবস্ক্রাইবার এবং ওয়েবিনার শিক্ষার্থীরা মানসম্মত ট্রেডের উপর গুরুত্ব দেয় পরিমাণগত ট্রেডের তুলনায়। আপনি মানসম্মত ট্রেডারদের শনাক্ত করতে পারেন আপনার ট্রেডিং ইতিহাস ট্রেডিং জার্নালে প্রতিফলিত দেখে। নিজেকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করুন:

1 – কোন ট্রেডগুলো আপনাকে সর্বাধিক টাকা দিয়েছে? –

....

2 – কোন ইনডেক্স, স্ট্রাইক প্রাইস বা স্টকগুলোতে আপনি সবচেয়ে আত্মবিশ্বাসী বা সবচেয়ে সম্ভাবনাময় মনে করেন? –

....

3 – অপশন কেনা লাভজনক হচ্ছে নাকি অপশন বিক্রি? –

....

4 – কোন ট্রেডিং কৌশল প্রধান লাভ দিচ্ছে? –

....

আপনি যদি বিশেষজ্ঞদের দ্বারা ট্রেডিং জার্নাল ফরম্যাট এনালাইসিস করতে চান, তবে আমি সাহায্য করতে পারি, শুধু এই বইয়ের উপর আপনার প্রতিক্রিয়া নিচের ইমেইল আইডিতে অনুরোধসহ পাঠান। ট্রেডিংয়ে শৃঙ্খলা শেষ পর্যন্ত তাদের উন্নতির দিকে নিয়ে যায় এবং অবশেষে মাস শেষে আপনাকে লাভজনক করে তোলে।

আমাকে আপনাকে পরবর্তী সফল ট্রেডার হতে সাহায্য করতে দিন। আমার জীবনের প্রধান আবেগ এখন হলো আমার কৌশল, স্ট্র্যাটেজি এবং অন্তর্দৃষ্টি ভাগ করে নেওয়া উদ্যমী, প্রেরণাদায়ী ব্যক্তিদের সাথে যাতে তারা সফল হতে পারে।

আপনি একজন মেন্টর ছাড়া ট্রেডিংয়ে সফল হতে পারবেন না।

সঠিক মেন্টরের সাহায্যে ট্রেডিং সহজ এবং সরল হয়ে উঠবে।

আমাকে একটি ইমেইল লিখুন **stocktradingdirection@gmail.com**
মোবাইল/হোয়াটসঅ্যাপ **+917391841111**

উপসংহার

- টাকা বানানোর সবচেয়ে সহজ উপায় হলো উচ্চ সম্ভাবনাময় প্যাটার্ন শনাক্ত করা এবং লাভ বুক করা।
- নিজের উপর এবং টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসে মনোযোগ দিন।
- পেশাদারভাবে হারুন যাতে পেশাদারের মতো জিততে পারেন।
- মার্কেট মূল্যায়ন এবং দাম ভিন্ন হতে পারে, এভাবেই এগুলো পরিচালিত হওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
- মার্কেট ভবিষ্যৎকে ডিসকাউন্ট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
- হারার সময় আপনি কী করছেন এবং জেতার সময় আপনি কী করছেন তা জানুন।
- ট্রেড জোর করে করবেন না, মানসম্মত সেটআপে থাকুন। আমরা বাছাই করে থাকি।
- ট্রেডিং অবশ্যই আপনার মনস্তত্ত্বকে প্রভাবিত করে, এবং আপনার মনস্তত্ত্ব আপনার ট্রেডিংকে প্রভাবিত করে। বিষয়টি ভারসাম্য করুন।
- ভয়কে মোকাবিলা করে আপনি তা অতিক্রম করতে পারেন।
- ছোট ছোট পরিমাণে ধারাবাহিকভাবে টাকা বানানোর চেষ্টা করুন। তারপর বড় লক্ষ্য করুন। ধাপে ধাপে এগিয়ে যান।
- যারা ঝুঁকি পছন্দ করে এবং আবেগকে গ্রহণ করে, তাদের জন্য ট্রেডিং হলো সেরা ব্যবসায়িক পছন্দ।

শব্দকোষ

বিয়ার মার্কেট – একটি প্রবণতা যখন শেয়ারের দাম একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কমছে বা কমার প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

ব্রেকআউট– যখন শেয়ার বা সূচক রেজিস্ট্যান্স বা সাপোর্ট থেকে দূরে সরে যায়, মার্কেটে মোমেন্টাম এবং ভোলাটিলিটির সাথে, তখন তাকে ব্রেকআউট বলা হয়।

বিলিফ – স্থায়ী চিন্তা বিশ্বাসে পরিণত হয়; এটি একটি মানসিক অবস্থা যেখানে সেই চিন্তার প্রতি পূর্ণ আত্মবিশ্বাস থাকে।

বুল মার্কেট – একটি সময়কাল যখন যন্ত্রগুলোর দাম বাড়ছে, অতীতের তুলনায় দ্রুততর, এটি উচ্চতর উচ্চতা দেয়।

কনফ্লুয়েন্স – দুটি সূচকের সমন্বয়, ঘটে যখন দুটি বা তার বেশি অসংশ্লিষ্ট সূচক একই প্রবণতা বা স্তর শনাক্ত করে। আমি এই স্তরগুলোকে হট জোনও বলি।

কনভিকশন – একটি দৃঢ়ভাবে ধারণকৃত মতামত, এটি হলো আপনি ট্রেড সম্পর্কে কী অনুভব করছেন।

ডে ট্রেডিং – একই দিনে অল্প সংখ্যক ট্রেড খোলা এবং বন্ধ করা এবং রাতারাতি কোনো পজিশন না রাখা। একে ইন্ট্রাডে ট্রেডিংও বলা হয়।

ডে ট্রেডার – একজন প্রশিক্ষিত ট্রেডার যিনি শৃঙ্খলার সাথে ট্রেডিং কৌশল ব্যবহার করেন। দিনের একটি বড় অংশ মার্কেটের সাথে কাটান এবং এমন পজিশন পরিচালনায় প্রশিক্ষিত যা কয়েক মিনিট থেকে কয়েক দিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে।

ডিসিপ্লিন – নিয়ম মেনে চলা, এর মানে হলো নিজেকে প্রশিক্ষণ দেওয়া নিয়ম অনুসরণ করতে যাতে ধারাবাহিকভাবে সফলতা পাওয়া যায়।

ড্রডাউন – এটি হলো একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সর্বোচ্চ অ্যাকাউন্ট থেকে মূলধনের পার্থক্য এবং কিছু ক্ষতির ট্রেডের পর অ্যাকাউন্টের মান।

রেঞ্জবাউণ্ড মার্কেট – দাম রেঞ্জের মধ্যে চলে যখন শেয়ারের দামে সামান্য বা কোনো প্রবণতা থাকে না।

ফিউচার – এটি একটি চুক্তি, যা ভবিষ্যতের তারিখে কেনা বা বেচার বাধ্যতামূলক চুক্তি। এটি একটি বাধ্যবাধকতা ভবিষ্যতে কোনো সময়ে একটি যন্ত্র গ্রহণ বা সরবরাহ করার, আজকের নির্ধারিত মূল্যে।

ইনডেক্স – বড় শেয়ারগুলোর একটি তালিকা যা মার্কেটের প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন নিফটি ৫০ এবং ব্যাংক নিফটি।

ইনিশিয়াল ব্যালেন্স – আইবি সংজ্ঞায়িত হয় দিনের প্রথম ঘণ্টার মানের সীমা হিসেবে, এই স্তরগুলো ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

ইন্ট্রাডে – দিনের মধ্যে বা একটি ট্রেডিং সেশনের সময় (সকাল ৯:১৫ থেকে রাত ৩:৩০ পর্যন্ত) দামের ওঠানামা।

ইন্ট্রাডে ভোলাটিলিটি – দিনের মধ্যে দামের ওঠানামা। যেমন HDFC ব্যাংকের মতো মার্কেটে বড় ভলিউম থাকে, কিন্তু কখনও কখনও কম ওঠানামা হয় যাকে কম ভোলাটিলিটি বলা হয়।

লিকুইডিটি – গড় দৈনিক ভলিউম, যা নির্দেশ করে কত সহজে একটি সিকিউরিটি নগদে রূপান্তরিত হতে পারে মার্কেটের দাম না বদলে।

সীমাবদ্ধ বিশ্বাস – চিন্তা যা আপনাকে পদক্ষেপ নিতে সীমাবদ্ধ করে। জীবনের কোনো ক্ষেত্রে আপনি সীমিত ফলাফল পাচ্ছেন সেটি আপনার সীমাবদ্ধ বিশ্বাসের ফল।

মার্কেট – একটি স্থান যেখানে বাণিজ্যিক লেনদেন পরিচালিত হয়। এটি একদল মানুষ যারা একে অপরের কাছ থেকে টাকা বের করার জন্য পারস্পরিক ক্রিয়ায় যুক্ত থাকে।

মার্কেট ভোলাটিলিটি ইনডেক্স – এনএসই দ্বারা প্রদত্ত এবং মার্কেটের উদ্বেগের স্তর নির্দেশ করার জন্য একটি গাইড হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ধৈর্য – এমন একজনের অসাধারণ গুণ যিনি অপেক্ষার সময় সর্বোত্তম মনোভাব বজায় রাখেন।

পিভট পয়েন্টস – পিভট পয়েন্ট হলো একটি টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস গণনা, যা মার্কেটের সামগ্রিক প্রবণতা নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়। শেয়ার বা সূচকের উচ্চ, নিম্ন এবং ক্লোজিং প্রাইসের গড়।

প্রোটেকটিভ স্টপ লস – একটি কৌশল যা স্টপ লস ব্যবহার করে সম্ভাব্য ক্ষতিকে একটি কাঙ্ক্ষিত স্তর বা পরিমাণে সীমাবদ্ধ করার লক্ষ্য রাখে, যেখানে আরও ট্রেডিং বন্ধ হয়।

পজিশনাল ট্রেডিং – সপ্তাহ বা মাসের জন্য ট্রেড পজিশন ধরে রাখা, দীর্ঘমেয়াদে লাভজনক হওয়ার প্রত্যাশায়।

পুল ব্যাক – দামের উচ্চ থেকে তার গড়ের দিকে ফিরে আসা।

রিওয়ার্ড টু রিস্ক রেশিও- এন্ট্রি থেকে লাভ বুকিং পর্যন্ত যে পরিমাণ আয় হবে, তার তুলনায় এন্ট্রি থেকে স্টপ লস পর্যন্ত যে পরিমাণ ক্ষতি হবে।

রেজিস্ট্যান্স- এটি এমন একটি স্তর যেখানে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা সাময়িকভাবে থামবে বলে আশা করা হয়, অতিরিক্ত সরবরাহের কারণে।

রিভার্সাল টাইমস- ট্রেডিং দিনের সেই সময়গুলো যখন মার্কেট সর্বশেষ প্রবণতাকে উল্টে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

সুইং ট্রেডিং- মার্কেটের ওঠানামার সুবিধা নিতে কয়েক দিন বা সপ্তাহ ধরে ট্রেড পজিশন ধরে রাখা।

সাপোর্ট লাইন- এটি এমন একটি স্তর যেখানে নিম্নমুখী প্রবণতা সাময়িকভাবে থামবে বলে আশা করা হয়, অতিরিক্ত চাহিদার কারণে।

যথেষ্ট লিকুইডিটি- ট্রেডের জন্য বেশি ভলিউমের শেয়ার, যাতে আপনি আপনার নির্ধারিত প্রাইস টার্গেটের কাছাকাছি এন্ট্রি ও এক্সিট করতে পারেন।

স্ক্যালপিং- প্রতিদিন কয়েকটি ট্রেডে অংশগ্রহণ করা, কয়েক সেকেন্ড বা মিনিটের জন্য, ছোট ছোট লাভ করার উদ্দেশ্যে যা যোগ হয়ে বড় অঙ্কে পরিণত হয়।

ট্রেডিং- যন্ত্র কেনা-বেচার কার্যকলাপ। এটি মার্কেটে সুযোগের একটি ফাংশন।

ট্রেডিং প্ল্যান- সিস্টেম্যাটিক ধাপ যা নির্ধারণ করে কী ট্রেড করবেন, কখন করবেন এবং কীভাবে ট্রেড ও ম্যানেজ করবেন।

ট্রেডিং জার্নাল- এটি একটি ব্যবসায়িক রিপোর্ট ও লগের ধরন যা আপনি আপনার ট্রেডগুলো রেকর্ড করতে ব্যবহার করতে পারেন।

ট্রেন্ড লাইন- উচ্চতর নিম্ন এবং উচ্চতর উচ্চকে সংযুক্ত করা রেখাকে ট্রেন্ড লাইন বলা হয়। এটি একটি মৌলিক পদ্ধতি প্রবণতা শনাক্ত করার জন্য।

ভার্জিন CPR- যদি কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য প্রাইস লেভেল সেই সময়সীমার **CPR** লেভেল স্পর্শ না করে, তবে সেই **CPR**-কে ভার্জিন **CPR** বলা হয়।